CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

সিস্টার masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 18 May, 2020 ■ আগরতলা, ১৮ মে ২০২০ ইং ■ ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

লকডাউন ৪.০ এর মেয়াদ ৩১ মে পর্যন্ত থাকবে নৈশকালীন কারফিউ

১০ বছর নীচে শিশু, গর্ভবতী ও ৬৫ বছরের উর্দ্ধে ব্যক্তিদের বাইরে বেরতে নিষেধ

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.)।। প্রত্যাশিতই ছিল। সেইমতো দেশজুড়ে লকডাউনের মেয়াদ আরও দু''সপ্তাহ বাড়ল। চতুর্থ দফায় দেশজুড়ে লকডাউনের মেয়াদ বাড়ল আরও ১৪ দিন। অর্থাৎ ৩১ মে পর্যন্ত দেশজুড়ে লকডাউনের মেয়াদ বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। রবিবার এমনটাই জানান হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা জারি করে।

চতুর্থ দফার লকডাউন নিয়ে কেন্দ্রীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের তরফ থেকে সুর্নির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সরকারের কাছে। তার পরই বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করা হয়। কাল থেকে শুরু হওয়া লকডাউনের এই চতুর্থ পর্বে কোথায় কোথায় কী কী বিধি নিষেধ জারি থাকছে, কী কী ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হচ্ছে, তা ওই নির্দেশিকায় জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। নয়া নির্দেশিকায় জানানো হয়, ৩১ মে পর্যন্ত ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা স্থগিত থাকবে। তবে ঘরোয়া চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিষেবা, ঘরোয়া অ্যাম্বুলেন্স এবং কেন্দ্রের তরফে অনুমতি পাওয়া ক্ষেত্রেই উড়ান পরিষেবা জারি থাকবে।

পাশাপাশি 'কনটেনমেন্ট জোন' ছাড়া সর্বত্র আন্তঃরাজ্য যাত্রীবাহী বাস ও গাড়ি পরিষেবায় এবার ছাড় দেওয়া হয়েছে। তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দুটি রাজ্যের পারস্পরিক সম্মতির প্রয়োজন হবে।

একাধিক রাজ্যের আর্জি মেনে রেড, গ্রিন, ও অরেঞ্জ জোন নির্ধারণের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে দেওয়া হল। তবে কেন্দ্রের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মাপকাঠি মেনে জোন নির্ধারণ করতে হবে।

তবে বন্ধ থাকবে মেট্রো রেল পরিষেবা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়-সহ যাবতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। প্রথম তিন দফার মতো এবারও সিনেমা হল, শপিং মল, জিম, সুইমিং পুল, বিনোদন পার্ক, থিয়েটার, পানশালা, অডিটোরিয়ামের ঝাঁপ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত জারি করা হবে 'নাইট কার্ফু'। প্রয়োজনে ১৪৪ ধারা জারি করতে পারবে স্থানীয় প্রশাসন। তবে জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হবে। এ ছাড়াও বলা হয়েছে, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় বেরনো যাবে না। ৬৫ বছরের বেশি বয়স্ক ও অন্তঃসত্ত্বাদের বাইরে বেরতে নিষেধ করা হয়েছে। ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের বাইরে বেরতেও নিষেধ করা হয়েছে।

দেশে সর্বোচ্চ হারে ছড়াচ্ছে করোনা সংক্রমণ। শেষ ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে আক্রান্ত হলেন ৪৯৮৭ জন মানুষ। যা কিনা এখন পর্যন্ত একদিনে সর্বাধিক সংখ্যায় করোনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার নাগরিকদের ফেরাতে ট্রেন দিতে সম্মত পশ্চিমবঙ্গ, আজ তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক থেকে আসছে রেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরার আটকে থাকা নাগরিকদের জন্য ট্রেন মঞ্জুর করল। ত্রিপুরার জন্য তিনটি ট্রেন আটকে থাকা নাগরিকদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে ফিরিয়ে আনবে। এদিকে, সোমবার তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক থেকে ত্রিপুরার নাগরিকদের নিয়ে ট্রেন ফিরবে। শুধু তাই নয়, মহারাষ্ট্র থেকেও ত্রিপুরার নাগরিকদের নিয়ে আগামীকাল ট্রেন রওয়ানা দেবে।

এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ত্রিপুরার নাগরিকদের ফেরত পাঠানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিনটি ট্রেন মঞ্জুর করেছে। ওই রাজ্যের মুখ্যসচিব ত্রিপুরার মুখ্যসচিবকে এক পত্রবার্তায় এই খবর জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার দুই দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আটকে থাকা ত্রিপুরার নাগরিকদের তালিকা তৈরী করে পাঠাবে। তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৫৭৪৫ জন ত্রিপুরার নাগরিক রয়েছেন।

এদিকে, মহারষ্ট্রের মুম্বই থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য সরকারের আয় কমেছে, বাড়ানো হচ্ছে ঋণ নেওয়ার পরিমাণ ঃ অর্থমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.)।। কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপ থেকে দেশের অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রকল্পে ২০ লক্ষ কোটির আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সেই প্রকল্পের পঞ্চম পর্বের ঘোষণা করছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এদিন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ব্যবসা ক্ষেত্রের প্যাকেজ ঘোষণা করছেন অর্থমন্ত্রী। এর মধ্যে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে বাজেট ছাড়াও ৪০ হাজার কোটির অতিরিক্ত প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন তিনি।

অর্থমন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় মাসে ২০০০ টাকা করে দেওয়া হয়। সরাসরি উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়। সেই প্রকল্পে বহু কৃষক উপকৃত হয়েছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরত পাঠানো প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রি বলেছেন, পরিযায়ী শ্রমিকরা ঘরে ফিরছেন, তাঁদের ট্রেনের ভাড়ার ৮৫ শতাংশ বহন করেছে কেন্দ্র। ট্রেনের মধ্যে তাঁদের খাবারও দেওয়া হয়েছে। যে সব রাজ্য যত সংখ্যক ট্রেন চাইছে, সেগুলির বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী আরও জানান, ১২ লক্ষ কর্মী ইপিএফ থেকে ৩৩৬০ কোটি টাকা তুলেছেন। ৮৬ হাজার কোটি টাকার ঋণ দেওয়া হেয়েছে কৃষকদের। স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের জন ৫০ লক্ষ টাকার বিমা করা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে তিন হাজারের বেশি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসির প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত জি কে রাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসাবে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব জি কে রাওকে নিযুক্ত করলেন রাজ্যপাল। স্বশাসিত জেলা পরিষদের মেয়াদ শেষ হয়েছে রবিবার। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে এডিসিতে নির্বাচন করানো সম্ভব নয়। তাই সাংবিধানিক রীতি মেনে রবিবার থেকে এডিসি-র ক্ষমতা চলে যায় রাজ্যপালের হাতে। বিশেষ মুহূর্তের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লেনদেন নিয়ে বিবাদের জেরে ব্যবসায়ীদের মধ্যে দফাওয়ারি সংঘর্ষ ক্যাম্পেরবাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। রাজধানী সংলগ্ন ক্যাম্পের বাজারে ব্যবসায়ীদের মধ্যে মারধোরের ঘটনায় রবিবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বন্ধ হয়ে যায় বাজারে মাছ বিক্রি। রবিবারের বাজারে সবে মাত্র ক্রেতারা বাজার মুখী হতে শুরু করেছেন। ঠিক তখনই বাঁধে বিবাদ।

অভিযোগ বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে এক ব্যবসায়ী অন্য ব্যবসায়ীর উপর চড়াও হয়। দফায় দফায় চলে এই মারধোর। বাজারে মাছ বিক্রেতা মুধুসুদন দাসের দোকানের মাছ ফেলে দেয় আক্রমণকারীরা। টাকা নিয়ে বিবাদের জেরে বাজারে চাঞ্চল্য ছড়ায়। মুহূর্তের মধ্যে খালি হয়ে যায় বাজার। বন্ধ হয়ে যায় সমস্ত দোকান। খবর পেয়ে ছুটে আসে বাজার কমিটির সদস্যরা। তারা বিষয়টি নিয়ে বৈঠকে বসার কথা জানিয়েছে। পরবর্তী সময়ে বৈঠক করে এই বিষয়ের মিমাংসা করা হবে বলে জানায়।

একই সঙ্গে বাজার স্বাভাবিক রাখার আহ্বান জানায়। কিন্তু সাত সকালে এই ঘটনায় বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। জে কারণে ছুটির দিনে বাজার খুলেই বন্ধ করে দিতে হয় এই ঘটনার জেরে। এদিকে আক্রান্ত ব্যবসায়ী মুধুসুদন দাস এডি নগর থানার দারস্থ হয়। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে আসে পুলিশ। এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৪ জনের বিরুদ্ধে।

শ্বশুরবাড়িতে আত্মঘাতী ঘরজামাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। ফাঁসিতে আত্মঘাতী শফিক আলী নামে এক মাঝ বয়সী যুবকের। মৃত যুবকের বয়স ৩২ বছর। ঘটনা ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরের ভগবান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শফিক আলী পেশায় রাজমিস্ত্রি। ২০ বছর আগে সুলতানা পারভীনের সাথে শফিক আলীর বিয়ে হয়। বিয়ের ১০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শফিক আলী শ্বশুরবাড়িতে চলে যায়।

তারপর থেকে সে শ্বশুর বারিতেই স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস শুরু করে। মৃত শফিক আলীর স্ত্রী সুলতানা পারভীন জানান শনিবার সন্ধ্যায় শফিক আলী কাজ থেকে আসার পর শ্বশুরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। তারপর রাতে খাবার খেয়ে সকলে ঘুমিয়ে পড়ার পর শফিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রামনগরে সন্দেহভাজন ১৩ জন পরিযায়ী শ্রমিককে আটক করলেন এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। দক্ষিণ রামনগর এলাকায় কিছু পরিযায়ী শ্রমিকের উপস্থিতি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় রবিবার সকালে। এদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসে বেশ কয়েকজন মিলে এলাকা দিয়ে যাচ্ছে। এরপর তারা সেই সমস্ত অচেনা মানুষদের আটক করে। এলাকার একটি মাঠে তাদের বসিয়ে রাখা হয়। খবর দেওয়া হয় বটতলা ফাঁড়িতে। খবর পেয়ে এলাকায় যায় পুলিশ।

রামনগরে আটক তেরজন পরিযায়ী শ্রমিক। ছবি নিজস্ব।

তাদের পরিচয় পত্র দেখতে চায় পুলিশ। তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবে পরিচয় পত্র দেখায়। পুলিশের বক্তব্য ১৩ জনকে এলাকার মানুষ আটক করেছে। তাদের পরিচয় অনুযায়ী প্রত্যেকেই পশ্চিমবঙ্গের মালদা টাউনের বাসিন্দা। রাজ্যে ফেরি করে সামগ্রী বিক্রি করে। কিন্তু লক ডাউন চলায় বন্ধ তাদের পেশা। এদিকে খাদ্যের সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নন্দননগরে বাজার বসানো নিয়ে ধুন্ধুমার, সড়ক অবরোধ, উত্তেজনা প্রশমনে পুলিশের লাঠিচার্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। রাজধানী সংলগ্ন নন্দন নগর এলাকায় প্রত্যহিক বাজার বসা নিয়ে জটিলতাকে কেন্দ্র করে রবিবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। চলে পথ অবরোধ। এর জেরে নন্দন নগর সড়ক দিয়ে যান চলাচল ব্যহত হয়। রাস্তার দুধারে আটকে পড়ে বহু যান বাহন। পরিস্থিতি জটিল হলে ঘটনা স্থলে পৌছায় এন সি সি থানার এস ডি পি ও এবং সদরের অতিরিক্ত মহকুমা শাসক। দফায় দফায় কথা বলে বিক্ষোভকারী দুই পক্ষ্যের সঙ্গে। কিন্তু প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের দাবিতে অনড় থাকে।

পরে পুলিশ বাধ্য হয়ে বল প্রয়োগ করে অবরোধ কারীদের সরিয়ে দেয়। কিন্তু এই অবরোধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে দেখা যায় সরকারী পদস্থ কিছু আধিকারিকদের। তারা নিজেদের সাধারণ মানুষ বলে দাবি করলেও তাদের পদ মর্যাদায় এই ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। লক ডাউনের জেরে ১৪৪ ধারা বলবৎ রয়েছে। তার পরেও অবরোধকে ঘিরে প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। সেই পরিস্থিতিতে সরকারী পদস্থ আধিকারিক সহ কর্মীদের পাল্টা বিক্ষোভে সামিল হওয়ার বিষয়টি যথেষ্ট রকম ভাবে প্রশ্ন তৈরি করেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নন্দননগরে উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ ও টিএসআর লাঠিচার্জ করেছে। ছবি নিজস্ব।

চুরাইবাড়িতে ট্রাক চালককে বেধরক মারধর পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৭ মে।। ভোর রাতে পুলিশ ও টিএসআরের গুন্ডামিতে আহত এক লরি চালক। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ রাজ্য ও বহিঃ রাজ্যের লরিচালকরা।ঘটনা উত্তর জেলার চুড়াইবাড়ি সেইলটেক্স সংলগ্ন এসটিপাড়া এলাকাতে। আজ রবিবার ভোর চারটে নাগাদ চুড়াইবাড়ি থেকে টিআর-০১এল-১৭৪৮ নম্বরের একটি ছয় চাকা এলপিজি খালি সিলিন্ডারের গাড়ি আসামে যাবার সময় চুরাইবাড়িতে অন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৯৬৪ জন পরিযায়ী শ্রমিককে নিয়ে জিরানীয়া থেকে বিহারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে সমগ্র দেশে লক ডাউন চলছে। এই লক ডাউনের ফলে রাজ্যের বহু বাসিন্দা যেমন বহিঃরাজ্যে আটকে পড়েছে, তেমনি বহিঃরাজ্যের বহু পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্যে আটকে পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন পাওয়ার পরই রাজ্যে সরকার বহিঃরাজ্যে আটকে পড়া রাজ্যের বাসিন্দাদের যেমন ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেছে, তেমনি রাজ্যে আটকে পড়া বহিঃরাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

সেই মোতাবেক রবিবার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী জিরানিয়া রেল স্টেশন থেকে ১ হাজার ৯৬৪ জনকে নিয়ে ২২ বগির একটি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন বিহারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। এই ট্রেনটি পৌঁছাবে বিহারের খাড়ারিয়া। জনপ্রতি খরচ হবে ৬০০ টাকা। এই টাকা প্রদান করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিল থেকে। এইদিন সকাল থেকে নিজ রাজ্যে ফিরে যাওয়ার জন্য জিরানিয়া রেল স্টেশনে ভিড় জমাতে থাকে পরিযায়ী শ্রমিকরা। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগে থেকেই সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পশ্চিম জেলার জেলা শাসক সন্দীপ এন মাহাত্মে, জিরানিয়া মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা এইদিন জিরানিয়া রেল স্টেশনে উপস্থিত থেকে সকল ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পরিযায়ী শ্রমিকদের ট্রেনে উঠানো হয়।

তবে তার আগে সকল যাত্রীর থার্মাল স্কিনিং করা হয়। যাদের কাছে মাস্ক ছিলনা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় মাস্ক। পশ্চিম জেলার জেলা শাসক সন্দীপ এন মাহাত্মে জানান রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যে আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের তাদের নিজ নিজ রাজ্যে পাঠানো হবে। তার জন্য রেল মন্ত্রকের সাথে কথা বলে স্পেশাল শ্রমিক ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইদিন প্রথম শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন রাজ্য থেকে রওয়ানা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিল থেকে ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। সেখান থেকে প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করে তিনটি ট্রেন বুকিং করা হয়েছে।

এইদিনের ট্রেনে করে ১ হাজার ৯৬৪ জন যাত্রী নিজ রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। তার মধ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার জিরানীয়া স্টেশন থেকে শ্রমিকদের নিয়ে বিহারের উদ্দেশ্যে গেল ট্রেন। ছবি নিজস্ব।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২১৫ ◘ ১৮ মে ২০২০ ইং ◘৪ জ্যৈষ্ঠ ◘ সোমবার ◘১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ক্ষুধাই মানুষের শত্রু !

ক্ষুধাই মানুষের শত্রু, উপনিষদের এই কথার সত্যতা আমাদের দেশের মানুষ উপলব্ধি করিতেছে। মহামারী ও লক ডাউন এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্য নাই, অর্থ নাই, সম্বল নাই। তবু এই দুঃসময়ে অনাহার পিরিত , রোগ শঙ্কিত মানুষের পাশে দাঁড়াইতে যেভাবে আগাইয়া আসিয়াছেন সহ নাগরিকরা তাহা জাতির চিত্তকে নতুন আশায় উজ্জীবিত করিয়াছে। সংক্রমণের আশঙ্কাকে অতিক্রম করিয়া অগণিত ব্যক্তি অপরের ক্ষুধার অন্ন, চিকিৎসার ঔষধ পৌছাইতে দিনরাত পরিশ্রম করিতেছেন। ইহাতে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, দেশে মহামারী প্রাণহানি ঘটাইতে পারে, কিন্তু জাতির প্রাণশক্তি হরণ করিতে পারিবে না। তৃতীয় পর্যায়ের লকডাউন অতিক্রম করিয়া দেশবাসী চতুর্থ পর্যায়ের লক ডাউন এ পদার্পণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রশক্তি তাহার নাগরিকদের জন্য ত্রাণসামগ্রী জুগাইছেন , সাধারণ মানুষ বিতরণ করিয়াছেন তাহার সমান কিংবা অত্যধিক ত্রাণসামগ্রী। অসংখ্য সংগঠন এবং ব্যক্তিবর্গ মানুষের মধ্যে ত্রাণ পৌছাইয়া দিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন।

শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্যই নয়, এই সময়ে মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়াইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন। বহু মানুষ অপরের সঙ্গে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করিয়া ত্রাণ সামগ্রিক যোগান দিবার চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন। বহু মধ্যবিত্ত অংশের মানুষও ত্রাণ সামগ্রী যোগান দিয়া মানুষের এই দুঃসময়ে পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন। লসেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলি কোমর বাঁধিয়া মানুষের পাশে দাঁড়াইতে চেষ্টা শুরু করিয়াছে। নিজের কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ এই দুঃসময়ে বিপদের মধ্যে বিতরন করিয়া মানুষ আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছেন। তাহাতে কিন্তু কেউ বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না। আমাদের ভারতবর্ষে এর চাইতে বড় পাওনা আর কি হইতে পারে? প্রকৃতপক্ষে মানবিকতার বন্ধনকে মানুষ সম্মান করিতে শিখিয়েছেন। নাগরিকদের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্য স্বীকার করিয়া মানুষ যে আত্মত্যাগ করিবার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ভারত বর্ষ ব্যতীত আর কোন গণতান্ত্রিক দেশে লক্ষ করা যাইতেছে? এই সাক্ষ্য ভারত বর্ষ ছাড়া অন্য কোন দেশে নজির স্থাপন করিয়াছে কিনা তাহা যথেষ্ট সন্দেহের দাবি রাখে। ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় এই আপ্তবাক্যটি সত্যিই আমাদের আজ স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। ভারত বর্ষ সত্যিকার অর্থেই যে মহান দেশ এই দুঃসময়ে আবারও প্রমাণ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে বড় অংশই হইল ছাত্রছাত্রী এবং যুব সমাজ। বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সামাজিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলো এই সময়ে দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াইয়াছে।

আদিবাসী পাড়া হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবীদের বিচরণ পরিলক্ষিত হইতেছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের মুখে আহার যোগাতে সরকার যেমন সহযোগিতার হাত সম্প্রসারন করিয়াছে, ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষও তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়াছে। কোন ধরনের প্রতিদানের আশা না করিয়া মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়াইয়া যে নজির স্থাপন করিয়াছেন তাহা সত্যিই মানবতার অনন্য নজির হিসেবে স্থান পাইয়াছে। আমাদের দেশে বন্যা দুর্ভিক্ষ মহামারী বিপর্যয় কম ঘটে নাই। কিন্তু বর্তমানে যে বিপর্যয় আমাদের গ্রাস করিবার চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে তাহা হইতে উত্তরণের একমাত্র পথ হইল নিজেদের মধ্যে সচেতনতা বজায় রাখিয়া চলিবার পথ অনুসরণ করা। সহ নাগরিকদের প্রতি সহানুভূতি তাহার প্রতি কর্তব্য পালনের ধর্ম ভারতের যুবসমাজ ভুলে নাই। এই সত্যই দুঃসময় পার করিবে, তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।করোনা ভাইরাস যুদ্ধে ভারত বর্ষ জয়লাভ করবে সেটাই আমাদের লক্ষ।

লক ডাউনের মধ্যে অনলাইনেই ঢু গুরুসদয় মিউজিয়ামে

কলকাতা, ১৭ মে(হি. স.): আগামীকাল সোমবার বিশ্ব মিউজিয়াম দিবস। তার আগেই লকডাউনের মধ্যে সর্ব সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল ঠাকুরপুকুরের গুরুসদয় মিউজিয়ামকে। তবে সম্পূর্ণ বিষয়টাই হচ্ছে অনলাইনে। গুরুসদয় মিউজিয়ামের সংগ্রহ অনলাইনে প্রত্যক্ষ করতে পারবে সাধারণ মানুষ।

কলকাতার একমাত্র লোকশিল্প জাদুঘর এই গুরুসদয় মিউজিয়াম। এই জাদুঘরের সংগ্রহে তিন হাজারেরও বেশি প্রত্নসামগ্রী, দেবদেবীর মূর্তি, পুথি, মুখোস, বাদ্যযন্ত্র, চিত্র, বস্ত্র ও কাষ্ঠশিল্প রয়েছে। গুরুসদয় দত্তের সারা জীবনের সংগ্রহ কথা মূল্যবান দ্রব্যাদি সংরক্ষিত রয়েছে এই জাদুঘরে। গুরুসদয় দত্তের অবর্তমানে তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রসদয় দত্তের সুপারিশে এই জাদুঘরটি স্থাপিত হয়। তার পুত্রবধূ আরতি দত্ত এটি পরিচালনা করতেন। তিনি দীর্ঘ সময় এই জাদুঘরের অধ্যক্ষা ছিলেন।

বছর খানেক আগে বন্ধ হওয়ার জোগাড় হয়েছিল এই ঐতিহ্যশালী লোকশিল্পের সংগ্রহশালা। ২০১৭ সালের ২৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় বস্ত্রশিল্প মন্ত্রক একটি চিঠি দিয়ে জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল, গুরুসদয় মিউজিয়াম হস্তশিল্প উন্নয়ন দফতরের অধীন তাই কেন্দ্রীয় বস্ত্রশিল্প মন্ত্রকের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। এদিকে যে পরিমাণ দর্শনার্থী জাদুঘরে আসেন সেখানে টিকিটের খরচ থেকে আয় হয় বছরে মাত্র এক থেকে দুই লাখ টাকা। যা যাদুঘর চালাতে একেবারেই যথেষ্ট নয়। কারণ ৩৩০০টি উপাদান সংরক্ষণ করতে প্রয়োজন হয় প্রতি বছর ৪৬ লক্ষ টাকা। এই অবস্থায় সংগ্রহশালা বন্ধ থাকলে এই লোকশিল্পের নিদর্শন যাতে মানুষের মন থেকে মুছে না যায় তাহলে অন্য সংগ্রহশালা সংরক্ষিত উপাদানকে অনলাইনেই সাধারণ মানুষের কাছে হাজির করতে চাইছেন কর্তৃপক্ষ।

এই প্রসঙ্গে মিউজিয়ামের কিউরেটার বিজন মণ্ডল বলেন, 'আগে থেকেই একটা অনলাইন মার্কেটিং করার পরিকল্পনা ছিল। একদম শুরু হওয়ার পর মূলত আমরা এই অনলাইন সংগ্রহশালা দেখানোর ব্যবস্থা করেছি। কবে লকডাউন খুলবে মানুষ আবার মিউজিয়াম দর্শন করতে আসতে পারবে তার কোনও স্থিরতা নেই। তাই দীর্ঘকাল মিউজিয়াম বন্ধ থাকলে মিউজিয়াম তার অস্তিত্ব হারাবে তাই আমরা অনলাইন ভাবনা শুরু করলাম।' বিজনবাবু আরও জানাচ্ছেন, মিউজিয়াম খোলা থাকা অবস্থায় যে অনুষ্ঠানগুলি হয়ে থাকে সেসব অনুষ্ঠানই এখন অনলাইনে দেখানো হবে।

একই সঙ্গে যাতে লোকশিল্পের উত্তরসূরি যারা রয়েছেন তারা নিজেদের কাজ সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরতে পারেন সেজন্য ভিডিও কলের মাধ্যমে তাদের শিল্প নিদর্শন তুলে ধরার চেষ্টা করবে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ।

আত্মনির্ভর ভারত গঠনের ক্ষেত্রে এই প্যাকেজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, মন্তব্য রাহুলের

কলকাতা,১৭ মে (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় গত মঙ্গলবার ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে" আত্মনির্ভর ভারত গঠনের ক্ষেত্রে এই প্যাকেজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে" এমনটাই মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা।

প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণার পর বুধবার থেকে সেই আর্থিক প্যাকেজ কোন খাতে কিভাবে ব্যবহার হবে তা নিয়ে আলোচনা করছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর নির্মলা সীতারামন। রবিবারও পঞ্চম দফার আলোচনা করে। এরপরেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর পঞ্চম দফার আলোচনা নিয়ে রাহুল বাবু আরও বলেন, " যে কুড়ি লক্ষ টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করার কথা বলা হয়েছিল। তা আত্মনির্ভর ভারত গঠনের কারণে প্যাকেজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সেই প্যাকেজ পাঁচ দফায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন।আজকে সেই প্যাকেজের পঞ্চম দফা শেষ দফার ঘোষণা তিনি করেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন স্তরকে বাদ দেওয়া হয়নি।

সুর দিয়ে শুশ্রূষা

শৈলেন চট্টোপাধ্যায়

১৯৫৬ সাল। ডিসেম্বরের শেষ। উষালগ্ন। কলকাতার একটি শাস্ত্রীয় সংগীত সম্মেলন থেকে ফিরছিল উত্তরপাড়ার কয়েকটি গানপাগল তরুণ। শাস্ত্রীয় সংগীত এমনই যে, তার রেশ থেকে যায় অনেকক্ষণ। ফলে তরুণদের বাক্যস্ফূর্তি বিশেষ হচ্ছিল না। কিন্তু এই না কথাবার্তার মধ্যে তরুণদের মনে একটি সার্বিক ইচ্ছে জমাট বেঁধেছিল। সেই ইচ্ছে এই যে, উত্তরপাড়ার মতো ডাঁটো মফস্‌সলেও কলকাতার মতো শাস্ত্রীয় সংগীতের আসার করলে কেমন হয়? এবং তরুণদের স্বপ্ন ছিল সেই অনুষ্ঠানটিও হবে সারারাতের।

উত্তর পাড়ার সংগীতপিপাসু মানুষজনকে তাহলে কালঘাম ঝরিয়ে কলকাতায় ছউটতে হয় না। তাছাড়া, উত্তরপাড়াও যে কম কিছু নয়, মফস্‌সলেরও নিজস্ব টুকিটাকি জেদ ও জোর আছে। কুজ্‌ঝিটিকাসমেত স্বপ্ন রয়েছে---তা প্রমাণ করারশান্ত অছত অদম্য জেদ ছিল সেই গানপাগলদের।

সেই স্বপ্ন কেবলমাত্র কথাবার্তায় স্তিমিত থাকেনি। সমালোচনা, বিদ্রুপ , তিরস্কার রোদ-হাওয়ার মতোই স্বাভাবিকভাবে যাতায়াত করেছিল এই স্বপ্নের আবহে। তবু, তারা দমেনি। বরং, পূর্ণ উদ্যমে , সার্থকভাবেই, সেই স্বপ্নের চারাগাছ পোঁতা হয়েছিল। সেই চারাগাছ, আজ ৬৪ বছরের মহীরুহ; 'উত্তরপাড়া সংগীতচক্র'। ভাততীয় মার্গ সংগীতের প্রচারও প্রসারে নিবেদিত একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৫৭ সালের ১৯ জানুয়ারি। প্রথম বছরেরই শিল্পী তালিকায় যাঁদের নাম ছিল, সেইসব নাম শুনলে উত্তরপাড়ার মানুষদের ছাতি দ্বিগুণ হওয়ারই কথা। তাঁরা ছিলেন উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ, উস্তাদ আলি আকবর, খাঁ, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতি শিশির কণা ধরচৌধুরী,পণ্ডিত মণিলাল নাগ। সঙ্গতে ছিলেন উস্তাদ কেরামৎউল্লা খাঁ, পণ্ডিত সাম্‌তাপ্রসাদ। নামের এহেন তালিকা দেখে মনে হতেই পারে, বড়সড় কোনও ফান্ড পূর্বপ্রস্তুত ছিল। কিন্তু সত্যিই ছিল না সেরকম কিছু। সংগীতের প্রতি নিবিড় ভালবাসা, আর সারারাত শাস্ত্রীয় সংগীতানুষ্ঠানের স্বপ্ন—এটুকুই ছিল রসদ। হয়তো সেই স্বপ্ন এতটাই টলটলে ছিল, এতটাই দৃশ্যমান ছিল যে, শিল্পীরা পারিশ্রমিকের দাবি করেননি। বলেছিলেন, 'তোমরা শুরু করছ, যা পারো দিও।' প্রথমবারের এই অনুষ্ঠান সফল হওয়ার পরও অনেকে ভেবেছিলেন, এ এক বছরের খেয়াল। কিন্তু তা যে কেবলমাত্র 'খেয়াল' ছিল না, তা আজ সুরঝংকারের প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।

বলতে ভাল লাগে, এক বছরের জন্যও এই অনুষ্ঠান বন্দ হয়নি। তার কৃতিত্ব অবশ্যই মানুষের। উদ্যোক্তাদের ভরসা ছিল তারাই। ছয়ের দশকের প্রথম দিক ও সাতের দশক প্রবল দাঙ্গাবিক্ষুব্ধ সময়ের মধ্য দিয় গিয়েছে। চিন-ভারত যুদ্ধ, পাকিস্তানের হানা, প্রবল রাজনৈতিক হানাহানি---কোনও

কিছুই কিন্তু সংগীতচক্রের যাত্রাপথকে সংকুচিত করতে পারেনি। করেনি বলেই আজও, জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে মানুষজন সাদর আগ্রহে অপেক্ষা করে। স্মৃতিচারণ করে। উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে এবারে কারা আসছেন, সেই কৌতূহলে। বেশ গর্ব করার মতোই বিষয়, এই ছোট মফস্‌সলের শ্রোতাদের সামনেই কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরের বহু খ্যাতিমান শিল্পী তাঁদের প্রথম অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন। তাঁরা কারা? উস্তাদ আমজাদ আলি খাঁ, পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, বিদুষী কৌশিকী চক্রবর্তীও।

উত্তরপাড়া সংগীতচক্রের শুরু পর্বে ভেবেছিলেন শিল্পী তৈরি করার কথা, শিল্পে প্রশিক্ষণের কথা। এমনকী, শ্রোতার কান তৈরি করার কথাও। ১৯৬২ সালে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবীরের দ্বারোদঘাটনের মধ্য দিয়ে শুরু হল উত্তরপাড়া সংগীতচক্র পরিচালিত সংগীত শিক্ষার বিদ্যালয়; 'উত্তর পাড়া সংগীত ভবন'—বর্তমানে যা, 'উত্তরপাড়া সংগীতচক্র মিউজিক অ্যান্ড ডান্স অ্যাকামেডি' নামে পরিচিত।

অনেক সংগীতরসিকই কলকাতার ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স ও উত্তর পাড়া সংগীতচক্রকে একাসনে বসিয়ে থাকেন। এটা ঠিকই যে, দু'টি প্রতিষ্ঠান ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রচারে বড় নাম। তবে তাদের কর্মপদ্ধতিতে একটু পার্থক্যও আছে। ডোভার লেন মিউডিক কনফারেন্স খুব বড় উদ্যোগ হলেও স্থাপনের পর থেকে তারা একনাগাড়ে চালাতে পারেনি। মাঝে তিন-চার বছর বন্ধ ছিল। সংগীতচক্রের অনুষ্ঠান কোনও বিপর্যয়েই বন্দ হয়নি কোনও বছর। ঢোভার লেনের সঙ্গে আরও একটি জরুরি পার্থক্য হল, শাস্ত্রীয় সংগীতের আসরে ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের একটি সামান্য অবদানকে উত্তরপাড়া সংগীতচক্র ঘুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই প্রতি বছরই একটি দু'টি নৃত্যানুষ্ঠানও থাকে। কত্থক , ওড়িশি বা ভারতনাট্যম। কখনও কখনও মোহিনীআট্যম বা কথাকলিও। কলকাতার সংস্থায় এখন আর নৃত্যের সহাবস্থান দেখা যায় না।

এটা ঠিক যে, দুটো সংস্থারই অনুষ্ঠঅন বছরের একই সময়ে হয়। জানুয়ারি মাসের ২২ থেকে ২৬ -এর মধ্যে। ঢোভার লেনের অনুষ্ঠান চার রাতের, সংগীতচক্রের অনুষ্ঠান তিন রাতের। প্রতি বছরই এমন অনেক শিল্পী থাকেন, যাঁরা দুটো অনুষ্ঠানেই অংশগ্রহণ করেন। এমনও হয়েছে, একই রাতে তাঁরা দুটো জায়গাতেই অনুষ্ঠান করেছেন। সেই কারণেই দুটো সংস্থাই পরস্পরের পরিপূরক। বাংলা গানে যেমন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে, ফুটবল জগতে আঙিনার গল্প আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। সেই সমৃদ্ধির এক দুটো কথা এই সুযোগে বলে ফেলি।

১৯৬০ সাল। চতুর্থ বর্ষের কথা। আমন্ত্রিত শিল্পী ছিলেন পণ্ডিত ওস্কারনাথ ঠাকুর। তিনি ছিলেন ভোররাতের শেষ শিল্পী। 'বিভাস' রাগে আলাপ দিয়ে শুরু করেছেন। তারপর ধীরে ধীরে গৎ, তান, জোড় ইত্যাদি। সময় পেরচ্ছে। অন্ধকার আকাশও অল্প আলো বয়ে আনছে,সেই আলোর একছটাক এসে পড়ছে পণ্ডিতজির আসরেও। ভোরবেলার ওই উদ্ভাসিত আলোয় পণ্ডিতজি উঠে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে 'বিভাস' রাগ শেষ করলেন। শেষে, ওই আবেশেই শুরু করলেন 'বন্দে মাতরম'—২৬ জানুয়ারি কথা মাথায় রেখে। যাঁরা শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ওই সুর, ওই রাত, ওই ভোর,তাঁরা ভুলবেন না নিশ্চিত।

১৯৬৪ সাল। দাঙ্গা। পরিস্থিতি। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ চরমে। রক্ত,খুনোখুনি। বিষ ছড়াচ্ছে মানুষের মনে। উত্তর পাড়া সংগীতচক্র তবু সুরের মধ্যেই শুশ্রূষা খুঁজেছে। বিভেদের পথ ধরে নয়। সেই উত্তল সময়েও পাকিস্তানি শিল্পীদ্বয় উস্তাদ সালামত আলি খাঁ ও উস্তাদ নাজাকত আলি খাঁ এসেছিলেন। অনুষ্ঠান করেছেন কোনও বাধাবিপত্তি, বিক্ষোভ ছাড়াই।

১৯৭১ সাল। আমন্ত্রিত শিল্পী উস্তাদ নিশার হোসেন খাঁ। সঙ্গে সহযোগী শিল্পী কেরামৎউল্লা খাঁ ও সাগিরুদ্দিন খাঁ। অনুষ্ঠান শুরু হবে হবে । তার আগে তাঁরা পারস্পরিক সংগীতিক আলোচনায় মশগুল। উস্তাদ সির সাহেবের সঙ্গে এসেছিলেন ওঁর দুই ১০ বছরের দৌহিত্র। বয়স্কদের এই আলোচনায় খুব রস উপভোগ করতে না পারায় ওই দুই বালক গ্রন্থাগারের বাইরে চলে আসে। উস্তাদজি তা খেয়াল করেননি। কিন্তু খেয়াল হয় খানিক পরেই। দৌহিত্রদের না দেখতে পাওয়া খোঁজ খোঁজ রব পড়ে যায়। উস্তাদজি মুখ শুকনো। উদ্যোক্তারাও চিন্তিত। হঠাৎই গেখা দেল, একটু দূরেই এক ফুচকাওয়ালার কাছে ফুচকা খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ওই দুই বালক। সকলেরই ঘাম পড়েছে ওই দুই বালক। সকলেরই ঘাম দিয়েজ্বর ছাড়ল।

ওই দুই বালক আজকের উস্তাদ রশিদ খাঁ ও উস্তাদ দোলাম আকবর খাঁ। শেষ করছি, আর একটি ঘটনার উল্লেখ করে।

১৯৯৭ সাল, সংগীত পরিবেশন করতে এসেছেন পণ্ডিত যশরাজজি। সন্ধে নাগাদ মঞ্চে উঠলেন তিনি। সংগীতের রাগের আলাপ ধরেছেন, এমন সময়ে ভাগীরথীর অন্যপার থেকে ঘণ্টার শব্দ আসতে লাগল। পণ্ডিতজির কানে ওই ঘণটাধ্বনি আসার পর সঙ্গতকার পণ্ডিত আনন্দ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করেন সেই ঘণ্টাধ্বনির উৎস সম্পর্কে। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁক জানান ওপারে দক্ষিণেশ্বর মাতা ভবতারিণীর মন্দির। ওখানকার ওই সন্ধ্যারতি, রাত্রিপূজার ঘণ্টাধ্বনি উত্তরপাড়াতেও শোনা যায়।

তারপরই এক ঐশ্বরিক অনাবিল আনন্দের উৎসমুখ খুলে গেল। পণ্ডিতজি ধরলেন, রাগ 'আড়ানা'য় মাতা কালিকা। অনির্বচনীয় আনন্দের শ্রোতধারা বহমান হল সংগীতচক্রের আসরে। এই রাগ শেষ করেই ধরলেন 'আল্লা মেহেররাজ'। দরজা কণ্ঠের ঈশ্বর আবাহনের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল সেটি। প্রাদেসিকতায ধর্মান্ধতা, মোহময়তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে প্রকৃত সংগীতিক সুষমার মহিমান্বিত সংগীত সম্মেলন। জয় হল মানবতার। মানবতার এই জয় এই বিক্ষুব্ধ সময়ে দরকার। তার অনেকগুলো পথের মধ্যে একটা, অবশ্যই শিল্পের পথ। সেই পথের সর্বোত্তর হয়তো এই উচ্চাঙ্গ সংগীত।

(সৌজন্যে-প্রতিদিন)

গানের আত্মা কিংবা ভারতীয়ত্বের আত্মানুসন্ধান

শ্রীকান্ত আচার্য

১৯৭৮ সাল। তখন আমর পনেরো-ষোলো বছর বয়স। সে বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেব। আমি তখন 'দক্ষিণী'তে গান শিখি। রেডিওতে বাংলা-হিন্দি আধুনিক গান শুনতাম, কিন্তু যেটা ঘোরতর অপছন্দ করতাম, সেটা হল শাস্ত্রী সংগীত। আমার যে সব বন্ধুবান্ধব শাস্ত্রীয় সংগীত শিখত, তাদের কাছেও বিরক্তি প্রকাশ করতাম।

সেমসয়, জানুয়ারি মাসে হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে। আমার এক আত্মীয়, সম্পর্কে আমার ছোটমাইমার বাবা, ছিলেন ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সের কমিটিতে। থাকতেন সিংহি পার্কের সরকারি কোয়ার্টারে, অর্থাৎ আগে যেখানে ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স হত, তার পাশেই। চাকরি করতেন কাস্টম্‌স-এ। তাঁদের বাড়িতে আমার তখন প্রায় নিয়মিত যাতায়াত। একদিন সন্ধেবেলায় গিয় উপস্থিত হয়েছি, শুনতে পেলাম একটা সেতারের আওয়াজ ভেসে আসছে। আমার সেই আত্মীয়, আমি ডাকতাম 'মেসোশাই' বলে, বললেন, 'শুনতে পাচ্ছিস সেতারের আওয়াজটা? আমি বললাম হ্যাঁ।' 'কে বাজাচ্ছেন বল তো?' জানতে চাইলাম 'কে?' বললেন, 'পণ্ডিত রবিশংকর। যাবি না কি শুনতে?' অনীহা প্রকাশ করে বললাম, 'নাহ্। আগ্রহ নেই।' মেসোমশাই কিছু বললেন না। পরের দিনও সন্ধেবেলায় গিয়েছি ও বাড়িতে। মেসোমশাই বললেন, 'একটা অনুষ্ঠানের ভিআইপি পাস আছে। শুনতে যাবি?' জিজ্ঞেস করলাম, 'কার অনুষ্ঠান?' মেসোমশাই বললেন, 'গিয়েই দেখ না! ভালনা লাগলে উঠে আসতে আর কতক্ষণ? আর ভাললাগলেশুনিস'। কী মনে হল কে জানে,চলে গেলাম অনুষ্ঠানটাতে। আর এই একটা রাতে আমার সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। সেই সারারাতের অনুষ্ঠানে ছিলেন পণ্ডিত যশরাজ, পরভিন সুলতানা, হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া। আর শেষ শিল্পী ছিলেন উস্তাদ আমজাদ আলি খাঁ, তবলায় সঙ্গত করেছিলেন কুমার বসু। সে বছর বোধহয় কুমার বসু প্রথম বাজালেন আমজাদ আলি খাঁ সাহেবের সঙ্গে। এরপর সকাল সাতটায় সময় যখন অনুষ্ঠান শেষে বেরুলাম, আমার সমস্ত ধ্যানধারণা তখন আমূল পালটে গিয়েছে।

সেই যে পোকাটা কামড়াল মাথার ভেতর, সেই পোকা এখনও কামড়ে চলেছে। আমি নিজে শাস্ত্রীয় সংগীত শিখতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু এখন আমি অসম্ভব ভালবাসি শাস্ত্রীয় সংগীত। সেই ভালবাসা এতই তীব্র যে, শাস্ত্রীয় সংগীত শোনার কোনও রকম সুযোগ আমি ছাড়ি না। সংগ্রহ করে গিয়েছি নিজের মতো করে। এইসবের সূত্রপাত কিন্তু ডোভার লেনের সেই রাতে। এবং তারপর থেকে স্মৃতিধার্য অভিজ্ঞতার ডালিতে জমা হয়েছে অনেক কিছু। আমার সৌভাগ্য যে, বহু কিংবদন্তির অনুষ্ঠান একাধিকাবার সামনাসামনি শোনার সুযোগ হয়েছে— পণ্ডিত রবিশংকর, উস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেব, উস্তাদ বিলায়েত খাঁ সাহেব, পণ্ডিত ভীমসেন যোশী, উস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ— কত নাম বলব। উস্তাদ জাকির হুসেনের অনুষ্ঠান শুনছি সেই ১৯৮১ সাল থেকে। এছাড়াও রয়েছেন পণ্ডিত শিবজি-হরিজি, এরকম আরও অনেকে।

এত স্মরণীয় অনুষ্ঠান শোনার মাঝে একটা অভিজ্ঞতা প্রায় স

বার্গীয় ঠেকে আমার কাছে, সেরকম অভিজ্ঞতা খুব বেশি হয়নি আমার। সালটা খুব সম্ভবত ১৯৮৪। সে বছরের ডোভাল লেন মিউজিক কনফারেন্সের শেষ হোলনাইট শেশনের শেষ শিল্পী সেতারবাদক পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন কনফারেন্স হত বিবেকানন্দ পার্কে। নিখিলবাবু বাজাতে বসলেন যখন, তখন বাজে ভোর ৪টে। তবলায় ছিলেন অনিন্দ্যদা, পণ্ডিত অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়। নিখিলবাবু প্রথমে বাজিয়েছিলেন একখানি বিলাসখানি টোড়ির আলাপজোর ঝালা, পরে গতকারি করেছিলেন বসন্তমুখারি-তে শেষে বাজিয়েছিলেন একটি বাউলাঙ্গের ভৈরবী। সেই বিলাসখানি টোড়ির যে আলাপজোরটা, সেটা আমি আজও ভুলতে পারিনি। এক একটা বাজনা ভেতর থেকে নাড়িয়ে দেয় না মানুষকে, উসকে দেয় সমস্ত আবেগ, সেটা ছিল সেরকম বাজনা। মনে আছে আমার আলাপটা যখন মাঝপথে,তখন আমার বেশ ঠান্ডা লাগছিল বলে প্যান্ডেলের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। কফির একটা কাপ হাতে নিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম,তখন ভোরের আলো ফুটছে। আকাশটা সাদা হচ্ছে একটু একটু করে, কাক ডাকছে দু'একটা;তার মধ্যে ভেসে আসছে নিখিলবাবুর সেতারের আওয়াজ। সেই সময়টাতে যে কী ঐশ্বরিক লাগছিল সেই বাজনা। বর্ণনাতীত সে অভিজ্ঞতা,লিখে তা বোঝানো মুশকিল, সেটাকে অনুভব করতে হয়।

এই প্রসঙ্গে বলি, উচ্চাঙ্গ সংগীত শোনায় আমাদের যে জড়তা, মেনটা আমারও ছিল, সেখানে এই অনুভব করার একটা ভূমিকা রযেছে। যদি 'ভারতীয়ত্ব' বলে কিছু থাকে, সেটা রয়েছে উচ্চাঙ্গ সংগীত বা শাস্ত্রীয় সংগীতের মধ্যেই। বাদবাকি সব ফর্মই ইমপিত্তর। ভারতীয় গানবাজনার আত্মা যদি চেনাতে হয়, তাহলে শাস্ত্রীয় সংগীত দিয়েই চেনাতে হয়, এর কোনও বিকল্প নেই। এখন এই সংগীতের ধারাটা তো সম্পূর্ণ রাগরাগিণী-নির্ভর। এই রাগরাগিণীর ব্যাকরণগত দিক রয়েছে বটে, কিন্তু শেষত উচ্চাঙ্গ সংগীত আপাদমস্তক 'স্পিরিচুয়াল' একটা রাগ বা রাগিণী যদি কেউ অনুভভ না করে , একটা ইমন বা ভৈববী বা বাগেশ্রী বা কৌশি কানাড়ার বৈশিষ্ট্য কি, এটা যদি কেউ অনুভব না করে, যদি সুরের ভাবটা না বোঝে তাহলে শাস্ত্রীয় সংগীতকে উপলব্ধি করতে পারবে না। আমি যে পোকা কামড়ানোর কথাটা বললাম তখন, সেটা সম্ভব হবে, তখনই, যখন ভেতরে একটা ঘা লাগবে।

রাগরাগিণীই সেই ঘা-টা দেয়। রাগরাগিণী তো একটা অন্তর্লীল বিষয়, এখন সেটাকে কে কীভাবে জাগিয়ে তুলতে পারছে, কে কীভাবে অবয়ব দিচ্ছে, তার ওপরই সবটা দাঁড়িয়ে। সেই অবয়ব দেওয়ার ক্ষমতা বা অক্ষমতার ওপরেই নির্ভর করে শাস্ত্রীয় সংগীত ভাল লাগা না লাগার বিষয়টা। একটা উদাহরণ দিই। শাস্ত্রীয় সংগীত শোনারও একটা চর্চার প্রয়োজন হয়। আমি বিগত ৪০ বছর ধরে শুনে আসছি উচ্চাঙ্গ সংগীত। আমি বা আমার মতো যাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ শুনছেন, তাঁরা একধরনের টেকনিকাল অ্যাপিসিয়েশনে অভ্যস্ত, তাতে শোনাটা আরও জোরদার হয়।

(সৌজন্যে-প্রতিদিন)

রবিবার আগরতলায় সিপিএম রেশনের দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

মসজিদে লাউডস্পিকারে আজান দেওয়া কেন বন্ধ হবে না

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি. স.): মসজিদ থেকে লাউডস্পিকারে আজান না দিলে কি ইসলামের অস্তিত্ব বিপদে পড়বে? আজান কি ইসলামে অভিন্ন অঙ্গ? এই প্রশ্নের ভিন্ন উত্তর পাওয়া যায়।লাউডস্পিকারে আজান না দিলে ১৪০০ বছর পুরনো ইসলাম ধর্মের কিছু যায় আসে না। ইসলামে মসজিদের ধারণা পরে এসেছে। আর সেই সময় কোনও লাউডস্পিকারও ছিল না।সেই সময় লাউডস্পিকার ছাড়াই আজান দেওয়া হতো। বিশ্বব্যাপী ইসলামের ক্ষেত্রে শুরুর থেকেই লাউডস্পিকার অভিন্ন অঙ্গ ছিল। লাউড স্পিকার ও ইসলামের সম্পর্ক নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট একটি যুগান্তকারী রায় দিয়েছে সম্প্রতি।

লাউড স্পিকারে আজান দেওয়া ইসলামের ধার্মিক চাহিদার মধ্যে পড়ে না। কিন্তু আজান দেওয়াটা ইসলামের ঐতিহ্য।ফলে লাউডস্পিকার ছাড়াই মসজিদের মুয়াজ্জিনরা আজান দিতে পারে। এই সিদ্ধান্তের সর্বাধিক থেকেই স্বাগত জানানো উচিত। মুসলিম সংগঠনগুলির উচিত ছিল আদালতের এই রায় মেনেই এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কেউ মনোযোগী হচ্ছেন না। এই রায় ঘোষণার কিছুদিন আগে গীতিকার জাভেদ আখতার লাউডস্পিকার আজান দেওয়া নিয়ে নিজের অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। নিজের টুইট বার্তায় জাভেদ আখতার লেখেন, লাউড স্পিকারে আজান দেওয়ার প্রথা বন্ধ করা উচিত। জাভেদ আখতার যখন এই কথা বলছেন তখন তিনি জানতেনই না যে আদালত কি রায় দিতে চলেছে।

একটি জিনিস সবার জানা উচিত যে অজান এখনও লাউডস্পিকারে দেয় না অনেক মসজিদ। যদি কেউ বিশ্বাসী না হন তবে তিনি দিল্লির ঐতিতিহাসিক শিয়া জামা মসজিদে গিয়েও এই সত্যটি নিশ্চিত করতে পারবেন। এই মসজিদের ইমাম মওলানা মহম্মদ মহসিন তাকী গর্বের সাথে বলেছেন যে, আমাদের মসজিদে লাউড স্পিকারকে আজান দেওয়া হয় না। শিয়া জামা মসজিদে যদি লাউড স্পিকার না দেওয়া হয় তবে কি প্রকৃত মুসলমানরা এখানে নামাজ পড়তে আসছেন না? জাভেদ কি লাউড স্পিকারের আজান না দেওয়ার কথা বলে পাপ করেছিলেন?

কিছু সময় আগে গায়ক সোনু নিগমও লাউডস্পিকারে অজান দেওয়ার প্রথা বন্ধ করারও দাবি জানিয়েছিল। তখন সমস্ত মুসলিম সংগঠন এবং কথিত প্রগতিশীলরা তাঁর পিছনে পড়েছিল। তিনি এইটুকু বলতে চেয়ে ছিলেন যে সিনেমা জগতের লোকেরা কাজ করে অনেক দেরিতে বাড়িতে ফেরে। তারা ঘুমতে যায় দেরিতে।ফলে ভোরের দিকে আজানের আওয়াজ বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। আপনি মনে রাখতে পারবেন পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ শাহ কাদরি সোনু নিগমের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করার সময় বলেছিলেন যে যে ব্যক্তি সোনু নিগমকে ন্যাড়া করে পুরনো জুতোর মালা পরাবে তাকে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। দুঃখের বিষয় কাদরির বিরুদ্ধে কোন আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। হিন্দু ধর্মের নেতিবাচক নেতিবাচক আচার-অনুষ্ঠান নিও সরব হয়েছিলেন সোনু নিগাম। সোনু বলেছিলেন, রাস্তা আটকে উৎসব পালন করা হয় গাজোয়ারি করে।এতে করে পুলিশের কাজ করতে অসুবিধা হয়। অনেক সময় ধর্মের নামে অনেকে মদপান ও করে হিন্দি গানের তালে নাচানাচি করে। যারা সোনু নিগমের জীবন নেওয়ার পিছনে পড়েছিল তারা কি এখনও আদালতের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে? তারা যাই করুক না কেন, এটি তাদের পছন্দ। তবে আদালত কোনও ভুল বলেনি। এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলেছিল যে শব্দ দূষণমুক্ত ঘুমের অধিকার ব্যক্তির জীবনের মৌলিক অধিকারের অংশ। অন্যের মৌলিক অধিকার লংঘন করার অধিকার কারো নেই।

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী মোকাবেলা করার জন্য একটি দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। এই কারণে, উত্তর প্রদেশের এক জায়গায় সমস্ত ধরণের অনুষ্ঠান এবং জমায়েত হওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। লাউডস্পিকারের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। লাউডস্পিকারকে আজান দেওয়াও নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে গাজীপুরের বহুজন সমাজ পার্টির বাহুবলী সংসদ আফজাল আনসারী আদালতে যান।তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে রমজান মাসে লাউডস্পিকারকে মসজিদ থেকে আজান দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রশাসন ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টকে চিঠিও লিখেছিলেন। তবে, এবার করোনা রোধে লকডাউনের কারণে, রমজান মাসেও মসজিদ থেকে আজান শোনা যায়নি। তাই বলে এমন নয় মসজিদে আজান দেওয়া হয়নি। মসজিদগুলোতে যথারীতি আজান হয়েছে। মোয়াজ্জিন সাহেবরা যথারীতি আজান দিয়েছেন। মসজিদের ইমাম, মাইজিন এবং মুতাওয়াল্লী শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে নামাজও দিয়েছেন।তবে লাউডস্পিকারের ভোপু আজনের সাথে ছিল না।বুঝতে পারিনা মন্দির-মসজিদ এবং গুরুদ্বারে বাড়ে লাউড স্পিকারের কেন প্রয়োজন? নামাজ ও পুজোর কাজ শান্তিপূর্ণভাবে করা যায়। অসঙ্গতির কারণে লাউড স্পিকার ব্যবহার করা হয়।

যেমন এখন খুদা হাফিজ এর বদলে অনেকে আল্লাহাফেজ বলছে।এই পরিবর্তনটি ইসলামের কারণে নয়, মৌলবাদীদের কারণে। মৌলবাদ কোনও ধর্মের পক্ষে ভাল নয়।আজ এই মৌলবাদ অনেক উদার ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হিন্দুত্বকে সংকুচিতও করেছে। যদি তুলনামূলক জিনিস থাকে তবে তুলনা থাকবে। যে কোনও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হ'ল প্রাকৃতিক প্রকৃতির একটি আইন। যে কোনও ধর্মীয় স্থান থেকে উচ্চস্বরে চিৎকার-চেঁচামেচি একেবারেই কাম্য নয়। ধর্ম কখনই বলে না যে অন্যকে কোনওভাবে আঘাত করা উচিত।আপনার অবশ্যই আপনার ধর্ম অনুসরণ করা উচিত। তবে, কাউকে আঘাত না করাটা আপনার দায়িত্বও হয়ে যায়। এলাহাবাদ হাইকোর্ট তার সিদ্ধান্তে একই যুক্তি দিয়েছে। ইসলাম যখন আবির্ভূত হয়েছিল, তখন লাউডস্পিকার ছিল না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগেও লাউডস্পিকার ছিল না. যাঁরা নিজের মতে ধর্মের সংজ্ঞা নির্ধারণ করছেন তারা অত্যন্ত ভুল এবং অযোগ্য।

করোনা মোকাবিলায় কাছাড়ের জেলাশাসক দিয়েছেন কিছু কড়া নির্দেশাবলি

শিলচর, (অসম), ১৭ মে (হি.স.) : কাছাড় জেলার সকল ব্লক উন্নয়ন কর্মকর্তাদের সাথে গ্রাম স্তরের হোম কোয়ারেন্টাইন পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা করতে আজ (রবিবার) এক সভার আয়োজন করেন জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। জেলাশাসকের কার্যালয়ে কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত কীর্তি জল্লির পৌরোহিত্য অনুষ্ঠিত হয় এদিনের সভা।

সভার শুরুতে জেলাশাসক উপস্থিত সকল আধিকারিককে স্বাগত জানিয়ে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতিগুলির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রতিটি ব্লকের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির বাড়ির কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তাবিত স্থানীয় কমিউনিটি সেন্টারে সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য রোগীকে পৃথক করা হবে কিনা এবং তাঁর বাসভবনে তিনি অবস্থান করবেন কিনা তা বিবেচনা করে, একই বাড়ির সমস্ত বাসিন্দাদের জন্য একটি কন্টেইনমেনন্ট জোন হয়ে উঠবে। বাড়িতে, কমিউনিটি সেন্টারে যেখানে সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে খাবার সরবরাহ, স্বাস্থ্যকর, সুরক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে। জেলাশাসক বলেন, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মাবলী অনুসারে পৃথকীকরণের জন্য খাদ্য সামগ্রী জেলা প্রশাসন এবং বিডিওরা সরাসরি প্রচ্ছন্ন পরিবারগুলিতে বা কমিটির মাধ্যমে সরবরাহ করবেন।

তবে সভায় জানানো হয়েছে, নগর অঞ্চলে ওয়ার্ড স্তরের হোম কোয়ারেন্টাইন ম্যানেজমেন্ট কমিটি জেলাশাসক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সার্কল অফিসার, চেয়ারপার্সন হিসেবে সহকারী কমিশনার, সদস্য হিসেবে স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, ওয়ার্ড সদস্য অথবা কাউন্সিলার সদস্য সচিব হিসাবে, সংশ্লিষ্ট আশাকর্মী, এমপিডব্লিউ, এএনএম সদস্য এবং ওয়ার্ডের দুই শীর্ষস্থানীয় নাগরিক সদস্য হিসেবে জেলা প্রশাসনের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকবেন।

জেলাশাসক সকল বিডিওকে এমজিএনরেগার আওতাধীন কাজগুলিকে ত্বরান্বিত করতে এবং বর্ষার মরশুম শুরুর আগে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি এবং বাঁধের সমস্ত মেরামত কাজ শেষ করতে হবে। এ ছাড়া স্থানীয় জবকার্ডধারীদের দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কর্মসংস্থান দিতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি) এলাকায় ব্যক্তিদের প্রবেশ ও প্রস্থানের ক্ষেত্রে জিপি সচিবকে সংশ্লিষ্ট বিডিও এবং সার্কল অফিসারের কাছে বিষয়টি অবহিত করতে নিশ্চিত করারও নির্দেশ দিয়েছেন জেসাশাসক।

জেলাশাসক কীর্তি জাল্লি আরও বলেন, অতিমারি পরিস্থিতি বিবেচনা কোনও সরকারি কর্মচারীকে সদর দফতরের ছুটির অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। তদুপরি তাঁদের মোবাইল ফোনগুলি সর্বদা পরিষেবা মোডে রাখা উচিত। তবে তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন, সমস্ত সরকারি বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতা করতে যাতে জেলা প্রশাসন এই অতিমারি সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে পারে। আজকের সভায় জেলা পরিষদের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার দীপশিখা দে, বিশেষ নির্বাহী আধিকারিক ডিআরডিএ রসরাজ দাস এবং কাছাড় জেলার সকল ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকরা অংশ নেন।

করোনা পরীক্ষা এবার সিউড়িতেই, শুরু হচ্ছে জেলার প্রথম পরীক্ষাগার

সিউরি, ১৭ মে (হি. স.): বীরভূমের বাসিন্দাদের জন্য করোনা পরীক্ষা নিয়ে সব থেকে বড় সুখবর। এবার করোনা পরীক্ষা হবে বীরভূমের সিউড়ির সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালেই। যাতে করে পাওয়া যাবে দ্রুত ফলাফল, হাতে দ্রুত ফলাফল পাওয়া গেলে চিকিৎসা শুরু হবে দ্রুত। সুবিধা হবে জেলার বাসিন্দাদের, সুবিধা হবে চিকিৎসকদের। সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এই পরীক্ষাগার দ্রুত চালু করার জন্য ইতিমধ্যেই তোড়জোড় লেগেছে। পরীক্ষাগারের যাবতীয় বন্দোবস্ত করা হচ্ছে হাসপাতালের একটি আলাদা গৃহে।ইতিমধ্যেই হাসপাতালে এসে পৌঁছেছে আর টি পি সি আর সহ পরীক্ষার মেশিনপত্র। পরীক্ষাগার তৈরি করার পাশাপাশি চলছে লালারস সংগ্রহের কাজ। কোভিড কিয়স্কের মাধ্যমে চলছে এই লালারস সংগ্রহের কাজ। আগামী দিন কয়েকের মধ্যে লালারস সংগ্রহ করার পাশাপাশি এখানেই হবে পরীক্ষা। সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পরীক্ষাগার তৈরি করার কাজ চললেও ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনের ট্রুনাট টেস্ট করা হয়। আর এই সকল টেস্টের মাধ্যমে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জানা যাবে কোন রোগী করোনা পজিটিভ অথবা নেগেটিভ কিনা। আশা করা হচ্ছে আগামী দুই থেকে তিনদিনের মধ্যেই পুরোদমে কাজ শুরু হয়ে যাবে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে। আর এই পরীক্ষাগার হবে জেলায় প্রথম। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে তৈরি হচ্ছে কেবলমাত্র করোনা পরীক্ষাগার। এখানে কোনো রোগীর করোনা পজিটিভ ধরা পড়লে সেই রোগীকে নিয়ে যাওয়া হবে বীরভূমের বিভিন্ন জায়গায় থাকা কোভিড হাসপাতালগুলির মধ্যে যেকোনো একটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সুপার জানিয়েছেন, আমরা এই পরীক্ষাগার তৈরি করার কাজ দ্রুত চালাচ্ছি। আগামী দিন তিনেকের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে পরীক্ষা করার কাজ। এর ফলে সাধারণ মানুষের অনেক সুবিধা হবে। সংক্রামিত ব্যক্তির চিকিৎসা শুরু করা যাবে দ্রুত। প্রসঙ্গত, এতদিন পর্যন্ত বীরভূমের রোগীদের লালারস সংগ্রহ করে সেই লালারস পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হতো মুর্শিদাবাদ অথবা কলকাতায়। যাতে করে লালারস পাঠানো, সেখানে পরীক্ষা করা, তারপর রিপোর্ট হাতে আসা ইত্যাদি বেশ সময় সাপেক্ষ ছিল। যে কারণে কোনো রোগী করোনা পজিটিভ হলেও তার চিকিৎসা শুরু হতে বেশ কিছুটা সময় বিলম্বিত হত।

ধুবড়িতে ৩ শিশু সহ ১৩ জন মুসলমান ফেরিওয়ালাকে আশ্রয় হিন্দু পরিবারের, প্রশংসা উপ-রাষ্ট্রপতির

ধুবড়ি (অসম), ১৭ মে (হি.স.) : নিম্ন অসমের ধুবড়ির নুনিয়াপট্টি এলাকায় তিন শিশু সমেত ১৩ জন মুসলমান ফেরিওয়ালাকে আশ্রয় দিয়ে চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে একটি হিন্দু পরিবার। খবরটি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ হওয়ার পর বিষয়টি নজরে আসে দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডুরও। ধুবড়ির এই পরিবারের এহেন পদক্ষেপে টুইটারে তিনি তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

গোটা দেশে লকডাউনের জেরে গত দু মাস ধরে ধুবড়িতে আটকে রয়েছেন বিহারের ওই ১৩ জন ফেরিওয়ালা। প্রত্যেক বছরই ধুবড়ির আশোকাষ্টমী মেলায় বিহারের খাগরিয়া জেলা থেকে এই সকল ফেরিওয়ালা আসেন। দু পয়সা উপার্জনের আশায় মেলায় বিভিন্ন ধরনের বাঁশি, খেলার সামগ্রী নিয়ে বসেন তাঁরা। এ বছরও মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে ১৫ দিন ব্যাপী মেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। আশোকাষ্টমীর স্নানের দিন থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত চলে এই মেলা। কিন্তু মহামারি করোনার ফলে সমস্ত কিছু ভেস্তে যায়। বাতিল হয় মেলার সব কার্যসূচি। তার পরই দেশে লকডাউন জারি হয়ে যায়। তখন থেকে বিপদে পড়েন বিহারের ওই সকল ফেরিওয়ালারা।

এ বছর বিহার থেকে প্রায় পাঁচ মাস আগেই ফেরিওয়ালারা ধুবড়িতে এসে উপস্থিত হন। ধুবড়ি শহরের নুনিয়াপট্টি এলাকার দেব কুমার নামের এক ব্যক্তির ভাড়াঘরে গৃহবন্দি ছিলেন তাঁরা। বিহারে নিজের বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও গাঁটের পয়সা ফুরিয়ে যাওয়ায় তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এদিকে রমজান মাসও শুরু হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে ঘরের মালিক দেব কুমার এবং স্থানীয় বাসিন্দারা মিলে তাঁদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। রমজান মাসের ইফতারের ব্যবস্থা করে দেন স্থানীয়রা। সংবাদ মাধ্যমে খবরটি প্রকাশ্যে এলে প্রশাসনের তরফ থেকে তাঁদের বেশ কয়েকদিনের খাবার দাবারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এএসটিসি-র বাসে করে তাঁদের বিহারে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ারও ব্যবস্থা করে দিয়েছে ধুবড়ি জেলা প্রশাসন।

কাছাড়ে আরও একজন করোনা-আক্রান্তের ঘটনায় দৌড়ঝাঁপ জেলা প্রশাসনের, আতঙ্ক জেলাজুড়ে

শিলচর (অসম), ১৭ মে (হি.স.) : আজ কাছাড় জেলার আরও একজনের দেহে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ার পর জেলা প্রশাসনের ব্যাপক দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে। আজ (রবিবার) যে ব্যক্তির দেহে করোনা ভাইরাস ধরা পড়েছে তিনি চেন্নাই-ভৈরবী ট্রেনে চড়ে শনিবার শিলচরে এসেছিলেন। এখানে আসার পর তাঁকে সরকারি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখা হয়েছিল। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তাঁর সোয়াব পরীক্ষার ফলাফলে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। জানা গেছে, আক্রান্ত ব্যক্তি ২৮ বছরের যুবক বরথল চা বাগানের বাসিন্দা স্বপন নায়েক।

আজ বিকেল ৬.৫৫ মিনিটে অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা টুইটে আপডেট দিয়ে জানিয়েছেন, করোনা আক্রান্ত এই ব্যক্তি কাছাড় জেলার বাসিন্দা। ২৮ বছরের এই যুবকটি ট্রেনে চেন্নাই থেকে ফিরেছেন। তাঁকে বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ভরতি করা হয়েছে।

এই যুবককে নিয়ে বর্তমানে সমগ্র রাজ্যে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৭-এ। এর মধ্যে ৪১ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ২ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২ জন অন্য রাজ্যের বাসিন্দা, তাঁরা অসম থেকে চলে গেছেন। তাই রাজ্যে বর্তমানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৫২।

এদিকে কাছাড় জেলায় সক্রিয় কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা ১১, তাঁরা সকলে এখন শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। উল্লেখ্য বহিঃরাজ্য থেকে আসা প্রায় সকলকেই ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইন করা হচ্ছে বলে জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, মে মাসের প্রথম থেকে আন্তঃরাজ্য পরিবহণ পরিষেবা চালু হওয়ার পর অসমের বাইরের রাজ্য থেকে ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন নাগরিকরা। বহিঃরাজ্য থেকে আগতদের শরীর থেকে যাতে করোনা ছড়াতে না পারে এর জন্য ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির অধীনে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বৃহৎ সংখ্যক আগতদের কথা ভেবে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বরাক উপত্যকায় একটি স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা করা। এই স্ক্রিনিংয়ের জন্য জোন স্ক্রিনিং ডিসচার্জ বোর্ড নামে জেলাস্তরে একটি বিশেষ কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটিতে রয়েছেন জেলা ডেভলপমেন্ট কমিশন, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান, স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম অধিকর্তা, আইডিএসপি-র ডিএসও।

এদিকে গত ৫ এপ্রিল জেলা যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তার এক পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কাছাড় জেলা কন্টেনমেন্ট তথা বাফার জোন পেয়েছিল। কারণ সেই সময় ২৮ দিনের মধ্যে একটিও করোনা পজিটিভ মামলা পাওয়া যায়নি। তদানীন্তন জেলাশাসক বর্ণালী শর্মা তখন কাছাড় জেলাকে কন্টেনমেন্ট ফ্রি জোন হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। একজন ছাড়া বাকিরা সবাই বাইরে থেকে আগত। দীর্ঘ বিরতির পর রবিবার আরেকটি করোনা আক্রান্তের মামলা ধরা পড়ায় জেলাবাসীর মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে দিল্লি গিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু অবসরপ্রাপ্ত অসমের সরকারি কর্মচারীর

গোলাঘাট (অসম), ১৭ মে (হি.স.) : ক্যানসারে আক্রান্ত স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে মার্চের প্রথম সপ্তাহে দিল্লিতে গিয়েছিলেন অসমের কৃষি দফতরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী অজিত শইকিয়া। তাঁদের সহায়তার জন্য সঙ্গে গিয়েছিলেন কঙ্কনজ্যোতি বরা নামের এক যুবক। কিন্তু সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন সকলেই কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হন। তবে অজিতের স্ত্রী বন্তি শইকিয়া এবং কঙ্কনজ্যোতি বরা সুস্থ হয়ে উঠলেও জীবনের কাছে হার মেনে মৃত্যু বরণ করেন অজিত শইকিয়া। তাঁদের সকলেরই বাড়ি অসমের গোলাঘাট জেলার বোকাখাত মোহমাইকি গ্রামে। অজিতবাবু ও বন্তিদেবীর কোনও সন্তানাদি নেই।

এখানে তাঁদের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, তাঁদের তিনজনের শরীরে কোভিড-১৯ ধরা পড়ার পর সকলকে রাজীব গান্ধী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি করা হয়। চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু অজিত শইকিয়ার স্বাস্থ্যের অবনতি হলে তাঁকে সেখান থেকে গত ২ মে লোকনায়ক হাসপাতালে প্লাজমা থেরাপির জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, আজ থেকে পাঁচ দিন আগে অজিত শইকিয়ার মৃত্যু হয়েছে। দিল্লি এবং অসম সরকারের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে পাঁচ দিন ধরে মর্গে মৃতদেহ পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। দিল্লির অসম ভবনের কর্মচারীরা নাকি পাঁচ দিন আগে শইকিয়ার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন। পরিবারের লোক দিল্লিতে থাকার পরও তাঁদের খবরটি দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

অসমে করোনা-আক্রান্ত নয় বছরের শিশু রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৯৬, রাজ্যবাসীকে সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১৭ মে (হি.স.) : বহিঃরাজ্য থেকে অসমে নাগরিকরা যতই আসছেন ততই বাড়ছে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা। শনিবার ছয়জনের শরীরে কোভিড-১৯ সংক্রমণের পর আজ (রবিবার) ফের একজনের সোয়াবে পজিটিভ তথ্য পাওয়া গেছে। তবে সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা হল, নতুন আক্রান্ত মাত্র নয় (৯) বছরের এক শিশু। রবিবার বেলা ১.৪০ মিনিটে এই দুঃসংবাদ টুইট করে জানান রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মন্ত্রী জানান, রাজ্যে এ পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৯৬-এ দাঁড়িয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৪১ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছেন। দুজনের মৃত্যু হয়েছে এবং সক্রিয় রোগী ৫১ জন। এছাড়া দুজন ছিলেন অভিবাসী, অন্য রাজ্য থেকে এসেছিলেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, ৯৬ জন রোগীর মধ্যে এক গুয়াহাটিরই ৩৩ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস হামলা করেছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বিগ্ন মন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, অসমে ভয়ংকর রূপ ধারণ করছে করোনা। এখন পর্যন্ত ৯৬ জন আক্রান্ত হলেও এর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে শঙ্কা ব্যক্ত করেছেন তিনি। পরিস্থিতির ওপর লক্ষ রেখে ৬৫ বছরের ওপর এবং ১০ বছর বয়সের নীচে শিশুদের ঘরের ভিতরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী। তাঁ আবেদন, বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন। তাই সবাইকে নিজেদের ঘরে সুরক্ষিত অবস্থান করতে আহ্বান জানিয়ে অযথা ঘরের বাইরে এসে বিপদ না বাড়াতে রাজ্যবাসীর প্রতি আবেদন জানান তিনি।

এদিকে যোরহাটের জেলাশাসকের কাছে জানা গেছে, আজ যে শিশুর শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ পাওয়া গেছে, গত ১৪ মে সে তার মা দাদা ও অন্যদের সঙ্গে দিল্লি থেকে এসেছে। মাসতুতো দাদা শিবসাগরের ১৯ বছরের আবদুল শামিমও করোনা-আক্রান্ত। গতকাল গভীর রাতে আবদুল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বলে জানিয়েছিলেন মন্ত্রী ড় শর্মা। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আব্দুল শামিমের বাড়ি শিবসাগরের গেলেকি এলাকায়। শামিম ও মায়ের সঙ্গে ৯ বছরের শিশু ফারহান আখতার দিল্লি থেকে একটি ট্র্যাভেলার গাড়িতে এসেছিল। ফারহানদের বাড়ি যোরহাট টাউনের পুজাডুবির ৩ নম্বর ওয়ার্ডে। জেলাশাসক জানান, যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আজকের শিশু সহ চারজন করোনা-আক্রান্তের চিকিৎসা চলছে। জেলাশাসক জানান, শামিমের সঙ্গে একই গাড়ির সব যাত্রী যেমন চড়াইদেও বড়পথার এবং যোরহাট শহরের বাসিন্দাদের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে আট (৮) জনের শরীরে এই ভাইরাসের উপসর্গ

ছয়ের পাতায়

রবিবার বিজেপির তরফে দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

৭০ ভাগ ওয়েব সিরিজই গার্বেজ: অঞ্জন দত্ত

অঞ্জন দত্ত সরাসরি লাইভে যোগ দিয়েই উপস্থাপিকাকে বলেন, 'তোমার কি কোনো প্রশ্ন আছে, নাকি আমি শুরু করব? অঞ্জন দত্তের মুখে আলো কম। তাঁর হাতে একটি জ্বলন্ত সিগারেট। সেই চিরচেনা কথার ধরনে শুরু হয় অঞ্জন দত্তের প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টার আড্ডা। তিনি কলকাতা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পেজের সরাসরি চলচ্চিত্র আড্ডায় যুক্ত হন।

এই আড্ডায় উঠে আসে, ভালোভাবে বাংলা বলতে না পারা ছেলেটি কীভাবে কলকাতার বাংলা চলচ্চিত্রে অঞ্জন দত্ত হয়ে ওঠেন সেই গল্প। আলোচনাজুড়ে ঘুরেফিরে আসে বাংলা চলচ্চিত্রের বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক কুমার ঘটক, মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেন, ঋতুপর্ণ ঘোষসহ দেশের মোস্তফা সরয়ার ফারুকীও স্থান পান আলোচনায়। অঞ্জন দত্ত একাধারে গায়ক, থিয়েটারশিল্পী, অভিনেতা ও পরিচালক।

অতীত ও বর্তমান চলচ্চিত্রের তরুণ নির্মাতাদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাদের অতীত নির্মাতা এবং তরুণ নির্মাতাদের সঙ্গে কাজের পার্থক্য আরব সাগরের মতো, প্যাসিফিক ওশানের মতো অনেক বড় পার্থক্য। এই সময়ের নির্মাতাদের সঙ্গে কাজ করলে মনে হয়, চাকরি করতে এসেছি। কারণ, তাদের মধ্যে সেই প্যাশনটা নেই। অনেক নির্মাতা স্ক্রিপ্টই পড়ে না।' এই সময় তিনি আমাদের দর্শকের রুচি উন্নত করার কথা বলেন। দর্শকদের ভালো ছবি চাইতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দর্শক জনপ্রিয়তার পেছনে দৌড়ালে সিনেমা মারা যাবে। দর্শক চাইলে ভালো ছবি হবে। ভালো ছবি এখন না চললে কি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে চলবে? চাঁদে ভালো ছবি চলবে? ভালো ছবির পাশে দর্শককে দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমি জানি, কত অল্প টাকায় বাংলাদেশে টিভির জন্য নাটক হয়। তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে।'

বর্তমান দর্শক বেশি ঝুঁকছে থ্রিলারের দিকে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সিরিয়াল কিলিং, খুনোখুনি, মারামারি, ড্রাগসএই থ্রিলারের দিকে এখন দর্শক, নির্মাতা ছুটছেন। এটাই কি ভবিষ্যতের সিনেমা? এখন যদি সবাই লগ্নি করার আগে থেকেই চিন্তা করে, দর্শক এই, ওই ছবি দেখছে, এগুলো বানালে টাকা ফিরে আসবে; তাহলে আমরা নতুন ধারা এবং নতুনভাবে চিন্তা করা থেকে পিছিয়ে আসব।'

তরুণ নির্মাতাদের সম্পর্কে বলেন, 'প্রথমত, যেকোনো ধরনের মানুষ চেনার ক্ষমতা থাকতে হবে, সেই চোখ থাকতে হবে। সিনেমার প্রযুক্তির জ্ঞান, সম্পাদনা, ক্যামেরার কাজ জানতে হবে। প্রচুর সাহিত্য জ্ঞান থাকতে হবে। যেটা করতে চাই, সেটা করার অদম্য ইচ্ছা থাকতে হবে। ফরমায়েশি কাজ করলে হবে না। লোকে চাইছে বলে কিছু বানালে হবে না। তুমি নিজে যেটা ধারণ করো, সেটা করো। সেই জন্য প্রচুর বই পড়তে হবে, একটা ভালো সিনেমা বারবার দেখতে হবে, অজস্র পেইন্টিং দেখতে হবে।'

এই সময় তিনি অধিকাংশ তরুণ নির্মাতার কাছে প্রশ্ন রাখেন, 'আপনারা এই যে একটা গল্প বলতে যাচ্ছেন, সেটা কেন? স্ক্রিপ্টটা কেন করছেন? অনেকেই বলবে আমার ভালো লেগেছে। তোমার তো রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়ার ভালো লাগে। সেটা কখনো উত্তর হতে পারে না। নির্মাণের জন্য তোমার ভেতর থেকে অদম্য টান থাকতে হবে। সে জন্য দেশ—বিদেশের সিনেমা দেখো। নির্মাতার দায়টা বুঝতে শেখো।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের এই আড্ডায় দর্শকদের প্রশ্ন থেকে এই নির্মাতার কাছে জানতে চাওয়া হয় বিভিন্ন প্রশ্ন। একজন দর্শক বর্তমান ওয়েব সিরিজের মান সম্পর্কে জানতে চাইলে অঞ্জন দত্ত বলেন, 'নেটফ্লিক্স থেকে শুরু করে ৭০ ভাগ অনলাইন স্ট্রিমিংয়ের ওয়েব সিরিজ গার্বেজ। রাজ্যের সব গার্বেজ দর্শক দেখছে। বড় বড় অনলাইন স্ট্রিমিংগুলোতে সত্যজিৎ রায়, বার্গম্যানের মতো ক্ল্যাসিক্যাল নির্মাতার তেমন কোনো ছবি নেই কেন? সব অস্কারের ছবি দিয়ে ভরা। অথচ এই গার্বেজেই নাকি ভবিষ্যতের ফরম্যাট। এর কটা ভালো বলব? ওয়েব সিরিজের সবই খারাপ। তবে ৩০ ভাগ মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ। নেটফ্লিক্স, আমাজনসহ অন্যদের দায়িত্ব নিয়ে ভালো কাজ প্রচার করতে হবে।'

বাংলাদেশের মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর 'টেলিভিশন' ছবির তিনি খুবই প্রশংসা করেন। জানান বাংলাদেশের সঙ্গে কলকাতার যৌথ ছবি বেশি করে নির্মাণের কথা। সেটা করলে দুই বাংলার দর্শকের কাছে ভালো ছবি পৌঁছানো যাবে। দুই বাংলা মিলে এই ছবির বড় একটা দর্শক তৈরি হবে। তাহলে ভালো ছবি বেঁচে থাকবে। তবে প্রযোজকদের ইন্টারফেয়ার করতে দেওয়া যাবে না।

সত্যজিৎ রায়ের 'শাখা প্রশাখা' ছবিতে অঞ্জন দত্তের অভিনয়ের কথা ছিল। সেই ছবিতে অভিনয় নিয়ে তিনি বলেন, '"শাখা প্রশাখা" ছবির সময় তিনি একটি চরিত্র আমাকে দিয়ে করানোর কথা ভেবেছিলেন। সেটা জেনে আমি তো প্রচণ্ড উত্তেজিত। তারপর নানান কারণে সেটা হয়নি। আমার চরিত্রটি পরে রঞ্জিত মল্লিক করেছিল। আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছে শুনে প্রচণ্ড ভেঙে পড়েছিলাম। ওই সময়ে আমি মৃণাল বাবুর কাছে এসে কান্নাকাটি করেছিলাম।'

শুরুতেই অঞ্জন দত্ত দার্জিলিংয়ে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়ার সময়ে ছবি দেখার গল্প শোনান। সেই সময়ে তাঁর দেশ—বিদেশের নানা ক্ল্যাসিক্যাল সিনেমার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তখন থেকেই তিনি হতে চান একজন চলচ্চিত্র অভিনেতা। পরে কলকাতায় এসে বিভিন্নভাবে সিনেমায় জড়াতে চেষ্টা করেন। তারপর মৃণাল সেনের 'কলকাতা ৭১' ছবিটি তাঁর মনে খুবই দাগ কাটে। চড়াই—উতরাই পেরিয়ে প্রথম সুযোগ হয় ১৯৮০ সালে মৃণাল সেনের ছবিতে অভিনয়ের। তখন থেকেই তিনি নির্মাণের কাজগুলো সেটের নির্মাতা, ক্যামেরাম্যান, লাইটম্যান, সম্পাদক এবং ছবির সেটের অন্য কলাকুশলীদের কাছ থেকে শিখতে থাকেন। পরে তিনি মঞ্চ, গান এবং পরিচালনার সঙ্গে জড়িয়ে যান। বর্তমানে গান না করা নিয়ে তিনি জানান, 'যত দিন মানুষ গান টাকা খরচ করে দেখবে না তত দিন নতুন গান নিয়ে আসব না।'

ইরফানের অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবেন সুশান্ত

আরও ছবি, আরও চরিত্র, আরও নতুন নতুন সৃষ্টি। আরও অনেক কিছু ছিল বাকি। অনেক অসম্পূর্ণতা রেখে মাত্র ৫৩ বছর বয়সেই চিরবিদায় নিয়েছেন ইরফান খান।

ইরফানের কথা মাথায় রেখে বলিউডের পরিচালক আনন্দ গান্ধী তাঁর আগামী ছবির গল্প লিখেছিলেন। পাঁচ বছর ধরে ছবিটির চিত্রনাট্যের ওপর কাজ করছেন তিনি। তাই ইরফানের মৃত্যুতে আনন্দের সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। তবে অনেকেই ভেবেছিলেন ইরফান খানকে মাথায় রেখে আনন্দের পাঁচ বছর ধরে লেখা এই ছবির চিত্রনাট্য বস্তাবন্দী হয়ে যাবে। কারণ, ইরফানই নেই। কিন্তু তা হচ্ছে না। 'দ্য শো মাস্ট গো অন' কথাটি মেনে আনন্দ আবার নতুন উদ্যমে ছবির কাজ শুরু করতে চলেছেন। এই পরিচালক নাকি ইরফানের জায়গায় সুশান্ত সিং রাজপুতকে নেবেন বলে স্থির করেছেন। ছবিটির গল্পের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে আজকের করোনা মহামারির পরিস্থিতির মিল আছে। আনন্দের এই ছবির গল্পের কেন্দ্রবিন্দু মহামারি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি আগেই এই ছবির মাধ্যমে মহামারির ভয়াবহতা দেখাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমরা মহামারির সাক্ষী। তবে আমাকে চিত্রনাট্যে অনেক পরিবর্তন আনতে হবে। এখন আমি দর্শককে সোজা পরের ধাপে নিয়ে যেতে পারব। মহামারি--- পরবর্তী জীবনকে ছবিতে দেখাতে পারব।'

আনন্দ শুরুর দিকে এই ছবির নাম রেখেছিলেন 'ইমারজেন্সি'। ইরফান খানের পরিবর্তে সুশান্ত সিং রাজপুতকে নেওয়ার কথা ভাবছেন। অস্ট্রেলিয়ান অভিনেতা হুগো বিবিংগকে কাস্ট করতে চান আনন্দ।

তবে ইরফানকে না পাওয়ার বেদনা কুরে কুরে খাচ্ছে তাঁকে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'ইরফানের জন্য আমার দীর্ঘ অপেক্ষা ছিল। আমি নিশ্চিত ছিলাম, উনি সুস্থ হয়ে আবার পুরোদমে জীবনের ছন্দে ফিরে আসবেন। আমি এই বিশ্বাস নিয়ে ছিলাম যে যা-ই হোক না কেন, উনি ফিরে আসবেন। আমি শুধু ইরফানকে আর ইরফানকেই চেয়েছিলাম আমার এই ছবির জন্য। তাঁকে ঘিরেই পাঁচ বছর ধরে আমার সব আয়োজন। এখন উনি আমাদের মধ্যে নেই। তাই বলে কি ছবিটা হবে না? যেভাবেই হোক, ছবিটা আমি করব। সুশান্তকে নেওয়ার কথা ভাবছি। সুশান্ত আমার ভালো বন্ধু। ও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে কাজ করবে। এই ছবির জন্য আমার চার নায়িকারও প্রয়োজন।'

সব আয়োজন মিথ্যা করে দিয়ে, বিশ্বাসকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ২৯ এপ্রিল মুম্বাইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন বলিউডের বরেণ্য অভিনেতা ইরফান খান। নিউরোএন্ডোক্রাইন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। ছোট—বড় প্রায় সব পরিচালকই ইরফানকে নিয়ে ছবি বানানোর স্বপ্ন দেখতেন। এমনকি ইরফানকে মাথায় রেখে ছবির গল্প লেখা হতো।

এমনই স্বপ্ন দেখেছিলেন 'তুম্বাড', 'হেলিকপ্টার এলা'খ্যাত পরিচালক আনন্দ গান্ধী। এই পরিচালক চেয়েছিলেন ইরফানকে নিয়ে ছবি বানাতে। তাই দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছেন তিনি। সেই স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল।

টানা ২৩ ঘণ্টা অভুক্ত হৃতিক

এক দানা খাবার নয়। এক ফোঁটা পানিও নয়। এইভাবে টানা ২৩ ঘণ্টা কাটালেন বলিউড সুপারস্টার হৃতিক রোশন। ইনস্টাগ্রামে ২৩ ঘণ্টা অভুক্ত থাকার ছবিও পোস্ট করলেন। সঙ্গে জুড়ে দিলেন স্টপওয়াচের নির্দেশিত সময়ের ছবি, ২৩ ঘণ্টা ৭ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড। এই পোস্টে ইতিমধ্যে ১৪ লাখ ৬৫ হাজারের বেশি 'লাইক' আর সাড়ে সাত হাজার মন্তব্য জড়ো হয়েছে। তবে এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। কী সেই কারণ?হৃতিক তাঁর অনুরাগীদের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সাহায্যে নানানভাবে জুড়ে থাকেন। হৃতিকের পোস্ট করা ছবি ও ভিডিও ভক্তরা দারুণ পছন্দ করেন।

সম্প্রতি এই বলিউড নায়ক জানিয়েছেন যে তিনি ২৩ ঘণ্টা কিছু না খেয়ে, পান না করে কাটিয়েছেন। আর এর পেছনের বিশেষ কারণও ফাঁস করেছেন হৃতিক।

সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বলিউডের অভিনয়শিল্পীরা এখন গৃহবন্দী। হৃতিক এই লকডাউনের মধ্যে নিজের ফিটনেস নিয়ে খুবই সচেতন। নিজেকে সুস্থ ও ঝরঝরে রাখার জন্য এই বলিউড তারকা নানান উপায় বের করছেন। হৃতিক নিজের আধিকারিক ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে ভাগ করে নেওয়া সেই সেলফির পাশাপাশি হৃতিক এক অ্যাপের স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন।

অ্যাপটি তাঁর ফিটনেসের ওপর কড়া নজর রাখে। ৪৬ বছর বয়সী হৃতিক জানিয়েছেন, মাঝেমধ্যে না খেয়ে থাকা স্বাস্থ্যকর। আর বলেছেন, স্বাধীনতার মানে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন করা। হৃতিকের এই পোস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ভাইরাল হয়। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, না খেয়ে থেকেই আরও বেশি হ্যান্ডসাম লাগছে হৃতিককে।বেশ কিছুদিন আগে হৃতিক মুম্বাই পুলিশকে সাহায্য করে আলোচনায় উঠে এসেছিলেন। বিষয়টি মুম্বাই পুলিশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়ে ধন্যবাদ জানায় হৃতিককে। মুম্বাই পুলিশ তাদের টুইটার হ্যান্ডেলে লিখেছিল, 'পুলিশ বাহিনীর সুরক্ষার জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজার পাঠানোয় হৃতিক আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের প্রথম সারির যোদ্ধাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আপনার এই আনুকূল্যের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।' এই টুইটের জবাবে হৃতিক আবার একটি পাল্টা টুইট করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা আমাদের পুলিশের কাছে কৃতজ্ঞ। এই কৃতজ্ঞতা কোনো কিছুর বিনিময়ে শোধ হওয়ার নয়। যাঁরা নিজেদের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে আমাদের সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁরা সুরক্ষিত থাকুন। আমাদের সুরক্ষার জন্য করোনাযোদ্ধাদের ভালোবাসা আর লাল সালাম।' ২০১৯ সালে 'সুপার থার্টি' ও 'ওয়ার'—এর তুমুল সফলতা, দুই ছেলে আর সাবেক স্ত্রীকে নিয়ে দিব্যি কাটছে হৃতিকের লকডাউন।

নেহা বললেন, এই মুহূর্তে তিনি সবার সেরা

বলিউডের প্লেব্যাক সংগীতশিল্পীদের ভেতর বেশি ট্রলের শিকার হওয়া শিল্পী সম্ভবত নেহা কক্কর। সাম্প্রতিককালের আঁখ মারে, ও সাকি সাকি, দিলবার, চিজ বারি, কালা চশমা, গারমি গানের মতো সুপারহিট গান তাঁর গাওয়া। তিনি এই মুহূর্তে বলিউডের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বেশি পারিশ্রমিক গোনা প্লেব্যাক শিল্পীদের একজন। এত সফলতার পরও কেন সবাই তাঁদের নিশানা বানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিম বানায়, ট্রল করে? সম্প্রতি ৩১ বছর বয়সী এই তারকা শিল্পী নিজেই দিয়েছেন সেই উত্তর।নেহা কক্কর। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

আইএএনএসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইন্ডিয়ান আইডলের এই বিচারক বলেন, "যে কারণেই ট্রল করুক না কেন, প্রথমত, আমিও একজন মানুষ। আমিও অন্য যে কারও মতো আহত হই। আর কারণ হিসেবে আমার মনে হয়, এগুলো স্রেফ ঈর্ষা থেকে করা হয়। সফল মানুষকে নিয়ে হাসাহাসি করে, ছোট করে তারা পরিতৃপ্তির ঢেকুর তোলে। এত মানুষ রেখে কেন নেহা? কারণ, আমি এক নম্বর। এই মুহূর্তে সবার সেরা।"

তবে নেহা এ—ও জুড়ে দেন যে এই মানুষগুলো সংখ্যায় খুবই কম। আর এর বিপরীতে কোটি মানুষ তাঁকে ভালোবাসে। আর তিনি সেই ভালোবাসাকেই গুরুত্ব দিতে চান। "কাটাকুটি করে জীবনে সফলতা আর অর্জনগুলোই চিৎকার করে সব বাজে কথা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। প্রথম প্রথম যখন আমি রিমিক্স করতে শুরু করলাম (অবশ্যই অনুমতি নিয়ে), তখন কত কথা! এসব শিল্পী গান ধ্বংস করে দিল। শুদ্ধ সংগীত বাঁচিয়ে রাখতে এদের হটাও। আর এখন এরাই আমার গানে নাচে। তালি দেয়।" যোগ করেন নেহা।

ট্রলের শিকার সোনম

ছবি পোস্ট করে বা বেফাঁস মন্তব্য করে সাধারণত ট্রলের শিকার হন বলিউড তারকারা। তবে এবার ছবির শিরোনামের জন্য ট্রলকারীদের নিশানা হলেন সোনম কাপুর।

সোনম কাপুর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দারুণ সক্রিয়। কী করছেন, কী পরছেন, কী ভাবছেনএসব ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ায় জুড়ি নেই সোনমের। ইনস্টাগ্রামে তাঁর ২ কোটি ৮৪ লাখের বেশি ফলোয়ার। নানা মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে হামেশাই চর্চায় উঠে আসেন এই বলিউড তারকা। তবে এবার ছবির শিরোনামের জন্য রীতিমতো আলোচনায় উঠে এলেন সোনম। ট্রলকারীদের চাঁছাছোলা আক্রমণের শিকার হতে হলো তাঁকে।

সোনম সোফায় বসে আছেন, এ রকম একটা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটা ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'হে ভগবান, আমি এখন কী করব।' আর এখানেই যত বিপত্তি। সোনমের এই প্রশ্নসূচক শিরোনাম নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক সমালোচনা। এক নেটিজেন লিখেছেন, 'টাইলস সাফ করো, ঘরবাড়ি মুছে পরিষ্কার করো।' আরেকজন লিখেছেন, 'সোনম, আপনার তো প্রচুর টাকা। অনেক কিছুই করতে পারেন। একটু দান করুন।' আরও কয়েকজন এই বলিউড তারকাকে দানের পরামর্শ দিয়ে বলেন, অনুগ্রহ করে মহামারির দিনে এই লকডাউনে অসহায় মানুষকে সাহায্য করুন। এক ট্রলকারী অভিনয়টা, 'আমি বলব, অভিনয় করা বন্ধ করুন, যা পারেন না, তা করতে যান কেন?' এ ছাড়া আরও নানা মন্তব্যে ট্রোলাররা সোনমকে রীতিমতো ক্ষতবিক্ষত করেন।সোনম এখন তাঁর স্বামী আনন্দ আহুজার সঙ্গে দিল্লির বাসায়। মার্চে লন্ডন থেকে তিনি ফিরে আসেন। তারপর থেকে সোনম কোয়ারেন্টিনে আছেন। সম্প্রতি এই দম্পতি তাঁদের দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকী পালন করেছেন। আবারো সোনমের বিয়ের ছবি আর ভিডিওতে, অভিনন্দন বার্তায় ভরে উঠেছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। সোনমও তাঁর জীবনসঙ্গীর সঙ্গে একাধিক ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'বিশ্বাস করুন, এর চেয়ে ভালো সঙ্গী পাওয়া সম্ভব নয়। আমি ভাগ্যবান, আমি কৃতজ্ঞ। বাকি জীবন এমন একজন মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি, যে নিরামিষাশী, নিয়মিত ব্যায়াম, ইয়োগা করে। আর স্ত্রীকে শর্তহীনভাবে ভালোবাসে।'

এই বলিউড অভিনেত্রী তাঁর দিল্লির বাসার বেশ কিছু ছবিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন। একটা ছবিতে দেখা গেছে সোনম স্বামী আনন্দের সঙ্গে শয্যাকক্ষের বিছানায় বসে আছেন। এ ছাড়া তিনি বসার ঘর, রান্নাঘর, পড়ার ঘর এবং বাগিচার ছবি পোস্ট করেছিলেন। সাদা গাউন পরে আকাশকে স্পর্শ করতে চাওয়া একটি ছবি পোস্ট করে জানিয়েছেন, তিনি উড়তে চান।

রবিবার আগরতলায় সিপিএম'র তরফে দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ডিমা হাসাওয়ে দেদার অমান্য লকডাউন আতঙ্কিত সচেতন নাগরিককুল

হাফলং (অসম), ১৭ মে (হি. স.) : রাজ্যে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলছে। আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৯৬ জনে দাঁড়িয়েছে। যার ফলে রাজ্যে মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এমন-কি উত্তরপূর্বের ত্রিপুরায় ১৫৭ এবং মণিপুরেও ৭ ব্যক্তির শরীরে ধরা পড়েছে কোভিড ১৯ সংক্রমণ।

ইতিমধ্যে অসমের ২৯টি জেলাকে গ্রিন জোন হিসেবে ঘোষণা করে এই সব জেলায় লকডাউন কিছুটা শিথিল করে দেওয়া হয়েছিল। এই ২৯টি গ্রিন জেলার মধ্যে অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাও পড়েছে। আর ডিমা হাসাও জেলা গ্রিন জোন হওয়ার সুবাদে ব্যাপক ভাবে লকডাউন অমান্য করছেন সাধারণ মানুষ। নৈশ কার্ফু আমান্য করে শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন একাংশ লোক। লকডাউন অমান্য করে বাজার হাটে ভিড় করছেন সাধারন মানুষ। সরকারি নিয়ম নীতি সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে বাজার হাট সহ হাফলং শহরের দোকানপাট খোলা হচ্ছে।

ডিমা হাসাও জেলায় সাপ্তাহিক হাটবার নিষিদ্ধ করা হলেও সরকারি নীতি নিয়মকে তোয়াক্কা না করেই সাপ্তাহিক হাটে ভিড় জমাচ্ছেন প্রচুর লোক। এ ক্ষেত্রে যেমন ডিমা হাসাও জেলার সাধারণ প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না, ঠিক পুলিশকেও এ নিয়ে কোনও ব্যবস্থা নিতে দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া হাফলং মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে সরকারি নীতি নিয়ম ভঙ্গ করারও অভিযোগ উঠেছে। হাফলং শহরে এভাবে সব দোকানপাট খুলে যাওয়ার দরুন লকডাউন ভঙ্গ করছেন স্থানীয় মানুষ। এতে বিপদ বাড়ছে হাফলং শহরের, এমনই অভিযোগ সচেতন মহলের। তার ওপর বহিঃরাজ্যে আটকে পড়া শ্রমিক ও অনান্য মানুষ নিজের গৃহজেলায় ফিরে আসার পর স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে এঁদের ২৮ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়ার পরও অনেকে স্বাস্থ্য বিভাগের এ সব নির্দেশ অমান্য করে বাইরে বেড়িয়ে আসছেন বলে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। আর এতেই বাড়ছে বিপদের মাত্রা, মনে করছে সচেতন মহল।

কারণ এতে সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে। তাই জেলা প্রশাসন যদি লকডাউনের সময় কঠোর স্থিতি গ্রহণ না করে তা হলে সমস্যা যে বাড়বে তা এক প্রকার নিশ্চিত।

এদিকে গত তিন দিনে বহিঃরাজ্য থেকে ফিরে আসাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর এঁদের হাফলং শিক্ষা ভবনের কোয়ারেন্টাইন সেন্টার এবং শহরের একটি হোটেলে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে কোভিড ১৯ রোগ প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে লকডাউন কঠোর ভাবে পালন করতে মানুষের মধ্যে সজাগতা অভিযান চালানোর পরও হাফলং শহরের মানুষের মধ্যে কোভিড ১৯ রোগ নিয়ে এখনও সচেতনতার অভাব দেখে আতঙ্ক বিরাজ করছে সচেতন নাগরিকদের মধ্যে।

বাংলাদেশে ২৪ ঘন্টায় করোনা শনাক্ত ১,২৭৩ ,মারা গেছেন ১৪ জন

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৭।। গত ২৪ ঘন্টায় ৮ হাজার ১১৪টি নমুনা পরীক্ষায় দেশে ১ হাজার ২৭৩ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে।করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২ হাজার ২৬৮ জনে। এ পর্যন্ত মারা গেছেন ৩২৮ জন। গত ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন ১৪ জন। সুস্থ হয়েছেন মোট ৪ হাজার ৩৭৩ জন। গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২৫৬ জন।

রবিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।শনাক্তের হিসাবে দেশে সুস্থতার হার ১৯ দশমিক ৬৪ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৪৭ শতাংশ বলে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৮ হাজার ৫৭৩টি। আগের দিন নমুনা সংগ্রহ হয়েছিল ৬ হাজার ৫০১টি। গতকালের চেয়ে আজ ২ হাজার ৭২টি নমুনা বেশি সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন সাভার এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ দেশের ৪২টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৮ হাজার ১১৪টি। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ৬ হাজার ৭৮২টি। আজ গতকালের চেয়ে ১ হাজার ৩৩২টি বেশি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১ লাখ ৭৭ হাজার ৪০৮টি।তিনি জানান, মৃত ১৪ জনের মধ্যে ১৩ জন পুরুষ, ১ জন নারী। এরমধ্যে ঢাকা বিভাগে ৯ এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ৫ জন। ১৪ জনের মধ্যে শুধু হাসপাতালেই মারা গেছেন ১৩ জন এবং বাসায় ১ জন। আর অঞ্চল বিবেচনায় ঢাকা শহরে মারা গেছেন ৫, চট্টগ্রাম শহরে ৪, সাভার, কেরানীগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও শরীয়তপুরে ১ জন করে মারা গেছেন।মৃতদের বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ১, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ৩, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ৩, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ২, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ৩, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ১ এবং ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ১ জন রয়েছেন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ২৭৬ জনকে। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ৩ হাজার ২৪৮ জন। ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৭৪ জন। এখন পর্যন্ত মোট ছাড়া পেয়েছেন ১ হাজার ৬০৪ জন। সারাদেশে আইসোলেশন শয্যা রয়েছে ৯ হাজার ১৩৪টি। ঢাকার ভেতরে রয়েছে ৩ হাজার ১০০টি। ঢাকা সিটির বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে শয্যা হয়েছে ৬ হাজার ৩৪টি। এছাড়া আইসিইউ সংখ্যা রয়েছে ৩৩৯টি, ডায়ালাসিস ইউনিট রয়েছে ১০২টি। আইসলেশন শয্যা, আইসিইউ ও ডায়ালাইসিস ইউনিট বাড়ানো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে তিনি জানান।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টিন মিলে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে ৩ হাজার ৬৩৪ জনকে। এখন পর্যন্ত ২ লাখ ৪০ হাজার ৫৪৮ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ছাড় পেয়েছেন ২ হাজার ৩৫৮ জন, এখন পর্যন্ত মোট ছাড় পেয়েছেন ১ লাখ ৯১ হাজার ৫৩১ জন। বর্তমানে মোট কোয়ারেন্টিনে আছেন ৪৯ হাজার ৪১৭ জন।সারাদেশে ৬৪ জেলায় ৬১৭টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। তৎক্ষণিকভাবে এসব প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের সেবা দেয়া যাবে ৩১ হাজার ১৬৫ জনকে।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ঘন্টায় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) সংগ্রহ হয়েছে ৩৩ হাজার ৯৬৫টি। বিতরণ হয়েছে ৪৩ হাজার ৭০৬টি। এ পর্যন্ত সংগ্রহ ২২ লাখ ৫১ হাজার ৩০৪টি। বিতরণ হয়েছে ১৯ লাখ ১৫ হাজার ৭৭২টি। বর্তমানে ৩ লাখ ৩৫ হাজার ৫৩৫টি পিপিই মজুদ রয়েছে।তিনি জানান, গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ২ লাখ ২৭ হাজার ৭৯৩টি এবং এ পর্যন্ত প্রায় ৫৮ লাখ ১২ হাজার ৪৭৩টি ফোন কল রিসিভ করে স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে।তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৫ হাজার ৯২২ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২৪ ঘন্টায় আরও ১২৯ জন চিকিৎসক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ১৫৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার'র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন।

ডা.নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, স্থল, নৌ ও সমুদ্রবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ১ হাজার ৫১৮ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৬ লাখ ৮৮ হাজার ৯৭৬ জনকে স্কিনিং করা হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি তুলে ধরে তিনি জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৬ মে পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৫ হাজার ৭৪১ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ২৭ হাজার ৯৯৫ জন। ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন ১৫১ জন এবং এ পর্যন্ত ৪ হাজার ২০১ জন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৬ মে পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সারাবিশ্বে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৮৬ হাজার ৮২৭ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৪৪ লাখ ২৫ হাজার ৪৮৫ জন। ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন ৪ হাজার ৯৪০ জন এবং এ পর্যন্ত ৩ লাখ ২ হাজার ৫৯ জন।আপনার সুস্থতা আপনার হাতে উল্লেখ করে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলতে তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান। করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, রমজানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, বেশি বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি ও ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, ডিম, মাছ, মাংস, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়। তিনি বলেন, ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ তা অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে।

বাংলাদেশে মঙ্গলবার রাতে আঘাত হানতে পারে ঘূর্ণিঝড় আম্পান দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৭।। ঘূর্ণিঝড় 'আম্পান' আগামী মঙ্গলবার (১৯ মে) রাতে দেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে আঘাত হানতে পারে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান।প্রতিমন্ত্রী বলেন, আবহাওয়া অধিদপ্তরের পর্যালোচনা অনুযায়ী যদি ঘূর্ণিঝড় আম্পান তার গতি ও দিক পরিবর্তন না করে তাহলে আগামী ১৯ মে দিনগত রাতে বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে আঘাত হানতে পারে।

রোববার (১৭ মে) সচিবালয়ে আয়োজিত ঘূর্ণিঝড় 'আম্পান' মোকাবিলায় সরকারের প্রস্তুতি বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান প্রতিমন্ত্রী। এসময় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. শাহ কামাল উপস্থিত ছিলেন।এনামুর রহমান বলেন, ঘূর্ণিঝড় 'আম্পান' মোকাবিলায় সরকারের প্রস্তুতি রয়েছে। উপকূলীয় জেলাগুলোতে সাইক্লোন শেল্টার প্রস্তুত রাখার জন্য এরই মধ্যে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে যেন মানুষজনকে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যায় সে লক্ষ্যে এবার আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে উপকূলীয় জেলাগুলোর জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানকালে যাতে খাবারের অভাব না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় শুকনো খাবার এবং গো-খাদ্যের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনে আরও বরাদ্দ দেওয়া হবে। দুর্যোগকালীন বিদ্যুৎ না থাকলে তার বিকল্প ব্যবস্থা করে রাখার জন্যও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এরআগে প্রতিমন্ত্রী ঘূর্ণিঝড় 'আম্পান' মোকাবিলায় পূর্বপ্রস্তুতি ও করণীয় বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সচিব ও সিনিয়র সচিব এবং উপকূলীয় জেলাগুলোর জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে অনলাইনে সভা করেন।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৫৪ কিমির মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২ কিমি, যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ৮৮ কিমি পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় সাগর খুবই বিক্ষুব্ধ রয়েছে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরগুলোকে ৪ নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক সামছুদ্দিন আহমেদ বলেন, ঘূর্ণিঝড়টি বাংলাদেশের উপকূলের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। পরিস্থিতি দেখে সংকেত আরও বাড়াতে হবে বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর হত্যা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মাধ্যমে জাতি কলংকমুক্ত হয়েছে : সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৭।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে এসেছিলেন বলেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মাধ্যমে জাতি কলংকমুক্ত হয়েছে।

রোববার ধানমন্ডিতে আওয়ামী লী সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপকমিটি আয়োজিত বিভিন্ন সংগঠনের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বিতরণ অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে এই ত্রাণ সামগ্রী ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ওবায়দুল কাদের বলেন, শেখ হাসিনার জন্যই বাংলাদেশ আজ বিশ্ব মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ফিরে এসেছিলেন বলেই বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ও জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। যুদ্ধাপরাধের বিচার করে জাতিকে পাপমুক্ত করেছেন।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে এক সময়ের দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষে জর্জরিত বাংলাদেশের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম করে সেই দেশকে আজ বিশ্বজয়ের নবতর অভিযাত্রায় এগিয়ে চলেছে। তার নেতৃত্বে বিশ্বসভায় বিশেষ মর্যাদায় আজ বাংলাদেশ আসীন।কাদের বলেন, করোনা সংকটের শুরু থেকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কার্যকরি পদক্ষেপ নিয়েছেন বলেই বাংলাদেশে এখনো বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এই সংক্রমণ থেকে কিছুটা ভালো অবস্থানে আছে।তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈশ্বিক মহামারী করোনা সংকটের ক্রান্তিলগ্নে জনগণের জীবন ও জীবিকা নিশ্চিত করতে দিনরাত নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

ভিডিও কনফারেন্সে ধানমন্ডি প্রান্তে আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক ও আবদুর রহমান, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য একেএম রহমতুল্লাহ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক ও এসএম কামাল হোসেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক মৃনাল কান্তি দাস, ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া এবং উপদপ্তর সম্পাদক সায়েম খান উপস্থিত ছিলেন। পরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মাঝে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও খাদ্য সামগ্রি বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশে ফের আক্রান্ত হিন্দু সম্প্রদায়, পুলিশ-সহ আহত ২৫ জন

ঢাকা, ১৭ মে (হি.স.): করোনা-প্রকোপের মধ্যেও, বাংলাদেশে থেমে নেই সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর হামলা চালিয়ে বাড়ি-ঘর দখলের ঘটনা। এবার চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার বৈরাগ ইউনিয়নের বন্দর গ্রামে স্থানীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্ব একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায় হিন্দুদের উপর। জমি দখলের উদ্দেশে এই হামলায় পুলিশ-সহ ২৫ জন আহত হন। হামলায় আহত সুমেন সিংহ জানান, আমরা প্রায় সংখ্যালঘু ২৫টি পরিবার বসবাস করি। গত শুক্রবার সকাল ৯টায় আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি দখল করতে আসে বৈরাগ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সোলায়মানের নেতৃত্বে ৩০-৩৫ জনের একটি দল। সবার হাতে ছিল দেশীয় ধারালো অস্ত্র-সহ লাঠিসোঁটা। কিন্তু আমরা জমির মালিকরা আমাদের পৈতৃক জায়গা দখলে বাধা দিলে, দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় আমাদের উপর। ঘটনাস্থলে আহত হন সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের ১১ সদস্য। বন্দর গ্রামে আমাদের ২১ কাঁটা জায়গার মধ্যে ১৬ কাঁটা জায়গা ইউনিয়ন পরিষদের নামে দান করে দেয় আমাদের পূর্বপুরুষরা। আর ৫ কাঁটা জায়গায় সীমানা বাইরে ছিল। এখনও পর্যন্ত কোনও চেয়ারম্যান এই ৫ কাঁটা জায়গা দাবি করেননি।

কিন্তু বর্তমান চেয়ারম্যান আমাদের জায়গাটা দখল করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। ইউনিয়ন পরিষদের সীমানা দেওয়াল দেওয়ার নাম করে তারা এই জায়গা দখলে নিতে চাইলে আমরা বাধা দিই। এ সময় চেয়ারম্যান আমাদের উপর হামলার নির্দেশ দেয়। দুষ্কৃতীদের হামলার ঘটনার পর ফাঁড়ির এসআই পারভেজ-সহ আরেকজন পুলিশ সদস্য এসে মিটমাট করার কথা বলেন। চেয়ারম্যানের নির্দেশেই আমাদের পুলিশ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে চেয়ারম্যানের নির্দেশে তার দলবল আবারও আমাদের উপর হামলা চালায়। এ সময় এসআই পারভেজ বাধা দিতে চাইলে তাকেও কিল-ঘুষি মারতে থাকে দুষ্কৃতীরা। পরে থানা থেকে পুলিশ এসে আমাদেরকে উদ্ধার করে।' এ হামলায় অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন। তার মধ্যে দু'জনের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক। তাঁরা হলেন পমিলা (৬০), আরেকজন প্রভাস সিংহ (৪৫)। প্রভাসের এখনও জ্ঞান ফিরেনি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই হামলার ঘটনায় কর্ণফুলী থানার ওসি মামলাও নেয়নি। এ ব্যাপারে এসআই পারভেজ হামলার ঘটনা স্বীকার করে বলেন, এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে। বিষয়টি মিমাংসার চেষ্টা চলছে।

ফের আতঙ্ক, চিন ও দক্ষিণ কোরিয়ায় বেড়েই চলেছে করোনা রোগী

বেজিং ও সিওল, ১৭ মে (হি.স.): চিন ও দক্ষিণ প্রতিদিনই একটু একটু করে বাড়ছে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা! বাড়ছে করোনা-আতঙ্কও। চিন ও দক্ষিণ কোরিয়া, উভয় দেশেই নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন যথাক্রমে-৫ জন ও ১৩ জন। চিন ও দক্ষিণ কোরিয়া, দুই দেশে অবশ্য নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি।

চিন : রবিবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে ৫ জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। ফলে চিনে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮২,৯৪৭। চিনে মৃত্যু হয়েছে ৪,৬৩৪ জনের। আক্রান্ত ৫ জনের মধ্যে দু''জন দেশান্তরী এবং তিনজনের সন্ধান মিলেছে জিলিন প্রদেশের উত্তর-পূর্বে।দক্ষিণ কোরিয়া : দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে ১৩ জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের হদিশ মিলেছে। ফলে রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১,০৫০, এখনও পর্যন্ত ২৬২ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত ১৩ জনের মধ্যে রাজধানী সিওলে আক্রান্ত ৫ জন।

করোনা-সতর্কতা মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুতে বাড়ল লকডাউনের মেয়াদ

মুম্বই ও চেন্নাই, ১৭ মে (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না। প্রতিদিনই হু হু করে বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। দেশের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রে, দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তামিলনাড়ুও করোনা-গ্রাসে। ১৭ মে শেষ হয়েছে লকডাউনের তৃতীয় দফা। এ দিনই মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুতে বাড়ানো হল ললডাউনের মেয়াদ।

তবে, মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ কন্টেনমেন্ট জোনে ৩১ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে লকডাউনের মেয়াদ। তামিলনাড়ুতে সমগ্র রাজ্যজুড়ে ৩১ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে লকডাউনের মেয়াদ।

জম্মু-কাশ্মীরের ডোডায় সন্ত্রাসী হামলায় শহিদ সেনা জওয়ান, খতম জঙ্গি

শ্রীনগর, ১৭ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারালেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন জওয়ান। সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে একজন জঙ্গি। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোয়েন্দা সূত্রে খবর পাওয়া যায় ডোডা শহর থেকে প্রায় ২৬ কিলোমিটার দূরে, গুন্দানা এলাকার পোস্তা-পোত্রা গ্রামে লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শনিবার গভীর রাতেই ওই গ্রামে অভিযান চালায় সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী। রাতভর অভিযানের পর রবিবার সকালে জঙ্গিদের সঙ্গে সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের গুলির লড়াই শুরু হয়। গুলির লড়াই চলাকালীন গুরুতর জখম হন একজন সেনা জওয়ান, পর ওই সেনা জওয়ান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে পরে খতম হয় একজন জঙ্গি। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও গুলির লড়াই চলছে।

বুধবার বিকেল অথবা সন্ধ্যায় স্থলভূমিতে আছড়ে পড়বে ''আমফান'' : আইএমডি

ভুবনেশ্বর, ১৭ মে (হি.স.): প্রবল বেগে, শক্তি বাড়িয়ে ধেয়ে আসছে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ''আমফান''। ২০ মে, বুধবার বিকেল অথবা সন্ধ্যায় স্থলভূমিতে আছড়ে পড়বে ''আমফান''। পশ্চিমবঙ্গের সাগর দ্বীপ এবং বাংলাদেশের হাতিয়া দ্বীপের মাঝে আছড়ে পড়বে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ''আমফান''। রবিবার আইএমডি (ভুবনেশ্বর)-র অধিকর্তা এইচ আর বিশ্বাস জানিয়েছেন, আগামী ২০ মে (বুধবার) বিকেল অথবা সন্ধ্যায় সাগর দ্বীপ (পশ্চিমবঙ্গ) এবং হাতিয়া দ্বীপ (বাংলাদেশ)-এর মাঝে আছড়ে পড়বে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ''আমফান''। আইএমডি জানিয়েছে, আগামী ৬ ঘন্টার মধ্যে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত ''আমফান'', এরপর ১২ ঘন্টার মধ্যে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত ''আমফান''।ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য অভিমুখ পশ্চিমবঙ্গ ও সংলগ্ন ওড়িশার দিকে। এই দুই রাজ্য ইতিমধ্যেই সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ওড়িশার বালেশ্বর, ভদ্রক, কেন্দ্রাপাড়া, পুরী, জগৎসিংপুর, জাজপুর এবং ময়ূরভঞ্জ জেলায় মোতায়েন করা হয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ১০টি টিম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রস্তুত রয়েছে উপকূলরক্ষী বাহিনী।

সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের পাক হামলা, পুঞ্চে প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ১৭ মে (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে লাগাতার আক্রমণ শানাচ্ছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীউ রবিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার দেগওয়ার সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীউ রবিবার সকাল ৮.৪০ মিনিট থেকে শুরু হয় গোলাগুলি বর্ষণউ শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীউ পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইউ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, রবিবার সকাল ৮.৪০ মিনিট থেকে পুঞ্চ জেলার দেগওয়ার সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীউ সকাল ৯.৩০ মিনিট থেকে মর্টার নিক্ষেপ করতে থাকে পাক সেনা। প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীউ প্রসঙ্গত, এর আগে গত ৯ মে দেগওয়ার সেক্টরে হামলা চালায় পাক সেনাবাহিনী, তার দু''দিন আগে কিরনি, কাসবা এবং শাহপুর সেক্টরে গোলাগুলি বর্ষণ করেছিল পাক সেনাবাহিনী।

রাজস্থানে সড়ক দুর্ঘটনা, পশ্চিমবঙ্গের যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু

জয়পুর, ১৭ মে (হি.স.): রাজস্থানের রাজসমন্দ জেলায় শ্রমিক ও লোহারপাত বোঝাই একটি ট্রেলার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা কন্টেনারে ধাক্কা মারল। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজন শ্রমিকের, এছাড়াও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কুনওয়ারিয়া থানার অন্তর্গত ভিলওয়ারা-রাজসমন্দ ফোরলেনে। পি খান নামে একজন পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, শনিবার গভীর রাতে ফিয়াবড়ী গ্রামের কাছে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা কন্টেনারের পিছনে ধাক্কা মারে একটি ট্রেলার। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজন শ্রমিকের। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা আকবর মহম্মদ নামে একজন যুবকের। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জম্মু-কাশ্মীরের ডোডায় সন্ত্রাসী হামলা, শহিদ সেনা জওয়ান

শ্রীনগর, ১৭ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারালেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন জওয়ান। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোয়েন্দা সূত্রে খবর পাওয়া যায় ডোডা শহর থেকে প্রায় ২৬ কিলোমিটার দূরে, গুন্দানা এলাকার পোস্তা-পোত্রা গ্রামে লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শনিবার গভীর রাতেই ওই গ্রামে অভিযান চালায় সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী।রাতভর অভিযানের পর রবিবার সকালে জঙ্গিদের সঙ্গে সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের গুলির লড়াই শুরু হয়। গুলির লড়াই চলাকালীন গুরুতর জখম হন একজন সেনা জওয়ান, পর ওই সেনা জওয়ান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও গুলির লড়াই চলছে।

মুর্শিদাবাদের ডোমকলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু কিশোরের, তদন্তে পুলিশ

মুর্শিদাবাদ, ১৭ মে (হি.স.): মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক কিশোরের। দুষ্কৃতীরা অন্য এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। কিন্তু সেটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ওই কিশোরের গায়ে লাগলে মৃত্যু হয় তাঁর। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। রবিবার সকালে ওই ঘটনা ঘটেছে শম্ভুনগর থেকে ডোমকল আসার রাস্তায়।

১৬ বছরের ওই কিশোরের বাড়ি ডোমকলেরই শিরপাড়া নতুনপাড়ায়। এদিন সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ সে কাকার জমিতে কাজের জন্য যাচ্ছিল। তখনই ঘটনা ঘটে। ডোমকল থানার পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সম্ভবত দু'দল দুষ্কৃতীর গন্ডগোলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল ওই কিশোর।

দুস্থদের খাদ্য বিলি কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১৭ মে (হি স): করোনা আতঙ্কে ঘুম উড়েছে শহরবাসীর। করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশ জুড়ে চলছে তৃতীয় দফার লকডাউন। কিন্তু এই লকডাউনের জেরে চরম সমস্যায় অসহায়-দুস্থ মানুষগুলো। তাই রবিবার মানবিক রূপ নিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকায় দুঃস্থদের খাদ্য বিলি কলকাতা পুলিশের।

লকডাউনের জেরে অনেক সময় হাঁড়ি চড়ছে না অনেকের বাড়িতে। করোনা কাঁটায় গৃহবন্দী শহরতলী।তবে, করোনা মোকাবিলায় তৎপর প্রশাসন।কখনও গান গেয়ে কখনও শাসন করে। করোনা সংক্রমণ থেকে শহরবাসীকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে কলকাতা পুলিশ। আর পাশাপাশি অসহায় দুস্থদের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছে পুলিশ। এদিন ট্যাংরা,উল্টোদাঙা,মানিকতলা ,নারকেলদাঙা,কালীঘাট সংলগ্ন এলাকায় দুস্থদের খাদ্য বিলি কলকাতা পুলিশের তরফে।

চতুর্থ পর্যায়ের লকডাউনে ক্রীড়াবিদদের জন্য আংশিক সুখবর

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.) : অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ভারতীয় ক্রীড়ামহলে। এবার খোলা যাবে স্পোর্টস কমপ্লেক্সগুলি। এর ফলে মার্চের মাঝখান থেকে যেসব ক্রীড়াবিদরা ট্রেনিং করতে পারছিলেন না, তাঁদের সুরাহা হবে।

তবে স্পোর্টস কমপ্লেক্স, স্টেডিয়াম খুললেও তাতে কোনও দর্শক আসতে পারবেন না।

রবিবার চতুর্থ পর্যায়ের লকডাউনের যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে, তাতে স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও স্টেডিয়ামগুলি খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যদিও শর্তসাপেক্ষে। প্রধান শর্ত এই যে, স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও স্টেডিয়ামগুলিকে দর্শকশূন্য হতে হবে। যার অর্থ, ক্রীড়াবিদদের অনুশীলনে ফিরতে অসুবিধা রইল না। বিশেষ করে স্টেডিয়াম ব্যবহারের অনুমতি মেলায় খেলোয়াড়দের আউটডোর ট্রেনিংয়ের রাস্তা খুলে গেল।

বিসিসিআইয়ের কাছে সরকারি তরফে ইঙ্গিত ছিল আগে থেকেই। তাই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আগেই স্থির করে রেখেছিল যে, ১৮ মে"র পর থেকে টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটারদের নিকটবর্তী স্টেডিয়ামে অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হবে। যা ইঙ্গিত, তাতে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের ব্যাট-বল হাতে অনুশীলনে ফিরতে অসুবিধা হবে না।

যদিও লকডাউনের শর্ত শিথিল হলেও আইপিএলের মতো টুর্নামেন্ট আয়োজন করা এখনই সম্ভব নয়। কেননা সরকারি তরফে খেলাধুলো-সহ যে কোনও বড় জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি রাখা হয়েছে। এটাও স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলো শুরু করা যাবে কিনা। তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবার উপর যথারীতি নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে।

স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও স্টেডিয়ামগুলি খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে সম্ভবত অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন করার সম্ভাবনা থাকা অ্যাথলিটদের অনুশীলনের কথা ভেবেই। গত সপ্তাহেই ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেণ রিজিজু অ্যাথলিটদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে আলোচনা সারেন।

আহ্বান স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

তিনের পাতার পর

পাওয়া যায়নি। আক্রান্তদের কাজিরঙা ইউনিভার্সিটি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শনিবার রাত পর্যন্ত যাঁদের শরীরে করোনা ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাঁদের একজন বিশ্বনাথ জেলার টোকাও গয়ারি (৬০) এবং অন্যজন শিবসাগর জেলার বাসিন্দা আবদুল শামিম (১৯)। বাকি দুজন কামরূপ মহানগর জেলার গুয়াহাটির বাসিন্দা রাকেশ সিং এবং বিনোদ রায়। গুয়াহাটির যে দুজনের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে তারাও ফ্যান্সিবাজারের আলুগুদাম সম্পৃক্ত। তারা কালাপাহাড় এবং ফাটাশিলের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ছিলেন। উভয়কে রাতেই মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। এই তথ্য দিয়ে মন্ত্রী জানান, বিশ্বনাথের রোগী টোকাও গয়ারিকে তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটিন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বেলেঘাটা ৩৩ পল্লীর সহযোগিতায় দুস্থ-অসহায়দের দিকে সাহায্যের হাত কৌশানির

কলকাতা,১৭ মে (হি স):করোনা সংক্রমণ এড়াতে শহর থেকে দেশজুড়ে তৃতীয় দফার চলছে লকডাউন।আর এই লকডাউনের জেরে গৃহবন্দী শহরতলী।তবে, এতে চরম সমস্যায় পরতে হচ্ছে দিন আনে দিন খায় মানুষ গুলোকে। আর তাই এবার সেইসব দুস্থ অসহায়দের পাশে দাঁড়ালো বেলেঘাটা ৩৩ পল্লী। রবিবার অভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায় তার জন্মদিনে অসহায়-দুস্থদের বিলি করে সাহায্যের হাত বাড়ালেন।

করোনা আতঙ্কে ত্রস্ত দেশ। ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। আর এই আতঙ্কের জেরে একেবারে গৃহবন্দী শহরতলী। এই পরিস্থিতিতে অনেকের বাড়িতেই চড়ছে না হাঁড়ি। এদিকে, এরই মাঝে রবিবার ছিল অভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায় জন্মদিন। আর তাই জন্মদিনে সেসব দুস্থ অসহায়দের দিকে সাহায্যের হাত অভিনেত্রী কৌশানীর।এদিন বেলেঘাটা ৩৩ পল্লী ক্লাব প্রাঙ্গণে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ২০০ মানুষকে ত্রাণ বিলি করে অভিনেত্রী কৌশানি।

লকডাউনে আটদিন সাইকেল চালিয়ে তামিলনাড়ু থেকে গ্রামে ফিরলেন ঝাড়গ্রামের যুবক

ঝাড়গ্রাম, ১৭ মে (হি.স.) : আটদিন ধরে সাইকেল চালিয়ে তামিলনাড়ু থেকে গ্রামে ফিরলেন এক বছর উনিশের যুবক। গ্রামে আসার পরেই স্কুলে থাকার ব্যাবস্থা করেছেন গ্রামবাসীরা। রাত দিন টানা আটদিন সাইকেল চালানোর চোখে মুখে ক্লান্তি দেখা যায়। ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল থানার রগড়া অঞ্চলের শিমূলিয়া গ্রামের তরুন সন্দীপ পাত্র প্রথমবার সংসারের জন্য আয় করতে গিয়েছিলেন তামিলনাড়ু।কিন্তু পৌছানোর দিনকয়েক পরেই শুরু হয়ে যায় দেশ জুড়ে লকডাউন।

সাঁকরাইল ব্লকের শিমূলিয়া গ্রামের সন্দীপ ফুলের কাজ করার জন্য তামিলনাড়ুর আমজিগড়াইতে গিয়েছিল।মূলত ফুলের তোড়া,ফুলের নানা ডেকরেশনের কাজ দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে করত।উনিশ মার্চ সে সেখানে পৌছায়।কিন্তু লক ডাউনের জেরে তার আর কাজে যুক্ত হওয়া হয়নি। বন্ধ হয়ে যায় কারখানা।সন্দীপ জানিয়েছে প্রথম কয়েক দিন মালিক তাদের কিছু কিছু টাকা দিয়েছিল।কিন্তু কয়েক দিন পরে তাও বন্ধ হয়ে যায়।স্থানীয়ভাবে একটি ঘর ভাড় নিয়ে তারা দশ বারো জন থাকত।কিন্তু অনেকেই চলে গিয়েছিল।এদিকে বাড়ির মালিক ভাড়র জন্য তাগাদা দিচ্ছিল।খাবার জুটছিল না। সন্দীপ বলে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে গিয়ে খাবারের জন্য বলতে থাকি কিন্তু সেখানকার পুলিশ আমাদের ফিরিয়ে দিত।কোন সাহায্য করেনি।কি করব বুঝতে পারছিলাম না। হাতে টাকা নেই।খাবার নেই মুখে রক্ত ওঠার অবস্থা।বাড়িতে খবর দিতে পারছিলাম না মা দুশ্চিন্তা করবে ভেবে।শেষে বাড়িতে ফোন করে টাকা চাই। মা পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল।তার থেকে দু হাজার টাকা দিয়ে সাইকেল কিনি।ঠিক করে নি সাইকেলেই বাড়ি ফিরব।ওখানে গাড়ি ভাড়া পনেরো হাজার টাকা চেয়ছিল।আট মে আট জন মিলে যাত্রা শুরু করি।" ঝাড়গ্রাম জেলা থেকে সন্দীপ একাই ছিল।রাতে তারা সাইকেল নিয়ে ঝাড়গ্রামের উদ্দেশ্য রওনা দেয়।পথে ঘাটে যে যা খেতে দিয়ে খেয়েছে।সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরাও আমাদের খাবার দিয়েছে।ওলি, গলি ধরে সন্ধ্যা থেকে শুরু হত সাইকেল চালানো।বেলা এগারোটা পর্যন্ত তারা সাইকেল চালাতো।কয়েক ঘন্টা গাছ তল বা পথে ধাবা মিললে জিরিয়ে নিত তারা।ওইভাবে তারা তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা রাজ্য পেরিয়ে আসে। শনিবার বিকেল চারটা নাগাদ এসে পৌছায় সাঁকরাইলের শিমূলিয়া গ্রামে।গ্রামবাসী বিদ্যালয়ের ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।বাড়ি থেকে খাবার আসছে।সামজিক ব্যবধান মেনে নিয়ে রয়েছে স্কুল ঘরে।আবারও সে ভিন রাজ্য কাজের জন্য যাবেন কিনা জানতে চাইলে সন্দীপ বলে "এতটাই ক্লান্ত যে কিছু ভেবে উঠতে পারছি না।"

লকডাউনের সময় লোধা-শবর পরিবার গুলিকে খাদ্য সমগ্রী দিচ্ছেন রাজ্য সরকার

ঝাড়গ্রাম, ১৭ মে (হি.স.) : লকডাইনের সময় লোধা, শবর পরিবার গুলিকে খাদ্য সমগ্রী দিচ্ছেন রাজ্য সরকার। পাশাপাশি স্থানীয় ক্লাব, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকেও রান্না করা খাবার, সবজি, চাল, আলু ডাল দিয়েচ্ছেন। কিন্তু দু মাস ধরে লক ডাউন চলায় লোধা শবর পরিবার গুলির হাতে কোনও টাকা পয়সা নেই। তাই এবার পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে লোধা, শবর মানুষজনদের একশো দিন কাজের প্রকল্পে আওতায় কাজ দিচ্ছেন।

ইতিমধ্যে ঝাড়্গাম ব্লকের রাধানগর অঞ্চলের শুশনিবাঁসা ও শালুক গেড়িয়া গ্রামে একশো দিনের প্রকল্পে কাজ শুরু হয়েছে। লোধা, শবরদের পাশাপাশি গরীব মানুষজনদেরও এই কাজে যুক্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে সামাজিক দুরত্ব রাখতে মাত্র ১০ জন শ্রমিক নিয়ে কাজ করাচ্ছেন। কাজে যুক্ত সাবাই মাস্ক পরে কাজ করছেন। পঞ্চায়েত সমিতি সুত্রে জানা গিয়েছে রাধানগর অঞ্চলের মোট ১৪ টি সংসদ রয়েছে। এই ১৪ টি সংসদে একশো দিনের প্রকল্পে কাজ হবে। আগামী দিনে এই কাজে লোধা, শবরদের পাশাপাশি সাধারন মানুষজনদেকেও এই কাজ যুক্ত করা হবে। এই বিষয়ে ঝাড়্গাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রেখা সরেন বলেন, ' এই সময় সবচেয়ে সমস্যায় সন্মুখীন হচ্ছেন দিন আনা দিন খাওয়া লোধা, শবর পরিবার গুলি। আর এই সমস্ত মানুষজনদের কথা ভেবেই আমাদের সরকার একশো দিনের প্রকল্পে কাজ দিচ্ছেন।' অন্যদিকে, রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি অশোক মাহাত বলেন, 'সরকার গরীব মানুষজনদের চাল, ডাল, আলু, সবজি, দিচ্ছেন। তাই খাবার অভাব নেই। কিন্তু তাদের হাতে কোনও টাকা পয়সা নেই। গরীব পরিবার গুলি যাতে টাকা পয়সা পাই তার জন্য আমাদের সরকার ১০০ দিনের প্রল্পে কাজ শুরু করছেন।'

খুঁটে খেয়েছিলেন ক্ষুধায়

সাতের পাতার পর

কিন্তু করোনার প্রভাবের পর এখন ফুটবল কীভাবে খেলবেন সে চিন্তায় পড়ে গেছেন। তাঁর মানসিক অবস্থা জানাতে বলেছেন করোনার প্রথম দিকে ক্ষুধার যন্ত্রণায় দেয়াল খুঁটে খাওয়ার চেষ্টাও করেছেন, "আমি কোনো কিছু রান্না করতে পারি না। ফলে প্রথম কয়েকদিনে কার্ডবোর্ড খাওয়ার চেষ্টা করেছি। প্রথম তিন দিন দেওয়াল খুঁটে খাওয়ার চেষ্টা করেছি। ভাগ্যিস, এরপর খাবার আনানোর ব্যবস্থা করতে পেরেছি।"এক মাসের মধ্যে পেশাদার ফুটবলে নামতে হবে। কিন্তু নিজেকে প্রস্তুত করতে হলে এখন অনেক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। ইনস্টাগ্রাম সতীর্থ আলেসান্দ্রো মাত্রিকে বলেছেন নিজের ফিটনেসের অবস্থা, "আমাকে এখন বল পাস দিলে প্রথমবারে ধরতে পারব না। দুই মাসে আমি বল ধরিনি। ঘরে রানিং মেশিন না থাকলে ঠিকভাবে অনুশীলন করা যায় না। তাই বেআইনি হলেও আমি কাছের পার্কে গিয়ে দৌড়েছি একটু।"

পুরোপুরি প্রস্তুত না হলেও ফুটবল খেলার জন্যে তর সইছে না বালোতেল্লির। কারণ, আটকে থাকতে থাকতে যে মানসিক চাপে পড়েছেন, সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় ফুটবল, "গত কয়েক সপ্তাহে পাগল হয়ে গেছি, কারণ আমি পুরো একা। আমার মেয়ে নেপলসে, ছেলে জুরিখে। আমার মায়ের যে বয়স, তাতে তাঁকে সুরক্ষিত রাখতে হয়। আমার ভাইয়েরাও তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে কোয়ারেন্টিনে আছে। ফলে আমি একা পড়ে গিয়েছিলাম।"

মৃতের হার থেকে বোঝা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ এখনও এক নম্বরে, রাজ্য প্রশাসনকে তোপ রাহুলের

কলকাতা, ১৭ মে (হি স): করোনা আতঙ্কে ত্রস্ত দেশ থেকে শহর। এরই মাঝে সাংবাদিক সম্মেলন করে ফের রাজ্যকে তোপ বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার।"মৃতের হার থেকে বোঝা যাচ্ছে বাংলা এখনও এক নম্বরে" একহাত রাহুলের।

এই প্রসঙ্গে রাহুলবাবু আরও বলেন,"মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমার আবেদন অতীতে আপনাদের জেদের জন্য কেন্দ্রের বহু প্রকল্প এই রাজ্যে বাস্তবায়িত হতে পারেনি। যার ফল ভুগতে হচ্ছে এই রাজ্যের মানুষকে।কৃষক টাকা পায়নি। পশ্চিমবঙ্গ যাতে নিজের শক্তিতে উঠে দাঁড়ায় ভারত যাতে নিজের পায়ে দাঁড়ায় তার জন্যই প্যাকেজের সাথে বাংলাকে যুক্ত করুন। উন্নয়নের রাজনীতি বন্ধ করুন।এরকম অবস্থায় সংক্রমণকে লুকিয়ে মৃতদেহ গোপন করে যত্রতত্র মৃতদেহ পুড়িয়ে। সেই মৃতের হার থেকে বোঝা যাচ্ছে বাংলা এখনো এক নম্বরে। মহারাষ্ট্রে এত পরিমান সংক্রমণ হচ্ছে কিন্তু মৃত্যুর হার কিন্তু৩.৬ শতাংশ।গুজরাট পশ্চিমবঙ্গের থেকেও বেশি সংক্রমিত। কিন্তু সেখানে মৃত্যুর হার ৫.৫ শতাংশ।তামিলনাড়ু সেখানেও মৃত্যুর হার .৭। কিন্তু সব জায়গা থেকে পশ্চিমবঙ্গ একাই ৯ শতাংশ মৃত্যুর হার। এত সংক্রমণ এত মৃতদেহ লোপাট করার পরেও।মৃতদেহ লোপাটের কাহিনীতে যদি স্বচ্ছতা থাকতো আমি মনে করি সংখ্যা আরও বেশি বাড়তো। পশ্চিমবঙ্গের ঘনবসতি কথা মাথায় রেখে যদি এখনো পশ্চিমবঙ্গ সরকার করার ব্যাপারে সিরিয়াস না হয়।যদি রাজনৈতিক করনা মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় , সাম্প্রদায়িকতাকে যুক্ত করে তাহলে আগামী দিনে পশ্চিমবাংলার দুর্ভোগ অনেক বেশি। আমরা মনে করি রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে বন্ধ হোক"।

বিজ্ঞপ্তি না আসা পর্যন্ত রাজ্যে লকডাউন অব্যাহত, জানাল রাজ্য সরকাব

কলকাতা, ১৭ মে (হি স): করোনা আতঙ্কে ত্রস্ত গোটা বিশ্ব। আর তাই করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে তৃতীয় দফার লকডাউন। তবে আজ রবিবার তৃতীয় দফায় লকডাউনের শেষ দিন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও বিজ্ঞপ্তি আসেনি রবিবার টুইট করে জানাল রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর।

টুইট করে স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে লেখা হয়েছে, "এখনও পর্যন্ত লকডাউন সংক্রান্ত কোন আপডেটেড বিজ্ঞপ্তি আসেনি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না আসা পর্যন্ত যে নিয়ম কার্যকরী করা হয়েছে রাজ্যে সরকারের তরফে তেমনটাই অব্যাহত। আমরা আগামীকাল বিকেলে আমরা এ বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করব"।

ঘরজামাই

● **প্রথম পাতার পর**

আলী গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁসিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। গুরুতর আহত অবস্থায় বাড়ির লোকজন ও এলাকাবাসী মিলে তাকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

এইদিকে মৃত শফিকের মার অভিযোগ বিয়ের পর থেকেই ছেলে ও ছেলের স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা চলছিল। এলাকায় বহুবার বিচার হয় এই নিয়ে। ছেলের বৌ-এর সাথে এক যুবকের অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন ওনার ছেলেকে ছেলের বৌ এবং বৌ-এর সাথে অবৈধ সম্পর্ক থাকা যুবক মিলে হত্যা করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রেখেছে। কৈলাসহর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোঁকের ছায়া নেমে এসেছে।

অর্থমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

সংস্থা সুরক্ষা সামগ্রী তৈরি করছে।

অর্থমন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন, স্কুলশিক্ষায় 'ওয়ান নেশন ওয়ান চ্যানেল' প্রকল্প চালু হবে। অনলাইন ক্লাস নিচ্ছে স্কুলগুলি। বর্তমানে একটি প্ল্যাটফর্মে লাইভ সম্প্রচারের মাধ্যমে ক্লাস চলছে, আরও ১১টি এই প্লাটফর্ম যোগ করা হবে। স্কাইপের মতো প্ল্যাটফর্মে কথোপকথনের লাইভ সম্প্রচার করার চেষ্টাও চলছে। বেসরকারি কেবল অপারেটর সংস্থাগুলির সঙ্গে চুক্তি হয়েছে, যাতে টিভিতে ক্লাস সম্প্রচার করা যায়। কী ভাবে গরিবদের কাছে অনলাইন ক্লাস পৌঁছনো যায়, তার চেষ্টা চলছে। 'আরোগ্য সেতু' অ্যাপ বিপুল সাফল্য পেয়েছে মন্তব্য করে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'আরোগ্য সেতু' অ্যাপ-এর মাধ্যমে সরকার যেমন তথ্য পাচ্ছে, তেমনই সাধারণ মানুষও উপকৃত হচ্ছেন।

১০০ দিনের কাজ নিয়ে নির্মলার ঘোষণা, মনরেগা বা ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে বাজেটের বাইরেও আরও ৪০ হাজার কোটি অতিরিক্ত দেওয়া হবে। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে ৬১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল বাজেটে। পরিযায়ী শ্রমিকরা ঘরে ফেরার পর কাজে যাতে এই প্রকল্পে কাজ পান, তা দেখা হবে। কর্মদিবস আরও বাড়ানোর চেষ্টা হবে। নির্মলা আরও জানান, সরকারি ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণে সায় দেওয়া হতে পারে। 'স্ট্র্যাটেজিক সেক্টর'-এর একটি তালিকা তৈরি হবে। সেই তালিকা অনুযায়ী বেসরকারিকরণ ও সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত হবে। তবে চারটি সংস্থার বেশি সংস্থা সংযুক্তিকরণ হবে না।

রাজ্য সরকারগুলির আয় কমেছে, মন্তব্য করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, রাজ্য সরকারগুলির আয় কমেছে, তার জন রাজ্যগুলির ঋণ নেওয়ার পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে। রাজ্য ও কেন্দ্রের আয় ব্যাপক হারে কমেছে। কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে সাহায্যের কাজ করছে, যা আমাদের দায়িত্ব। ৪০ হাজার ৩৮ কোটি টাকা রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়েছে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল ৪২১৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে রাজ্যগুলিকে। রাজ্যগুলির ওভারড্রাফট নেওয়ার মেয়াদ ১৪ দিনের পরিবর্তে ২১ দিন করা হয়েছে।

পাঁচ শ্রমিক

আটের পাতার পর

করে নেতাজি নগর স্থিত অশ্বিনী স্মৃতি কমিউনিটি হলে সামনে রাখে। শ্রমিকদের দেওয়া হয় জল ও রুটি। শ্রমিকরা জানান তারা আগরতলা সার্কিট হাউজ এলাকায় মিস্ত্রির কাজ করতেন। লকডাউন এর কারণে কাজকর্ম থমকে যায়। ঠিকাদারের অধীনে কাজ করত তারা। বর্তমানে তাদের কোনো খোঁজ-খবর নেয় না। কি অবস্থায় বাধ্য হয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন তারা। শ্রমিকরা প্রশাসনের নজরে নিয়েও ধৈর্য হারিয়ে রবিবার গাড়ি করে তেলিয়ামুড়া পর্যন্ত আসে। এদিকে পুলিশ তাদের আবার আগরতলার উদ্দেশ্যে পাঠানোর জন্য উদ্যোগ নেয়।

ওড়িশা সরকারের

আটের পাতার পর

ইতিমধ্যেই পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল, বিকল্প জল সরবরাহ প্রভৃতি প্রস্তুত রাখার জন্য আগাম জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ত্রিপুরা পাড়ার বাসিন্দারা

আটের পাতার পর

অল্প সময়েরমধ্যে সকলে জল নিতে পারেনা বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। অপরদিকে গ্রামের অপরপ্রান্তের লোকজনেরা কুয়ারজল খেয়ে কোনোপ্রকার দিন কাটাচ্ছে। এলাকাবাসির দাবি এই এলাকায় একটি বড় আকারে জলের টেঙ্কি নির্মান করাহোক। যাতেকরে সকলে পানীয় জলের পাশাপাশি এই জল নিত্যপ্রয়জনীয় কাজে ব্যাবহৃত করতে পারে। এখন দেখার বিষয় এই এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমানে জল পৌঁছেদিতে প্রসাশন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

আরও বেশি ট্রেনের ব্যবস্থা করুক রাজ্য সরকার : সোমেন মিত্র

কলকাতা, ১৭ মে(হি. স.): রাজ্য সরকার আরও বেশি ট্রেনের ব্যবস্থা করুক। এই আবেদন জানিয়ে রবিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে চিঠি দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র। চিঠিতে তিনি ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের যত দ্রুত সম্ভব রাজ্যে ফিরিয়ে আনার আবেদন জানিয়েছেন।

একই সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে সোমেন বাবু লেখেন, 'সোনিয়া গান্ধীর রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরাতে ট্রেনের ব্যবস্থা করলে সে ক্ষেত্রে খরচা কংগ্রেস বহন করবে বলে জানিয়েছিলেন। এ বিষয়ে আমরা মুখ্যসচিব ও মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেও কোনও জবাব পাইনি।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'রাজ্য সরকারের সহযোগিতার অভাবে অনেক বেশি খরচ হচ্ছে এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের অনেক বেশি কস্ট হচ্ছে।

এডিসির

● **প্রথম পাতার পর**

কথা চিন্তা করে রাজ্যের মন্ত্রীসভা ষষ্ঠ তপশিলের নিয়ম মেনে আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। স্বশাসিত জেলা পরিষদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় সাংবিধানিক মতে রাজ্যপালের কাছে ক্ষমতা চলে যায় এইদিন। রাজ্যপালের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার পর রাজ্যপাল স্বশাসিত জেলা পরিষদে যেন অচলাবস্থা তৈরি না হয় তার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসাবে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্য সচিব জি.কে রাও-কে নিযুক্ত করেন রাজ্যপাল।

১৯৬৪ জন

● **প্রথম পাতার পর**

৩৭৫ জন রয়েছে শিশু। সকলকে খাবার ও জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। জিরানিয়া রেল স্টেশন থেকে রওয়ানা হওয়া ট্রেনটি লামডিং গিয়ে দারাবে। সেখানে রেল দপ্তরের পক্ষ থেকে সকলের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিম জেলার জেলা শাসক আরও জানান বাকি পরিযায়ী শ্রমিকদেরকেও পর্যায়ক্রমে নিজ নিজ রাজ্যে পাঠানো হবে।

এলাকাবাসী

● **প্রথম পাতার পর**

তারা এলাকার কোন একজনের দারস্থ হতে আসেন।

কিন্তু ১৩ জনের প্রদেয় পরিচয় পত্র যাচাই করতে পুলিশ তাদের নিজেদের হেপাজতে নেয়। স্থানীয়দের বক্তব্য তাদের গতিবিধি সন্দেহ জনক। তাই পুলিশের গোচরে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে শ্রমিকদের বক্তব্য লক ডাউনে তাদের ব্যবস্থা বন্ধ। তাই বাধ্য হয়ে ঘরে ফিরতেই উদ্যোগ নেন তারা। স্থানীয় একজনের কাছে এসেছিলেন তাদের ঘরে ফেরার ব্যবস্থা করে দিতে।

রেল

● **প্রথম পাতার পর**

১৩০৫ জন ত্রিপুরার নাগরিককে নিয়ে আগামীকাল ট্রেন রওয়ানা দেব। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার দুই নাগরিক করোনা আক্রান্ত হওয়ায় ইতিপূর্বে ট্রেন বাতিল করা হয়েছিল। তিনি আরও জানান, তামিলনাড়ু থেকে প্রথম ট্রেন এবং কর্ণাটক থেকে দ্বিতীয় ট্রেন সোমবার দুই সহস্রাধিক ত্রিপুরার নাগরিকদের নিয়ে পৌঁছাবে। তিনি বলেন, আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে দশজনের অধিক ডাক্তার, দশটি স্ক্রিনিং পয়েন্ট, কুড়িজন ল্যাব টেকনিসিয়ান এবং দশজন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর মেতায়েন করা হবে। স্টেশনে চারটি হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। তিনি জানান, ভীড় এড়ানোর জন্য যে ট্রেন দেরিতে পৌঁছবে সেটি জিরানীয়া স্টেশনে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। তিনি জানান, তামিলনাড়ু থেকে আসা ট্রেনটি দুই ঘন্টা বিলম্বে চলছে।

এদিকে, সোমবার আগরতলা থেকে একটি স্পেশাল ট্রেন দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে।

কারফিউ

● **প্রথম পাতার পর**

সংক্রমণ। দেশজুড়ে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৯০ হাজার ২৭ জন।

মোট আক্রান্তের মধ্যে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮৭২-এ। সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩৪ হাজার ১০৯ জন এবং দেশে বর্তমানে অ্যাক্টিভ কেস রয়েছে ৫৩ হাজার ৯৪৬ টি। স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রে এখবর সামনে এসেছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১২০ জনের।

দেশের মধ্যে এখন পর্যন্ত সর্বাধিক করোনা সংক্রামিত রাজ্য মহারাষ্ট্র। সেখানে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। শনিবারি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন কমপক্ষে ১৬০৬ জন মানুষ। যার জেরে মহারাষ্ট্রে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা পার করে ফেলেছে ৩০ হাজারের গণ্ডি। দেশের মধ্যে এই রাজ্যেই করোনা সংক্রমণ ও মৃতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। শেষ ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৬৭ জনের।

এই অবস্থায় দেশজুড়ে লকডাউনের মেয়াদ আরও বাড়বে তা জানাই ছিল। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী চতুর্থ দফার লকডাউনের কথা আগেই জানিয়েছিলেন। তাই প্রত্যাশিতই ছিল।

লাঠিচার্জ

● **প্রথম পাতার পর**

সদরের অতিরিক্ত মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস জানান নন্দন নগর একটি বেসরকারি স্কুলের পাশে সড়কের ধারে অস্থায়ী বাজার বসাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা।

তবে আইন সকলের জন্য সমান। বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে বাজারের ব্যবসায়ী ও স্থানীয়দের বক্তব্য রাস্তার ধারে বাজার নিয়ে বসতে তাদের স্কুলের একজন নিষেধ করেন। এই নিয়ে রবিবার ব্যবসায়ীরা ব্যবস্থা বন্ধ রাখতে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু সকল ব্যবসায়ীদের কাছে সেই আহ্বান জানানো হলেও একটা অংশ বাজার নিয়ে বসতে যায়। তাদের কাছে অনুরোধ জানানো হয় এদিন ব্যবস্থা না করার জন্য। এই নিয়ে ঝামেলা তৈরি হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে বিষয়টির সমাধানে দাবি জানায় তারা।

পুলিশের

● **প্রথম পাতার পর**

গাড়িকে ওভারটেক করছিল।

আর তখনই শুরু হয় পুলিশের গুন্ডামি। চুড়াইবাড়ি থানার এক পুলিশ অফিসার সহ কর্তব্যরত টিএসআর জওয়ানরা লরিচালক সুশান্ত সরকারকে মারধোর করে। তখন সে পুলিশকে না মারার অনুরোধ জানালেও কে শুনে কার কথা। আহত লরি চালক সুশান্ত জানায় তার কোন কথাই পুলিশ শুনতে রাজি নয় বরং জোয়ানদের গুন্ডামি যেন আরও বেড়েই চলছে। তার কোমর ও পায়ে বেধড়ক মারধর করে তারা। কিন্তু তার অপরাধ সে অন্য গাড়িকে ওভারটেক করতে চেয়েছিল। টিএসআরের মারে সঙ্গে সঙ্গেই আহত হওয়ায় অন্যান্য চালকরা তাকে শনিছড়া প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সে আর গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছিল না। তখন অন্য একজন চালক তার গাড়িটি চালিয়ে নিয়ে যায় আসামে। আহত লরি চালকের বাড়ি কুমারঘাটের আশ্রমপল্লী এলাকায়।

সে জানায় আজ দুইদিন ধরে চুরাইবাড়িতে লাইনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় গাড়ি নিয়ে।যার কারণে রান্না করে খাবার পর্যন্ত খেতে পারছেনা। সে গাড়ি নিয়ে আসামের শিলচরের বড়লাতে এলপিজির প্লান্টে যাচ্ছিল। কিন্তু পুলিশ ও টিএসআরের এহেন ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন চালকরা। তারা জানায় চলতি লকডাউন সময়ে উজ্জ্বলা যোজনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার কারণে তাদের প্রতিদিন গাড়ি চালাতে হচ্ছে। তার উপর পুলিশ ও টিএসআরের অত্যাচার শুরু হলে তারা ধর্মঘটের ডাক দেবে। এই নিয়ে আজ চালকদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করে।

অভিশাপের নাম প্রথম বলেই উইকেট ! শাপমোচন নাথান লায়নের আঙুলে

প্রভাত কি সব সময় দিনের সঠিক পূর্বাভাস দেয়? কখনো দেয়, কখনো দেয় না। ক্রিকেটও এমনই। দুঃস্বপ্নের মতো শুরুর পরও যেমন আলো ছড়ানোর গল্প আছে, তেমনি হইচই ফেলে দেওয়া আবির্ভাবের পর পথ হারিয়ে ফেলারও। এসব গল্প নিয়েই নতুন এই ধারাবাহিক শুরু করলেন উৎপল শুভ্র

টেস্ট ক্রিকেটে নাথান লায়নের প্রথম বলটা ইউটিউবে একটু আগেই আবার দেখে নিলাম। প্রথম বলেই উইকেট, সেটিও আবার কুমার সাঙ্গাকারার! সাঙ্গাকারা বলেই ব্যাটসম্যানের নামটা বলা, নইলে ব্যাটসম্যান কে, তাতে কিই-বা আসে যায়! প্রথম বলে উইকেট তো প্রথম বলে উইকেটই, ১১ নম্বর ব্যাটসম্যানকে আউট করে পেলেও সেটির আনন্দ কম হয় নাকি! ২০১১ সালে গল টেস্টে লায়নের আনন্দ আর তাঁকে ঘিরে অস্ট্রেলিয়ান সতীর্থদের বাঁধনহারা উদযাপন আবার দেখতে দেখতে মনে পড়ল, এই দৃশ্যটাই টেলিভিশনে "লাইভ" দেখার কী মনে হয়েছিল! নাথান লায়নের জন্য একটু মায়াই হয়েছিল, এই রে, ছেলেটার সর্বনাশ হয়ে গেল!

"ছেলেটা" পড়ে অবাক হবেন না। মুন্ডিত মস্তক লায়নকে এখন যেমন ত্রিকালদর্শী এক প্রবীণের মতো দেখায়, তখন তিনি এমন ছিলেন না। নাথান লায়নের মাথায় তখনো চুল ছিল। ছেলেটা বলার রহস্য না হয় বোঝা গেল, কিন্তু প্রথম বলে উইকেট পেয়ে যাওয়ায় লায়নের জন্য মায়া হবে কেন? ক্রিকেট ইতিহাসের একটু মনোযোগী পাঠক হলে এই প্রশ্নের উত্তর আপনার জানা থাকার কথা। যে ইতিহাস বলছে, টেস্টে প্রথম বলেই উইকেট উজ্জ্বল এক ক্যারিয়ারের নিশ্চয়তা তো নয়ই, বরং এক অভিশাপ!

নাথান লায়নকে দিয়ে লেখাটা শুরু করার কারণ, সেই শাপমোচনের কাজটা তাঁর চেয়ে ভালো আর কেউ করতে পারেননি। ৯৬ টেস্টে ৩৯০ উইকেট নিয়েঅস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে সফলতম অফ স্পিনার। এই অর্জন অবশ্য অনেক আগের। হিউ ট্রাম্বলের ১৪১ উইকেটকে পেছনে ফেলেছেন সেই ২০১৫ সালে।সেদিন থেকেই টিমমেটরা তাঁর ওঞ্জ বলে ডাকতে শুরু করে। এই নামকরণে থুতনিতে দাড়ির কোনো ভূমিকা নেই। ওঞ্জ মানে গ্রেটেস্ট অব অল টাইম!

এটা হয়তো একটু অতিশয়োক্তিই। কারণ লায়নের আগে শেন ওয়ার্ন ও মুত্তিয়া মুরালিধরন নামে দুজন স্পিনার ছিলেন। তবে ওয়ার্ন-মুরালি কেউই টেস্টক্রিকেটে তাঁদের প্রথম বলে উইকেট পাননি। প্রথম ইনিংসেই ৫ উইকেটও না। না পাওয়ায় হয়তো একটু স্বস্তিই পেয়েছিলেন। ওই যে বললাম, টেস্টে প্রথমবলে উইকেট মানেই অভিশাপ! নাথান লায়নের আগে ১৬ জন বোলার এমন অবিস্মরণীয় শুরুর আনন্দে ভেসেছেন। লায়নের পরে আরও তিনজন। এই ১৯জনের মধ্যে মাত্র দুজন ছাড়া আর কারও ক্যারিয়ারই বলার মতো কিছু নয়। পাঁচজন তো দ্বিতীয় টেস্ট খেলারই সুযোগ পাননি!

সেই পাঁচজনের সঙ্গে আগে পরিচয় করিয়ে দিই। অস্ট্রেলিয়ার আর্থার কনিংহাম, নিউজিল্যান্ডের ম্যাথু হেন্ডারসন ও হোরেস স্মিথ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফ্রান্সিস জনসনের দলে একেবারে সাম্প্রতিক সংযোজন দক্ষিণ আফ্রিকার হার্ডাস ভিলিয়ন। টেস্টে প্রথম বলে উইকেট নেওয়ার সর্বশেষ কীর্তিও ভিলিয়নের।জোহানেসবার্গে টেস্ট অভিষেকে ব্যাটিং করতে নেমে প্রথম বলেই চার মেরেছেন, পরে বোলিংয়ে এসে প্রথম বলেই উইকেট। সেই উইকেটটিও ইংল্যান্ড অধিনায়ক অ্যালিস্টার কুকের। একমাত্র টেস্টের মতো এটিও হয়ে আছে ভিলিয়নের একমাত্র উইকেট। দক্ষিণ আফ্রিকায় এত পেসারের ভিড়ে আর সুযোগ পাবেন না বুঝতে খুব বেশি সময় লাগেনি। সম্পর্কে ফাফ ডু প্লেসিসের বোনজামাই ভিলিয়নের টেস্ট অভিষেক ২০১৬-এর জানুয়ারিতে, সে বছর ডিসেম্বরেই ডার্বিশায়ারের সঙ্গে কলপ্যাক চুক্তি করে ফেলেন।

কনিংহামকে নিয়ে কথা বলার আগে একটা বিভ্রান্তির কথা জানানো উচিত। সারা জীবন জেনে এসেছি, টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম বলে উইকেট নেওয়া প্রথম বোলার অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি পেসার। এ নিয়ে একাধিক লেখা তো লিখেছিই, অন্য অনেক লেখায়ও এর উল্লেখ করেছি। কী আশ্চর্য, ইদানীং আবার সব রেকর্ডে দেখছি, আর্থার কনিংহাম আসলে দ্বিতীয়, টেস্টে প্রথম বলে উইকেট নেওয়ার প্রথম কীর্তিটা অস্ট্রেলিয়ারই টম হোরানের! সোয়া শতাব্দীরও বেশি আগের ঘটনা, এটা তো কাউকে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার ব্যাপার নয়। প্রথম দিকের অনেক টেস্ট

ম্যাচের খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধও নেই।ইতিহাস খুঁড়ে এখনো অনেক কিছু বের করে যাচ্ছেন ক্রিকেট ইতিহাসবিদরা। টম হোরানেরটাও কি তাহলে এমনই কোনো আবিষ্কার! হবে হয়তো।

সব রেকর্ডই যখন হোরানের কথা বলছে, তখন এতদিনের জানাটা ভুল মেনে নিয়ে এটাকেই সত্যি বলে ধরে নিতে হচ্ছে। যে রেকর্ড বলছে, ১৮৮৩ সালেরজানুয়ারিতে সিডনিতে ইতিহাসের দ্বাদশ টেস্ট ম্যাচে প্রথম বলেই উইকেট নিয়েছিলেন হোরান। এর এগার বছর পর মেলবোর্নে আর্থার কনিংহাম যেটির পুণরাবৃত্তি করেন। এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বলে টম হোরান একটু হলেও বাড়তি মনোযোগ দাবি করেন। হোরান যত না বোলার ছিলেন, তার চেয়ে বেশি ব্যাটসম্যান। টেস্টে তাঁর সেঞ্চুরিও আছে। ১৫ টেস্টে নিয়েছেন ১১ উইকেট। প্রথম নয় টেস্টে বোলিংই করেননি, সিডনির ওই টেস্টের প্রথম ইনিংসেও না।দ্বিতীয় ইনিংসে বল হাতে নিয়েই উইকেট। এরপর থেকে মোটামুটি অলরাউন্ডারের ভূমিকায়। অলরাউন্ডার তিনি সর্বার্থেই ছিলেন। ক্রিকেট নিয়ে লিখতে শুরুকরেছেন খেলোয়াড়ি জীবনেই। খেলা ছাড়ার পর আরও স্রোতস্বিনী তাঁর কলম। টানা ৩৭ বছর অস্ট্রেলেশিয়ান (এখনকার দ্য অস্ট্রেলিয়ান-এর পূর্বসুরি) পত্রিকায় "ক্রিকেট চ্যাটার" নামে একটা কলাম লিখে গেছেন। লেখালেখি করেছেন অন্য পত্রিকাতেও। বইও লিখেছেন বেশ কটি। ক্রিকেট লেখক হিসাবে পাইওনিয়ারই বলা যায়। এত বছর পরও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয় তাঁর নাম। বলা যায়, ক্রিকেটারের চেয়েও এই পরিচয়ে আরও বেশি বিখ্যাতটম হোরান।

প্রথম বলে উইকেট পাওয়ার পরও যাঁরা "ওয়ান টেস্ট ওয়ান্ডার" হয়ে আছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। আর্থার কনিংহাম প্রথম বলেই আউট করেছিলেন সে সময়ের বিখ্যাত ইংলিশ ব্যাটসম্যান আর্চি ম্যাকলারেনকে। যেটি ১৮৯৪ সালে সেই মেলবোর্ন টেস্টেরও প্রথম বল। কনিংহামের আগে কেউ টেস্টের প্রথম বলে উইকেট পাননি। সেই টেস্টে উইকেট পেয়েছেন আর একটিই। কনিংহামের যে কাণ্ডকীর্তির যেসব নমুনা দেখলাম, তাতে এক টেস্টেই তাঁর ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাওয়া নিয়ে বিস্ময়ের কিছু নেই। বরং আদৌ যে টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন, এটাকেই বিস্ময় বলে মনে হয়। বর্ণময় এক চরিত্র, একটু খ্যাপাটেও। একবার এক ম্যাচে আউটফিল্ডে ফিল্ডিং করার সময় বেশি ঠাণ্ডা লাগছে বলে শরীর গরম করতে সংবাদপত্র জ্বালিয়ে নিয়েছেন। গির্জার এক পাদ্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক রাখার। প্রতারণার দায়ে জেল খেটেছেন। শেষ জীবন কেটেছে এক মানসিক হাসপাতালে। একমাত্র যে টেস্টটি খেলেছেন, সেটিও নিষ্কলঙ্ক নয়। দ্বিতীয় ইনিংসে আম্পায়ার নো বল ডাকায় খেপে গিয়ে বিমার মেরেছেন ম্যাকলারেনকে।

এক টেস্ট খেলায় কনিংহামের চার সঙ্গীর মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা বলতে হয় ফ্রান্সিস জনসনকে। কনিংহামের মতো তিনিও বাঁহাতি পেসার। তাঁকে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে দেয়নি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৩৯ সালে ওভালে জীবনের প্রথম টেস্টটিই হয়ে থাকে তাঁর শেষ ফার্স ক্লাস ম্যাচ। যেটিতে নিয়েছিলেন ৩ উইকেট, যাঁর একটি স্যার লেন হাটনের। টেস্টে প্রথম বলে উইকেট নেওয়ার আগে উস্টারে সেই সফরে তাঁর প্রথম বলেও উইকেট নিয়েছিলেন জনসন।

ভিলিয়নের মতো হোরেস স্মিথেরও প্রথম বলে নেওয়া উইকেটটিই টেস্ট ক্যারিয়ারে একমাত্র উইকেট। ফার্স ক্লাস ক্যারিয়ারই খুব সংক্ষিপ্ত। ১৯৩১-এ শুরুহয়ে ১৯৩৪-য়েই শেষ। ম্যাথু হেন্ডারসন স্বপ্নের মতো শুরুর পর আরও একটি উইকেট পেয়েছিলেন, তবে তাঁর প্রথম বলে উইকেট নেওয়ার কীর্তি আড়ালে চলে যায় অভিষিক্ত আরেক বোলার এর চেয়ে অনেক বড় ঘটনা ঘটিয়ে ফেলায়। ইংলিশ পেসার মরিস অ্যালম শুধু হ্যাটট্রিকই নয়, গড়েন পাঁচ বলে চারউইকেট নেওয়ার প্রথম কীর্তিও। ১৯৩০ সালের সেই টেস্টে অবশ্য অভিষেকের ছড়াছড়িই ছিল। নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট ম্যাচ বলে সেই দলের ১১ জনেরই অভিষেক, ইংল্যান্ডের পক্ষেও অভিষেক হয়েছিল ছয়জনের। নিউজিল্যান্ডের টেস্ট স্ট্যাটাসটা হেন্ডারসনের জন্য একটু দেরিতেই এসেছিল। বয়স ৩৫ বছরহয়ে গেছে তখন, অবসর নিয়ে ফেলেন আর মাত্র তিনটি ম্যাচ খেলেই।

টেস্টে প্রথম বলে উইকেট নেওয়া বোলারদের তালিকায় সর্বশেষ দুটি নামই দক্ষিণ আফ্রিকান। হার্ডাস ভিলিয়নের আগে ড্যান পিট। ২০১৪ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হারারেতে অভিষেক টেস্টে দুই ইনিংসেই ৪টি করে উইকেট এই অফ স্পিনারের। অভিষেকে দক্ষিণ আফ্রিকান কোনো স্পিনারের সেরা বোলিংয়েররেকর্ড গড়ার পর ভারতের বিপক্ষে পরের টেস্টের প্রথম ইনিংসে আবারও ৪ উইকেট। গত বছর আরেকটি ভারত সফরে উল্টো অভিজ্ঞতাও হয় তাঁর। এক সিরিজে সবচেয়ে বেশি ছক্কা (২০) খাওয়ার রেকর্ড করে ফেলেন। সেটিই হয়তো ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ফেলে দিয়ে থাকবে। ৯ ম্যাচেই টেস্ট ক্যারিয়ারের সমাপ্তি টেনে কদিন আগে তাই মার্কিন মুলুকে পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। সেখানে গিয়েও অবশ্য ক্রিকেটই খেলবেন। ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ খেলার খুব ইচ্ছা, যেটি দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকলে পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। যুক্তরাষ্ট্র ওয়ানডে স্ট্যাটাস পাওয়ায় বিশ্বকাপে যাওয়ার সুযোগ আছে। পিটের সিদ্ধান্তে বড় অনুঘটকের কাজ করেছে এটিও।

বাংলাদেশের কোনো বোলার টেস্টে প্রথম বলে উইকেট পাননি এখনো। তবে বাংলাদেশের বিপক্ষে পেয়েছেন একজন। ২০০২ সালে মোহাম্মদ আশরাফুলকে আউট করে চামিলা গামাগে। এরপর আর খেলেছেন আর একটি টেস্টই। উইকেট মোটে পাঁচটি, তাঁর পুরো নামটি লিখতে এর চেয়ে একটি শব্দ বেশি লাগে----মাতেরবা কানাথা গামাগে চামিলা প্রেমনাথ লক্ষ্মীথা!

একটি টেস্ট বেশি খেলেও ভারতের নিলেশ কুলকার্নির গল্পটা আরও করুণ। ১৯৯৭ সালে কলম্বোর সিংহলিজ ক্রিকেট ক্লাব মাঠে মারভান আতাপাত্তুকে আউট করার পর সেই টেস্টেই প্রথম বলে উইকেট পাওয়ার "মজা"টা টের পেয়ে যান এই বাঁহাতি স্পিনার। এরপরই জয়াসুরিয়া ও মহানামার ৫৭৬ রানের বিশ্বরেকর্ড জুটি। এক সময় ছিল এক বলে এক উইকেট, দ্বিতীয় উইকেটটি পেতে কুলকার্নিকে বোলিং করতে হয়েছে আরও ১২২.৫ ওভার। সেটিও তাঁর তৃতীয়টেস্টে। দ্বিতীয় টেস্টটিতে বৃষ্টির কারণে বোলিং করারই সুযোগ পাননি। টেস্টের সংখ্যা তিন তাই শুধু কাগজে-কলমেই। কুলকার্নি হয়তো প্রথম বলে উইকেট পাওয়ার গল্পটা কাউকে বলেনও না। ৩ টেস্টে ১৬৬ গড়ে ২ উইকেট---এই ক্যারিয়ার রেকর্ড নিয়ে কি আর প্রথম বলে উইকেট পাওয়া নিয়ে গর্ব করা যায়!

নাথান লায়নের আগে প্রথম বলে উইকেট পাওয়া যে দুজন বোলার ক্যারিয়ার নিয়ে গর্ব করতে পারেন, তাঁদের কথা বলে লেখাটা শেষ করি। মরিস টেট ও ইন্তিখাব আলম। ৩৯ টেস্টে ১৫৫ উইকেট টেটের। ইংল্যান্ডের সর্বকালের সেরা মিডিয়াম পেসার হিসাবে নমস্য হয়ে আছেন আজও। ক্রিকেটে বাবা-ছেলের সবচেয়ে বিখ্যাত গল্পটার শেষ অংশটুকুর রূপকারও তিনি। বাবা ফ্রেড টেটও ছিলেন মিডিয়াম পেসার, টেস্ট খেলেছেন একটিই। ১৯০২ সালে ওল্ড ট্রাফোর্ডে নাটকীয় সেই টেস্টে ফিল্ডিংয়ের সময় পরে নির্ধারক হয়ে ওঠা ক্যাচ ফেলেছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে শেষ ব্যাটসম্যান হিসাবে যখন ব্যাটিং করতে নামছেন, ইংল্যান্ডের জয়ের জন্য লাগে আর ৮ রান। একটি চার মেরে প্রয়োজনটা অর্ধেকে নামিয়ে আনার পর বোল্ড হয়ে যান ফ্রেড।৩ রানে পরাজয়ের দু:খে পরে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "বাড়িতে আমার ছোট্ট একটা ছেলে আছে। একদিন ও এই পরাজয়ের শোধ নেবে।" মরিস টেট সত্যিই তা নিয়েছিলেন।

ইন্তিখাব আলমের অনেক পরিচয়। ব্যাটিংটাও ভালোই পারতেন এই লেগ স্পিনার। ৪৭ টেস্টে ১২৫ উইকেটের পাশাপাশি ১টি সেঞ্চুরি ও ৮টি ফিফটিসহ ১৪৯৩ রান অলরাউন্ডার হিসাবেই চিনিয়ে দেয় তাঁকে। পাকিস্তানের অধিনায়কত্ব করেছেন, কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন বেশ কয়েক দফায়। আন্তর্জাতিকক্রিকেটে পেশাদার কোচের ধারণা শুরু তাঁকে দিয়েই। টেস্টে প্রথম বলে উইকেট পাওয়ার অভিজ্ঞতাটা শোনার সুযোগ হয়েছে তাঁর মুখ থেকেই। ১৯৫৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে করাচিতে সেই টেস্টটি খেলা হয়েছিল ম্যাটিং উইকেটে। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার মিনিট পনের বাকি থাকতে অধিনায়কফজল মাহমুদ বল করতে ডাকেন তাঁকে। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের তখন মাত্র শুরু, একটু আগেই উদ্বোধনী জুটিটা ভেঙেছে। বাকিটুকু শুনুন ইন্তিখাবের মুখেই, "সে সময় আমি প্রথম দু"তিনটি বল করতাম মিডিয়াম পেসারের মতো। লেগ ব্রেক করতে গিয়ে শর্ট বা লং হপ দিয়ে ফেলতে পারি, এই ভয়ে। ফজল মাহমুদও এটা জানতেন। কেন যেন তিনি আমাকে বলে দেন, প্রথম বলটাই লেগ ব্রেক করো। তিনি এটা না বললে হয়তো আমি প্রথম বলে উইকেট পেতামনা। আমি লেগ ব্রেকই করলাম। প্রায় নতুন বল, এ কারণেই ম্যাটে পড়ে ছিটকে গেল। মাকডোনাল্ড (অস্ট্রেলীয় ওপেনার। কাট খেলতে খুব পছন্দ করত। কাট খেলতে গিয়েই বোল্ড হয়ে গেল। এর পরের দৃশ্যটা আমার এখনো বিশ্বাস হতে চায় না। প্রায় কানায় কানায় ভরা করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়াম উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে! আমার মনে হচ্ছিল, এটা স্বপ্ন না সত্যি!"এত যে খুশি হয়েছিলেন, প্রথম বলে উইকেট পাওয়ার "অভিশাপ" সম্পর্কে জানতেন না? ইন্তিখাব হেসে বলেছিলেন, "তখন কি আর এত কিছু জানতাম নাকি! অনেক পরে জানার পর মনে হয়েছে, তখন না জানাটা ভালোই হয়েছে।"এখন অবশ্য কেউ জানলেও কোনো সমস্যা নেই। চোখের সামনে শাপমোচনের রাজকুমার নাথান লায়ন আছেন না!

আফ্রিদিকে 'বাংলাদেশ' মনে করিয়ে দিলেন গম্ভীর

"পৃথিবী এখন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত। কিন্তু মোদীর মনে এর চেয়েও বড় রোগ বাসা বেঁধেছে।" কথাটা শহীদ আফ্রিদির। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের একটি গ্রামে গিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের সাবেক এ অধিনায়ক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে এ ভিডিও।গ্রামবাসী উদ্দেশে আফ্রিদি বলেছেন,"আপনাদের এই সুন্দর গ্রামে এসে খুব ভালো লাগছে।বহুদিন ধরে এখানে আসার কথা ভাবছিলাম।"

এরপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাক করে সাবেক এ অলরাউন্ডার বলেন, "পৃথিবী এখন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত। কিন্তু মোদীর মনে এর চেয়েও বড় রোগ বাসা বেঁধেছে। কাশ্মীরে তিনি ৭ লাখ সেনা মোতায়েন করেছেন। এটা পাকিস্তানি সেনাসংখ্যার সমান।"খুব স্বাভাবিকভাবেই এ মন্তব্য ভারতীয়দের ভালো লাগার কথা না। ভারতের সাবেক ওপেনার ও লোকসভার সদস্য গৌতম গম্ভীর এ নিয়ে তুমুল সমালোচনা করেছেন আফ্রিদি ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের। আফ্রিদি কিছু বললে বরাবরই এর কঠোর জবাব দিয়ে থাকেন গম্ভীর। ভারত-পাকিস্তান বৈরি রাজনৈতিক সম্পর্ক তাদের খেলার মাঠেও অনূদিত হয়েছে ভালোই। এবার টুইটারে সমালোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রসঙ্গও টানলেন গম্ভীর, "২০ কোটি লোকের সমর্থনপুষ্ট পাকিস্তানের সেনাসংখ্যা ৭ লাখ, বলেছে ১৬ বছরের বালক শহীদ আফ্রিদি। এরপরও তারা ৭০ বছরের জন্য কাশ্মীর ভিক্ষা চাইছে। আফ্রিদি, ইমরান ও বাজওয়ার মতো ভাঁড়রা ভারত ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতি বিষ ছুঁড়ে পাকিস্তানিদের বোকা বানাতে পারে, কিন্তু শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তারা কাশ্মীর পাবে না। বাংলাদেশকে মনে আছে?"

শুধু গম্ভীর নন, ভারত জাতীয় দলের ক্রিকেটার হরভজন সিং-ও সমালোচনা করেন আফ্রিদির। করোনাভাইরাস প্রতিরোধে আফ্রিদির ফাউন্ডেশনে সাহায্য করার জন্য কিছুদিন আগে অনুরোধ করেছিলেন হরভজন ও যুবরাজ সিং। কিন্তু আফ্রিদির এ মন্তব্যের পর হরভজন তাঁর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবেন না বলে মনস্থির করেছেন। "ইন্ডিয়া টুডে"কে হরভজন বলেন, "ভারত এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিয়ে আফ্রিদি যা বলেছে, ভীষণ হতাশাজনক। এটা মেনে নেওয়া যায় না। এখন থেকে শহীদ আফ্রিদির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে নিজের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ত্রাণ কার্যক্রম চালাচ্ছেন আফ্রিদি। এর আগে মুশফিকুর রহিমের ব্যাট নিলামে ১৭ লাখ টাকায় কিনে নেন তিনি।

অন্যের খাবার পৌঁছে নিজের খিদা মেটাচ্ছেন তিনি

করোনা মহামারির মধ্যে খেলাধুলা তো বটেই দৈনন্দিন কাজ-কর্মও বন্ধ। দেশের পেশাদার ক্রীড়াবিদদের দিনগুলো তাই মোটেই ভালো কাটার কথা নয়। মফস্বল শহরে খোঁজ নিলে হয়তো জানা যাবে, ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে নিজের খেলাধুলার সরঞ্জাম বেচে জীবন নির্বাহের কিছু একটা জুটিয়ে নিয়েছেন স্থানীয় কেউ।

মিয়াকি জাপানে যেন-তেন কেউ নন। তিনি অলিম্পিক ফেন্সার, পদক জিতেছেন লন্ডন অলিম্পিকে। করোনার জন্য স্থগিত হয়েছে এ বছর টোকিও অলিম্পিক। অনুশীলন থেকে শুরু করে প্রায় সব কিছুই বন্ধ। কাজ-কর্ম কিছু করে তো খেতে হবে! ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে মিয়াকি তাই বেছে নিয়েছেন অভিনব এক পথ।

মিয়াকি সাইকেলে করে অন্যের বাসায় পৌঁছে দিচ্ছেন খাবার। ফেন্সিংয়ের জন্য নিজের ধাতব মুখোশ ও তলোয়ারের (ফয়েল) বিনিময়ে একটি সাইকেল জোগাড় করেছেন তিনি। অ্যাপসভিত্তিক খাবার সরবরাহ প্রতিষ্ঠান টোকিও উবারইটস-এ নাম লিখিয়েছেন ডেলিভারিম্যান হিসেবে।

২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে দলগত ফয়েল ইভেন্টে রৌপ্য পদক জিতেছিলেন মিয়াকি। এবার ঘরের মাঠে অলিম্পিকে সোনা জিততে মুখিয়ে ছিলেন ২৯ বছর বয়সী ফেন্সার। কিন্তু সব গুবলেট করে দিল করোনাভাইরাস। এই সংকটকালীন সময়ে মিয়াকি কিন্তু নিজের নতুন পেশায় অখুশি নন। অনুশীলন বন্ধ থাকায় একদিকে যেমন শারীরিক কসরত হচ্ছে, তেমনি টাকা উপার্জন করে নিজেও দুটো খেয়েপরে বাঁচতে পারছেন।

সংবাদসংস্থা এএফপিকে মিয়াকি বলেন, "দুটো কারণে এই কাজ বেছে নিয়েছি। ভবিষ্যতে নানা সফর আছে। সেজন্য খরচ আছে এবং নিজেকেও চলতে হবে। আর শারীরিকভাবে নিজেকে ফিট রাখা। কত টাকা উপার্জন করছি তা ফোনে দেখি। সংখ্যাগুলো আমার কাছে শুধুই টাকা নয়। আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা।"

জাপানের সংবাদমাধ্যমগুলো মিয়াকিকে উপস্থাপন করেছে গরীব অপেশাদার হিসেবে। যদিও তাঁর তিনটি কর্পোরেট স্পন্সরশিপ রয়েছে। এই সংকটের মুহূর্তে স্পনসরদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়াটা অন্যায় মনে হয়েছে মিয়াকির, তাই নিজেই আয় করতে নেমেছেন। জাপানের এই ফেন্সার নিজের জন্য নিজেই লড়ছেন। দিনে ২০০০ হাজার ইয়েন বা ১৮ ডলারের একটু বেশি আয় করতে পারছেন তাঁর নতুন পেশায়।

মিয়াকি কবে অনুশীলন শুরু করতে পারবেন জানেন না। উবারে দূরবর্তী কোনো জায়গা থেকে অর্ডার এলে খুশি হন তিনি, "হিলি আকাসাকা বা রোপোঙ্গি থেকে অর্ডার এলে বেশ ভালো (ফিটনেস ঠিক রাখার) অনুশীলন হয়।" গত বছর বিশ্ব ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ১৩তম হন মিয়াকি। এ প্রতিযোগিতায় জাপানের ফেন্সারদের মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিং।

মিয়াকির মতে, "জীবন বাঁচানো সমস্যা হয়ে দাঁড়ালে খেলাধুলা ও সংস্কৃতি পরে প্রাধান্য পায়। খেলা না থাকলে আমি কীভাবে বাঁচব? এটা নিয়ে ভাবছিলাম। ফেন্সিং ভালোবাসি। বাড়ির দেয়ালকে কল্পিত প্রতিপক্ষ বানিয়ে অনুশীলন করি। সামনে খেলা শুরু হলে নানা জায়গায় ভ্রমণের খরচ আছে। সেজন্যই (টাকা জমাতে) এটা করছি।"

করোনায় দেয়াল খুঁটে খেয়েছিলেন ক্ষুধায়

করোনাভাইরাসের সংক্রমণে পৃথিবীতে অনেক কিছুই ঘটছে, যা আগে কখনো কল্পনা করা যায়নি। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতিগুলো ভেঙে পড়ছে। স্বাস্থ্যসেবায় এগিয়ে থাকা দেশগুলোও হিমশিম খাচ্ছে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হতে। আর করোনা সংক্রমণ এড়াতে মানুষ যা করছে তার প্রভাব পড়ছে তাদের মানসিকতায়। তেমনই এক উদাহরণ দিলেন মারিও বালোতেল্লি।

ইতালিতে মার্চেই কোয়ারেন্টিন শুরু হয়েছে। এ সময়টায় ক্লাবে খেলার কারণে ব্রেসিয়াতে ছিলেন বালোতেল্লি। ইতালিয়ান ফরোয়ার্ডের পরিবার ছিল ইতালির অন্য শহরে। কিন্তু লকডাউন শুরু হওয়াতে সবাইকে নিজ নিজ স্থানে থেকে যেতে হয়েছে। দুই মাস ধরে একা থাকার ফলে মানসিক যে চাপ নিতে হচ্ছে, সেটার কথা প্রকাশ্যে জানিয়েছেন বালোতেল্লি।

আগামী ১৩ জুন সিরি "আ" মাঠে ফেরার কথা। ফুটবল শুরু হবে, এটা ভেবে আনন্দিত হওয়ার কথা ছিল ইতালিয়ান স্ট্রাইকারের।

ছয়ের পাতায়

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

শান্তিরবাজার মহকুমার গার্দাং অসিনীত্রিপুরা পাড়ার চলছে চরম পানীয় জলের সংকট। ছবি- নিজস্ব।

২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজকে ভাওতাবাজি বললেন পিসিসি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৭ মে।। করোনা পরিস্থিতিতে ভারত সরকার কর্তৃক ঘোষিত ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ কার্যত ভাওতাবাজি। কারণ ভারতবর্ষের শ্রমিক কৃষকদের যে আর্থিক সহযোগিতার কথা এই প্যাকেজে উল্লেখ করা হয়েছে তা সরাসরি তাদের সাহায্য না করে ঋণের মাধ্যমে সাহায্য করাটাই হচ্ছে প্রকৃত অর্থনৈতিক কাঠামো আরো বেহাল অবস্থা হয়ে পড়ার শামিল। প্রধানমন্ত্রীর অজ্ঞতার কারণে ভারতবর্ষ বিরাট বিপর্যয়ের মুখে সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। এই প্যাকেজ যদি পুর্নবিবেচনা না করে ভারতবর্ষের অর্থনীতির পক্ষে বিপদ ডেকে আনবে এবং ভারতবর্ষকে রক্ষা করা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে বিলোনিয়া প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ অনুষ্ঠানে এসে ভারত সরকার কর্তৃক ২০ লক্ষ টাকা আর্থিক প্যাকেজের সমালোচনা করে এই অভিমত ব্যক্ত করেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস।

ভারত সরকার কর্তৃক এই আর্থিক প্যাকেজ এর তীব্র বিরোধিতা করে তিনি আরো বলেন কংগ্রেস দল এই আর্থিক প্যাকেজে হতাশ উদ্বিগ্ন। কারণ কৃষক জুমিয়া শ্রমজীবি মানুষদের জন্য কিছুই নেই এই প্যাকেজে। ভারতবর্ষে শ্রমিকরাই প্রকৃত নির্মাতা তাদেরকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব।এই শ্রমিকদের যদি রক্ষা না করা যায় ভারতবর্ষের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়বে।কোন দেশকে বাঁচাতে গেলে শ্রমিকদের বাঁচাতে হবে। এছাড়া তিনি আরো বলেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের বিভিন্ন জায়গা থেকে সরকারের খরচে আনাও পাঠানোর ক্ষেত্রে সরকারের যে দাবি তাও ভাওতাবাজি উল্লেখ করে বলেন ইটভাটা শ্রমিকদের কাছ থেকে ভাতার মালিকেরা প্রাপ্য মজুরি একটা অংশ রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানোর পর এই বিশেষ উদ্যোগ বলে অভিমত প্রকাশ করেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস। রবিবার বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত হয় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান ।

প্রথমে কংগ্রেস ভবন আয়োজিত হয় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান বিলোনিয়া মুহুরীঘাট আন্ত শুল্ক বাণিজ্য কেন্দ্রের ৪২ জন কর্মহীন শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ চৌধুরী ও ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি অরূপ দেব সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা এই শ্রমিকদের মধ্যে ত্রাণ হিসেবে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে। এরপর বিলোনিয়া প্রেসক্লাবে সংবাদ প্রতিনিধিদের সুরক্ষার কথা ভেবে বিলোনিয়া ব্লক যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে বিতরণ করা হয় মাস্ক ও স্যানিটাইজার। পাশাপাশি এদিন ২৭ জন দুস্থ মুসলিম সম্প্রদায় মানুষদের মাঝে বিতরণ করা হয় রমজান মাসের খাদ্য সামগ্রী।

পাথারকান্দিতে রেলে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়, ১৭ মে।। করোনা আতঙ্কের মধ্যে পার্শবর্তী রাজ্য আসামের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দিতে রেলে কাটা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু এক গ্যাস এজেন্সি কর্মির।।মালবোঝাই এক ট্রেনের চাকায় কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যাক্তির। মাঝবয়সী হতভাগার নাম ভানু দে।বাড়ি পাথারকান্দি থানাধীন মৈনা এলাকায়।ঘটনাটি ঘটে আজ দুপুর আনুমানিক বারোটা নাগাদ পাথারকান্দি বিলবাড়ি এলাকায়।জানা গেছে পেশায় পাথারকান্দি গ্যাস এজেন্সির কর্মি ভানু বাবু কাজের উদ্দেশ্যে আজ গ্যাস এজেন্সিতে পৌছাতে কলকলিঘাট হয়ে রেললাইন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন।এমন সময় শিলচর থেকে ত্রিপুরা অভিমুখী মালবোঝাই একটি ট্রেনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়।পরে বারইগ্রাম রেল পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য করিমগঞ্জে পাঠিয়ে দেয়। ময়নাতদন্তের পর পুলিশ পরিবারের হাতে মৃতদেহটি তুলে দেয়।

অর্ধ পোড়া অবস্থায় চার শতাধিক এটিএম কার্ড উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৭ মে।। অর্ধ পোড়া অবস্থায় প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ টি এটিএম কার্ড রবিবার সকালে উদ্ধার হওয়া ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় বিলোনিয়া মহকুমা জুড়ে। দক্ষিণ মির্জাপুর এলাকায় রাস্তার পাশের একটি পরিত্যক্ত জায়গা থেকে অর্ধ পোড়া অবস্থায় ব্যাংকের এটিএম কার্ডগুলি এক শ্রমিক দেখতে পেয়ে খবর দেয় এলাকাবাসীদের। ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকাবাসীরাও ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পায় এটিএম কার্ডগুলি পোড়া অবস্থায় রয়েছে। অর্ধ পোড়া অবস্থায় এটিএম কার্ড গুলি দেখে বোঝা যায় দক্ষিণ সোনাইছড়ির গ্রামীণ ব্যাংকের ব্রাঞ্চের এটিএম কার্ড। এনিয়ে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কি কারণে ব্যাংকের এই এটিএম কার্ড গুলি পোড়ানো হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহের দানা বাঁধতে শুরু করেছে জনমনে। তবে অনেকের মতে ব্যাংকের কোন আর্থিক ঘোটালা লুকাতে রাতের আধারে পরিত্যাক্ত স্থানে এটিএম কার্ড গুলি পোড়ানো হয়েছে।

জলের সঙ্কটে ভুগছে গার্দাং অশ্বীনি ত্রিপুরা পাড়ার বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৭ মে।। জলের সঙ্কটে ভুগছে গার্দাং অশ্বীনি ত্রিপুরা পাড়ার বাসিন্দারা। শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত গার্দাং অশ্বীনি ত্রিপুরা পাড়ার বাসিন্দারা দীর্ঘদিন যাবৎ বিশুদ্ধ পানীয় জলের সঙ্কটে ভূগছে। এই এলাকায় একটি মাত্র জলের সংযোগ রয়েছে। যারফলে

ছয়ের পাতায় দেখুন

বেতনের দাবীতে আগরতলা রেল স্টেশনে বিক্ষোভ দেখালেন চুক্তিবদ্ধ সাফাইকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। আগরতলা রেল স্টেশনে চুক্তিবদ্ধ সাফাই কর্মীরা বেতনের টাকা পাচ্ছে না। লকডাউন চলাকালে বেতনের টাকা না পাওয়ায় রেলস্টেশনের চুক্তিবদ্ধ সাফাই কর্মীরা অসহায় হয়ে পড়েছে। তাদের পরিবারে অনাহার নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অবিলম্বে তাদের বকেয়া মজুরির টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা। বকেয়া মজুরির দাবিতে রবিবার রেলের চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা আগরতলা ট্রেন স্টেশনে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করেন। রবিবার থেকে তারা রেলস্টেশনে ছাপাইয়ের কাজকর্ম বন্ধ রাখেন। বকেয়া দু'মাসের মজুরির টাকা মিটিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তারা কাজে যোগ দেবেন না বলে স্পষ্ট ভাবে হুশিয়ারি দিয়েছেন। ফলে আগরতলা রেল স্টেশনে সাফাই কাজকর্ম দগ্ধ হয়ে পড়েছে। সাফাই কর্মীরা জানিয়েছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করুণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে তারা রেলস্টেশনে ছাপাইয়ের কাজকর্ম দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে তারা সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বিজেপির যুব মোর্চার প্রতাপগড় মন্ডলের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। বিজেপির যুব মোর্চা প্রতাপগড় মন্ডল এর উদ্যোগে রবিবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে যুব মোর্চার কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। তবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই রক্তদান শিবিরে রক্তদাতারা অংশগ্রহণ করেন। লকডাউন ঘোষণার পর থেকে রাজ্যে রক্তদানের প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তশূন্যতা চরম আকার ধারণ করেছে। রক্তশূন্যতা দূর করার জন্য বিজেপি যুব মোর্চা যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার প্রশংসা করেছেন এলাকার জনগণ। উল্লেখ্য রক্তের অভাবে রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবি সহ অন্যান্য হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা পরিষেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের জোগান দেওয়ার জন্য সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বারবার রক্তদাতাদের এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। সেই আহবানে সাড়া দিয়ে বিজেপি যুব মোর্চার প্রতাপগড় মন্ডলের পক্ষ থেকে রবিবার রক্তদান শিবির সংগঠিত করা হয়। এ ধরনের প্রয়াস আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবে তারা এই রক্তদান শিবির সংগঠিত করেছেন বলে জানিয়েছেন।

রাজ্যের বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ড. রুপেন্দ্র কুমার ভৌমিক প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। রাজ্যের বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, যোগাচার্য এবং বিশিষ্ট নাগরিক ড় রূপেন্দ্র কুমার ভৌমিক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। রবিবার রাত আনুমানিক সোয়া আটটা নাগাদ আইএলএস হাসপাতালে বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পর তাঁর মৃত্যু হয়। ড় রূপেন্দ্র কুমার ভৌমিকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্যের ক্রীড়ামোদী মহল সহ সকল অংশের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দীর্ঘ বেশ কয়েক মাস ধরেই বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত ছিলেন ড় ভৌমিক। নিয়মিত চিকিৎসা চলছিল। সম্প্রতি স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় তাকে আইএলএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে এক সময় তিনি ভেন্টিলেশনেও ছিলেন। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেও সুস্থ হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে রবিবার রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি এক পুত্র ইন্দ্রনীল, পুত্রবধূ ও নাতি সহ পরিবার-পরিজন ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আমবাসা ব্যবসায়ী সমিতি বাজারের ২১০ ব্যবসায়ীকে আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। ধলাই জেলার আমবাসা ব্যবসায়ী সমিতি বাজারের ২১০ জন ব্যবসায়ীকে আর্থিক সহায়তা করেছে। পাশাপাশি ১৩ জন সাফাই কর্মীকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। রবিবার আমবাসা কালিবাড়ি নাটমন্দিরে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুস্থ ব্যবসায়ীদের মধ্যে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমবাসা পুরো পরিষদের চেয়ারপারসন চন্দন ভৌমিক, এসডিপিও আসিস দাসগুপ্ত, ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক অমৃতলাল রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক অমৃতলাল রায় জানান ২১০জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে ১০০০ টাকা করে অর্থাৎ ২১০জন ব্যবসায়ীকে ২লক্ষ ১০হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে যেসব সাফাই কর্মী কাজ করে চলেছেন তাদের মধ্যে ১৩জন সাফাই কর্মীকে পাঁচশত টাকা করে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,২৩৭ জনের, আমেরিকায় করোনায় মৃত বেড়ে ৮৮,৭৩০

ওয়াশিংটন, ১৭ মে (হি.স.): আমেরিকায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ফের বাড়ল মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যাও। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন ১,২৩৭ জন। নতুন করে ১,২৩৭ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ৮৮,৭৩০-এ পৌঁছেছে।

রবিবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় (স্থানীয় সময় অনুযায়ী শনিবার রাত ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত) আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,২৩৭ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৮,৭৩০। মৃত্যুর পাশাপাশি আমেরিকায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও, এই মুহূর্তে আমেরিকায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,৪৬৬, ৬৮২-এ গিয়ে ঠেকেছে।

২ বেড়ে রাজস্থানে করোনায় মৃত্যু ১২৮ জনের, সংক্রমিত ৫,০৩০

জয়পুর, ১৭ মে (হি.স.): রাজস্থানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৭০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। নতুন করে ৭০ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,০৩০। রবিবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রবিবার রাজস্থানে নতুন করে ৭০ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।

আক্রান্ত ৭০ জনের মধ্যে জয়পুরে আক্রান্ত ৩৬ জন, দুঙ্গারপুরে ১৮ জন, বিকানের-এ ৫ জন, ঝুনঝুনু ও কোটায় দু''জন করে এবং আজমের, বারমের, দৌসা, কারাউলি, নাগাউর ও সওয়াই মাধোপুরে একজন করে সংক্রমিত হয়েছেন। সবমিলিয়ে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৫,০৩০-এ পৌঁছেছে। রাজস্থানে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে দু''জনের, জয়পুরেই দু''জনের মৃত্যু হয়েছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২,৯৯১ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৯১১ এবং মৃত্যু হয়েছে ১২৮ জনের।

ঘূর্ণিঝড়-সতর্কতা শ্রমিক স্পেশাল বন্ধ রাখার আর্জি ওড়িশা সরকারের

ভুবনেশ্বর, ১৭ মে (হি.স.): আগামী ১২ ঘন্টার মধ্যে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেবে ''আমফান'', সোমবার সকালের মধ্যেই শক্তি বাড়িয়ে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে ''আমফান''। ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে ওড়িশার উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। তাই ১৮ থেকে পরবর্তী ৩ দিন উপকূলবর্তী এলাকায় শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন বন্ধ রাখার অনুরোধ জানাল ওড়িশা সরকার।

ঘূর্ণিঝড় ''আমফান'' প্রসঙ্গে ওড়িশার বিশেষ ত্রাণ কমিশনার পি কে জানা জানিয়েছেন, বালেশ্বর, ভদ্রক, জাজপুর এবং গঞ্জাম জেলায় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়তে পারে। কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট সচিবের কাছে রাজ্যের মুখ্য সচিব অনুরোধ করেছেন, ঘূর্ণিঝড়ের প্রেক্ষিতে ১৮ মে থেকে পরবর্তী ৩ দিন উপকূলবর্তী এলাকায় ''শ্রমিক স্পেশাল'' ট্রেন যেন বন্ধ রাখা হয়। বিশেষ ত্রাণ কমিশনার পি কে জানা আরও জানিয়েছেন, জেলা প্রশাসন এবং সমস্ত আধিকারিকদের সঙ্গে

ছয়ের পাতায় দেখুন

অসমে করোনা-সংক্রমিত আরও চার, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৯৫

গুয়াহাটি, ১৭ মে (হি.স.) : অসমে আরও চারজনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে রাজ্যে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা ৯৫ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। শনিবার গভীর রাতে পর পর দুই দফায় দুবার টুইট করে এই খবর দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। রাত ১২.৪০ মিনিটে তিন এবং ২.৩৩ মিনিটে টুইট করে আরও একজনের রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে বলে সবাইকে নিজেদের ঘরে সুরক্ষিত অবস্থান করতে আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব। অযথা ঘরের বাইরে এসে বিপদ না বাড়াতে রাজ্যবাসীর প্রতি আবেদন জানান তিনি।

শনিবার রাত পর্যন্ত যাঁদের শরীরে করোনা ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাঁদের একজন শোণিতপুর এবং অন্যজন শিবসাগর জেলার বাসিন্দা। বাকি দুজন কামরূপ মহানগর জেলার গুয়াহাটির। মন্ত্রী জানান, রাজ্যে এখন পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৯৫। তাঁদের মধ্যে ৪১ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছেন। দুজনের মৃত্যু হয়েছে এবং সক্রিয় রোগী ৫০ জন। এছাড়া দুজন ছিলেন অভিবাসী, অন্য রাজ্য থেকে এসেছিলেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, ৯৫ জন রোগীর মধ্যে এক গুয়াহাটিরই ৩৩ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস হামলা করেছে।

গুয়াহাটির যে দুজনের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে তারাও ফ্যান্সিবাজারের আলুগুদাম সম্পৃক্ত। তারা কালাপাহাড় এবং ফাটাশিলের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ছিলেন। উভয়কে রাতেই মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। এই তথ্য দিয়ে মন্ত্রী জানান, তৃতীয় রোগীকে তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। এছাড়া শিবসাগরের রোগীকে যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা শুরু হয়েছে।

পাথারকান্দিতে সন্দেহভাজন যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৭ মে।। রাজ্যের করোনা হটস্পট জোন থেকে পালিয়ে আসা এক যুবককে নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে পার্শবর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দির চান্দখিরাতে।

জানা গেছে পালিয়ে যাওয়া যুবকটি গত দীর্ঘদিন থেকে রাজ্যে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিল।তার বাড়ি বহি রাজ্যের কলকাতার মালদা জেলায়। জানা গেছে নাম হালু শেখ নামের বছর বত্রিশের যুবকটি আজ ভোরে পাথারকান্দির চান্দখিরায় রহস্যজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে স্থানীয় জনমনে সন্দেহ হয়।

পরে তারা তার পরিচয় জানলে এ নিয়ে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয়দের মধ্যে।অবশেষে প্রশাসনের সহযোগিতায় তাঁকে পাকড়াও করে সরাসরি কোয়ারেন্টিনে সেন্টারে প্রেরণ করা হয়। স্থানীয় জনগণের অভিযোগ মতে, রাজ্যের হটস্পট জোন হিসেবে চিহ্নিত ধলাইর আমবাসা এলাকা থেকেই অসম অভিমুখী একটি ট্রাকে করে সে অসমে প্রবেশ করে। ট্রাকটি সেই যুবককে প্রথমে গুয়াহাটি নিয়ে যাবার কথা বললেও গতকাল গভীর রাত ট্রাকটির চালক তাকে পাথারকান্দি থানাধীন চান্দখিরা তেমাথায় ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। ভোরবেলা এই এলাকায় অচেনা এই যুবককে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ জাগে স্থানীয়দের। ফলে অচেনা এই যুবককে দেখে মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

পরে বিষয়টি নিয়ে পাথারকান্দি পুলিশকে জানানো হলে প্রশাসনিক স্তরের কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় সকালেই পাথারকান্দি ব্লক মডেল হাসপাতালের কোয়ারেন্টিন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে স্থানীয় অভিযোগ, গত কিছুদিন পূর্বে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাশ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরা থেকে করোনা সংক্রমণ এড়াতে অসম-ত্রিপুরা সীমান্ত এলাকা সিল করার পর ও কিভাবে পুলিশের নজর এড়িয়ে রাজ্যের হটস্পট জোন থেকে কিভাবে এই যুবক অসমে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে ? এনিয়ে চলছে নানা কানাঘোষা।

শিশু সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে শিশু খাদ্য এবং মাক্স বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। শিশু সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে রবিবার রাজধানীর লালবাহাদুর চৌমুহনীতে আর্ট অফ লিভিং এ শিশুদের মধ্যে শিশু খাদ্য এবং মাক্স বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এবং শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন নীলিমা ঘোষ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ প্রতিমা হলেন লকডাউন এর ফলে শিশুরাও নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। গরিব পরিবারের শিশুরা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ভুগছে। তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশন শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য এবং মাস্ক বিতরনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় তাদের ভূয়শী প্রশংসা করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। প্রত্যেক অভিভাবকদের শিশুদের প্রতি যত্নবান আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ। শিশুদের সুস্থ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব না হলে সুস্থ দেশ সুস্থ রাজ্য সুস্থ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। দীর্ঘ লকডাউন এর ফলে শিশু মন বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সেই বাধা কাটিয়ে উঠতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাতে হবে। এ ধরনের উদ্যোগ শুধুমাত্র রাজধানীতে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। এই উদ্যোগ গ্রাম থেকে গ্রামস্তর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশনের শিশু খাদ্য বিতরণ ও বিতরণের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন অভিভাবক মহল।

পায়ে হেঁটে মালদার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন পাঁচ শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। ৫ জন পরিযায়ী শ্রমিক আগরতলার সার্কিট হাউজ এলাকা থেকে গাড়ি করে তেলিয়ামুড়া পর্যন্ত আসে। রবিবার দুপুরে পৌঁছায় তেলিয়ামুড়ায়। এরপর শ্রমিকরা পায়ে হেঁটে মালদার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এইসব শ্রমিকদের আটক

ছয়ের পাতায় দেখুন

আজ আনুমানিক সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ নতুনবাজার থানার অধীন ধুমরাছড়া এডিসি ভিলেজের লেইপেদা পাড়া থেকে নতুনবাজার আসার পথে মদমত্ত অবস্থায় চালক ওয়াগনার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হাড়িয়ে ফেলে। গাড়িটির পাশের জলাশয়ে গিয়ে পড়ে। আহত বা নিহত হননি কেউ। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

ভারতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ২,৮৭২ জন আক্রান্ত ৯১ হাজার ছুঁইছুঁই : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপ থেকে মুক্তি মিলছেই না। প্রতিদিনই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৮৭২ এবং সংক্রমিত ৯০, ৯২৭ জন। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৩৪,১০৯ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪, ৯৮৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১২০ জনের, যা এখনও পর্যন্ত সবথেকে বেশি। রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯০, ৯২৭ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ৫৩,৯৪৬)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৮৭২। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩৪,১০৯ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ২, ৮৭২ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে দু''জনের, বিহারে ৭ জনের, চন্ডীগড়ে ৩ জন, দিল্লিতে ১২৯ জনের, গুজরাটে ৬২৫ জনের, হরিয়ানায় ১৩ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৩ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১২ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩ জনের, কর্ণাটকে ৩৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ২৪৩ জন, মহারাষ্ট্রে ১১৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ৩ জনের, পুদুচেরি একজন, পঞ্জাবে ৩২ জন, রাজস্থানে ১২৬ জনের, তামিলনাড়ুতে ৭৪ জন, তেলেঙ্গানায় ৩৪ জন, উত্তরাখণ্ডে একজন, উত্তর প্রদেশে ১০৪ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৩২ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

করোনা-প্রকোপে মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতি এখনও সবচেয়ে শোচনীয়। মহারাষ্ট্রে রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩০,৭০৬, দিল্লিতে ৯৩৩৩, তামিলনাড়ুতে ১০,৫৮৫, অন্ধ্রপ্রদেশে ২৩৫৫ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন (প্রত্যেকেই সুস্থ) অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৯২ জন, বিহারে ১১৭৯ জন, চন্ডীগড়ে ১৯১ জন, ছত্তিশগড়ে ৬৭ জন, দাদর নগর হাভেলিতে একজন, গোয়ায় ১৭ জন (সুস্থ ৭ জন), গুজরাটে ১০৯৮৮ জন, হরিয়ানায় ৮৮৭ জন, হিমাচল প্রদেশে ৭৮ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ১১২১ জন, ঝাড়খণ্ডে ২১৭ জন, কেরলে ৫৮৭, কর্ণাটকে সংক্রমিত ১০৯২ জন, লাদাখে ৪৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ৪৭৮৯ জন, মণিপুরে ৭ জন (দু''জন সুস্থ), মেঘালয় ১৩ জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ৭৩৭ জন, পুদুচেরিতে ১৩ জন, পঞ্জাবে ১৯৪৬ জন, রাজস্থানে ৪৯৬০ জন, তেলেঙ্গানায় ১৫০৯ জন, ত্রিপুরায় ১৬৭ জন, উত্তরাখণ্ডে ৮৮ জন, উত্তর প্রদেশে ৪২৫৮ এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৫৭৬ জন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।